কুসুম-কামিনী নাটক।

"What now ensues, to the judgement of your eye
I give, my cause who best can justify."

SHAKESPEARE.

শ্রীশ্রীকণ্ঠনাথ সরকার প্রণীত।

কলিকাতা,—১৮ নং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীহিতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২৮৫ সংখ্যক অপর চিৎপুররোড শোভাবাজার বিদ্যারত্ন যন্ত্রে
শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গীয় লেখক-কুলগৌরব

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়কে

এই

গ্রন্থ

ভক্তি চিহ্ন স্বরূপ

উপহার

প্রদত্ত

হইল

ইতি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আলিবর্দ্দি খাঁ ... ... নবাব।

হেমেন্দ্রনাথ ... ... রাজপুরের যুবক জমিদার।

সুরেন্দ্রনাথ ... ... হেমেন্দ্রের বন্ধু।

জ্ঞানানন্দ স্বামি ... ... সন্ন্যাসী।

ফেলারাম ... ... আখড়াধারী বৈরাগী,
ক্ষেমঙ্করীর জার।

নরেন্দ্রনাথ ... ... হেমেন্দ্রের অধ্যাপক পুত্র,
চার্ব্বাক মতের দার্শনিক।

খঞ্জ নিতাই ... ... রাজপুরবাসী নাপিত।

বখরুদ্দীন ... ... হেমেন্দ্রের অস্ত্রাগাররক্ষক।

রামচাঁদ ... ... হেমেন্দ্রের খানসামা।

হেমেন্দ্রের দেওয়ান, নবাবের পারিষদগণ, ভারিগণ, গ্রামবাসীগণ,
জমাদার, বরকন্দাজদ্বয়, চৌকিদারগণ, প্রহরীগণ,
হরকরাগণ, মুদ্দফরাসদ্বয় ইত্যাদি।

গণ।

ক্ষেমঙ্করী }
হৈমবতী } ... ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নীদ্বয়

কুসুমকামিনী ... হৈমবতীর কন্যা।

কমলকামিনী ... ক্ষেমঙ্করীর কন্যা।

কাদম্বিনী ... কুসুমের সই।

সুশীলা .... সুরেন্দ্রের স্ত্রী।

শঙ্করী বেণ্যানী ... ক্ষেমঙ্করীর আত্মীয়া।

বামা }
শ্যামা } ... কুসুমের দাসীদ্বয়।

পদ্মাবতীর প্রেতমূর্ত্তি।

কুসুম-কামিনী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুর গাঁধারের মাঠ—কয়েকটি বৃক্ষ দৃশ্য।

(বখরুদ্দীন ও রামচাঁদের প্রবেশ।)

রাম। আর পারিনে দাদা, ভেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়। কোন্ সকালে আজ শিকেরে বেরিইচি বল দেখি—তখন এক পহর বেলা হয়নি। সেই হতে—কাঁটা নেই—খোঁচা নেই—দুপুরে রোদ নেই, কেবল ঘুর্ ছি! ডেঙ্গায় ডেঙ্গায় মাঠে মাঠে পাখির তরে ঘুর্ ছি! তা আমরা যেন ঘানির বলদ—ঘুর্ তিই জন্মেছি। কিন্তু বাবুর সুখের শরীর, বাবু এত পথ কি করে হাঁটেন? বড়মানুষের গায় কি ক'রে এত মেহনৎ বরদাস্ত হয়?

বখ। আরে ভায়া, শিকেরের শক বড্ড শক, সে শক যার আছে, সে কি মেহনৎকে ডরায়? বাবুর আজ বা কি মেহনৎ তুই দেখ্‌লি—শিকেরে এসে এক এক রোজ উনি আরও জাস্তি মেহনৎ করেন—দশ বার কোশ রাস্তা হাঁটেন।

রাম। আজও বার কোশ রাস্তা হাঁটা হবে। আট ন কোশ ত হয়ে গেছে।

বখ। দূর্ আহাম্মক, এত কিসে হ'ল। আট কোশ রাস্তা বুঝি থোড়া। এখান হতে মুর্শীদাবাদ পুরা আট কোশ হবে না। আমাদের গাঁ থেকে রাজপুর কত রাস্তা, জানিস্?

রাম। আড়াই কোশ। কিন্তু আমরা ত সোজা পথে আসি নি। যে ঘুরে ফিরে এইচি, ন-দশ কোশের ধাক্কা পড়েছে। এখনও আড়াই কোশ যেতে হবে, তবে বাড়ী পাব। হিসেব ক'রে দেখ, তা হ'লেই বার কোশ হ'ল। তোমাকে গড় করি—বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবার ঘরমুখো কর। নইলে আমি গেলুম।

বখ। তুই ত ভাই খেতে খুব বাহাদুর। পাঁচ সাত সের চেলের ভাত একই দমে পেটে পূরিস্। তবে রশি পাঁচ সাত রাস্তা হেঁটে এত লবেজান হ'স্ কেন? তোদের হেঁদুগুলো এম্নি গোবরের ঢিপ্ বটে। হেঁদুরা হাতির খোরাক খায়, কাম দেয় মশার। আমরা মুসলমান লোক, আমরা ফড়িঙ্গের খোরাক খাই—কাম দি সেরের। তাই মুলুক আজ আমাদের। তুই ভাবিস্‌নে। বাবু আমার চাচাজির কাছে পার্শি পড়েছিলেন বলে আমায় খুব খাতির করেন। উনি আসুন, তবেই বুঝিয়ে বল্‌ছি। ঐ যে, আস্‌ছেন।

(হেমেন্দ্র ও দুই জন পাইকের প্রবেশ।)

হেমে। কি বখর, এ গাছ কটা দেখা হ'ল?

বখ। হয়নি হুজুর।

হেমে। সে কি, হ'ল না কেন?

বখ। হুজুর, আর গা বয় না। গোটা দিনটে গেল, কোথাও কিছু হ'ল না—আর কি আজ শিকের হয়? বেলা ফুরিয়ে এসেছে—এখন বাড়ী ফির্‌লেই ভাল হয়।

হেমে। তবু এখনও দু-তিন দণ্ড বেলা আছে। বাড়ী ফির্‌বার তাড়াতাড়ি কি—না হয় একটু রাত হবে—জ্যোৎস্না রাত বটে। তা এখানকার এ গাছকটা আমিই দেখ্‌ছি। তোমরা বিলধারের ঐ গাছগুলো দেখে এসো। যদি শিকারযোগ্য একটা পাখিও আজ আমায় দেখাতে পার, পঁচিশ টাকা বখ্‌শীশ পাবে।

রাম। অ্যাঁ পঁচিশ টাকা বখ্‌শীশ্! তবে আমি যাই।

বখ। চল্ ভাই, জল্দি চল্। তোর তরেই ত আমি বাড়ী ফির্তে চাইছিলুম। নিজে এখনও আমি দশ মঞ্জেল হাঁট্তে পারি।

[বখর, রামচাঁদ ও পাইক দুই জনের প্রস্থান।

হেমে। আঃ! সারা দিনটা ঘুরে ঘুরে আমিও এবার ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছি। তায় আবার আজ শিকের হয় নি, তাই পরিমশ্রটা বেশী বোধ হচ্চে। শিকের হলে এর দ্বিগুণ শ্রম গায়ে লাগে না। শিকের কি আজ হবে না? আশা নাই—তবু দেখি। (পরিক্রমণ)

(অদূরে কুসুম-কামিনীর প্রবেশ।)

কুসু। (হেমেন্দ্রকে দেখিয়া স্বগত) কে ইনি?—মানুষ না দেবতা? রূপ দেখে ত দেবতা বলেই বোধ হয়। আ মরি মরি! কি চমৎকার রূপ। এমন ত আর কখনই দেখি নি—এমন পুরুষ আর কখন আমার নজরে পড়ে নি। (তাঁহার প্রতি হেমেন্দ্রের দৃষ্টিপাত—লজ্জিত হইয়া কুসুমের গমন)

হেমে। এ কি, এমন আশ্চর্য্য রূপরাশি কোথা হতে এখানে এলো? কোথা হতে এ আলোকময়ী মরালগামিনী এ বিজন প্রান্তরে আবির্ভূতা হ'ল? যদি অঙ্গে ছায়া, চক্ষে নিমেষ না থাকৃত—আর ঐ যে মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদবিন্দু ললাটকে অলঙ্কৃত করেছে—ও স্বেদ যদি দৃষ্ট না হ'ত—ঐ যে ফুল্ল কোকনদনিন্দিত চরণ দুখানি বারবার সোণার-কমল ফুটাতে ফুটাতে মাটিতে পড়ছে—ও চরণদুটি যদি মৃত্তিকা স্পর্শ না ক'রে শূন্যে থাকৃত—তা হ'লে স্বর্গ হ'তেই বল্তেম। কেননা, স্বর্গসুন্দরীর অনুকরণেই বিধাতা এ পার্থিব সুন্দরীর দেহখানি গড়েছে। কিন্তু কি উপাদানে গড়েছে কে জানে? বুঝি চন্দ্রকরকে শরীরি করে তাই দিয়ে ও বরবপু গড়ে তায় বিদ্যুতের বর্ণ মাখিয়েছে। ঐ যে, ভাস্বর অথচ নয়নস্নিগ্ধকর প্রভা নড়্তে চড়্তে ও দেহ হতে স্ফুরিত হয়, চন্দ্রকরে বিদ্যুতের সংযোগ ভিন্ন এ প্রভা আর কিসে সম্ভবে? আর কোন সুন্দরীর কি এমন মনোহর অঙ্গপ্রভা আছে—না এমন অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি আছে? অথচ এ মূর্ত্তি যুবতীর

নয়—বালিকার বা কিশোরীর। তন্বঙ্গীর বয়স বোধ হয় চৌদ্দর কম পনেরর বেশি নয়। এই সবে যৌবনকুসুম স্ফুটিতোম্মুখ—এখনও মুখে বালিকার ভাব আছে—অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল অসংপূর্ণ আছে—কিন্তু ও চারু অবয়বের কোন স্থানেই শোভার কম্‌তি নাই। যে অঙ্গে এক. বার চোখ পড়ে, তায় হতে চোখ তোলা ভার হয়। যখন ঐ প্রফুল্ল স্বর্ণকমলনিন্দিত স্মিত মুখখানি দেখি, মনে হয়, এত সুন্দর বিধাতার সৃষ্টিতে আর কিছুই নাই! আবার যখন অই মরালগর্ব্বহারী, ঈষদুন্নত, ঈষদ্ বঙ্কিম গ্রীবাখানি দেখি, তখন তাই মনে হয়। অই স্বর্ণদণ্ডলাঞ্ছিত সুগোল বাহু দুখানি দেখেও তাই মনে হয়—আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখেও তাই—আর কেন বিধাত, আমায় সহস্র সহস্র চক্ষু দেও নি, তা হলে এককালে এ সৌন্দর্য্যময়ীর সকল অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখে পরিতৃপ্ত হ'তেম। এ অনন্ত সৌন্দর্য্য দুচোখে দেখে কি দেখার সাধ মেটে? তথাপি যতক্ষণ দেখ্‌তে পাই, এ আশ্চর্য্য দেখি। এমন কি আর কখন দেখেছি—না দেখ্‌বো।

[চকিতবৎ হেমেন্দ্রের পানে চাহিয়া কুসুমের প্রস্থান।

আমরি! কি সুন্দর পদ্মপলাশ চোখ! কি মধুর, প্রশান্ত দৃষ্টি! এই দৃষ্টিছলে পদ্মপলাশাক্ষী যেন আমার মন কেড়ে নিলে।

(বখর ও রামচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।)

বখ। বাবু সাহেব, জল্‌দি আসেন, জল্‌দি আসেন। বিলধারের একটা গাছে এক যোড়া পাখি বসে আছে। (জনান্তিকে) ও ভাই রাম, বাবুর রকম দেখ্—এক দিঠে অই চলন্ত বিবিটার পানে চেয়ে আছে—আমার বাত কাণে তুল্লে না। এখন উপায়?

রাম। তাইত দাদা, বখ্‌শীশটা যে ফাঁকে যায় দেখ্‌ছি। এ আবাগীর বেটি কোথা হ'তে আমাদের কপালে তেঁতুল গুল্‌তে এলো?

বখ। আমাদের নশীবে ওকে এনে দিলে। এ যে চিরকেলে পোড়া নশীব—সহজে কি কভু হবার বটে। এ নশীবে যদি টাকা রোজগার হবে, তবে গাধার খাটুনি খাট্‌বে কে?

রাম। হায় হুতাস ক'রে আর কি হবে, দাদা। বরং এক কাজ কর। বাবু শুনতে পান, এম্‌নি ক'রে ডেকে আর একবার তুমি বল।

বখ। (উচ্চৈঃস্বরে) হুজুর, বিলধারের গাছে এক যোড়া পাখি আছে। জল্‌দি না গেলে উড়ে যাবে।

হেমে। (ঈষৎ বিরক্তির সহিত) যাক্ উড়ে, পাখিতে আমার দরকার নাই।

বখ। হ'ল রাম, এবার ত মনের খেদ মিট্‌লো। আঃ, এত যে মেহনৎ কল্লুম—এতখানা যে আশ ক'রে ছুটে এলুম, সব মিছে হ'ল। আল্লা, তুই আজ আমাদের তৈয়ারি খানায় ধূলা দিলি!

রাম। আদুরে ছেলে আর আমির লোক কখন কি মেজাজে থাকে, ঠিক করা ভার। মেজাজ ত না যেন আশ্বিনে ঝড়—এক তিল থির থাকে না—এক দিকে যেতে তখনি আবার অন্য দিকে ছোটে। তা দাদা আমার সলা শোন। তুমি ত বন্দুক চালাতে পার, চলনা আমরাই পাখি মেরে আনি। তা হ'লেও আমাদের মেহনৎ অম্‌নি যাবে না। কিছু মিল্‌বেই।

বখ। ভাল সলা বলেছিস্ ভাই। চল্ তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

হেমে। আর ত-ভাল দেখা যায় না। এ সুন্দরী অনেক দূরে গেল। প্রান্তর পার হ'য়ে রাজপুর গ্রামে প্রবিষ্ট হ'ল। বোধ হয় রাজপুরেই বাড়ী। পাশের অই বাগানে ফুল তুল্‌তে এসেছিল—এখন বাড়ী ফিরে যাচ্চে। কিন্তু রাজপুরের কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির গৃহোদ্যানে এ অপূর্ব্ব স্বর্ণকুসুমটি ফুটেছে—কোন্ পুণ্যাত্মার গৃহ এ আলোকময়ীর অঙ্গপ্রভায় আলো হয়েছে, তা কারেই বা জিজ্ঞাসা কর্‌ব? কার কাছে এ রূপসীর পরিচয় প্রাপ্ত হব? ঐ যে একটি লোক গাঁধারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে—অই যার পাশ দিয়ে গজগামিনী গেল—এ লোককে ডেকে জিজ্ঞাস্‌লে কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না? রামাকে দিয়ে ডেকে পাঠাতে হ'ল। ও রাম, রাম।

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

হেমে। ঐ যে লোকটি রাজপুর গাঁধারে দাঁড়িয়ে, ওকে আমার কাছে ডেকে আন্ দেখি। দেরি করিস্‌নে। ঝট্ যা।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে, যাচ্চি।

হেমে। হাঃ, কই সে নিরুপমরূপা তরুণী। কই, সে ভুবন-মোহিনী! আর ত তার কোন চিহ্নও দেখ্‌তে পাই না। যেমন ক্ষণপ্রভা মেঘের গায় দেখা দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখনি অদৃশ্যা হয়, তেম্‌নি সে সুন্দরীও এ প্রান্তরে আবির্ভূতা হ'য়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্তর্হিতা হ'ল। হায়, কেন সে এত শীঘ্র অন্তর্হিতা হ'ল? কেন আর কিছুক্ষণ সে আলো এখানে স্থির হয়ে রৈল না। আর কিছুক্ষণ যদি সে আশ্চর্য্য রূপ আমি দেখ্‌তে পেতেম, তা হ'লেও আমার জন্ম সফল হ'ত। তা সে বরবর্ণিনী ত ক্ষণেক দেখা দিয়েই আমার দৃষ্টিপথ ছেড়ে গেল, কিন্তু মন ছেড়ে বোধ হয় কখন—কখন—কখনই যেতে পার্‌বে না।

(অনতিদূরে খঞ্জ নিতায়ের সঙ্গে রামচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।)

নিতা। কই হে বাপু, তোমার বাবু কোথায়?

রাম। ঐ যে, গাছ তলে। আপনি ঐখানে যান। (নেপথ্যে বন্দুকধ্বনি)।

নিতা। ও বাবা, এ কি? এ কি? হেঁগা এটা কি বাজ্‌পড়ার সাড়া?

রাম। না মশাই, বাজ কোথা। বন্দুকের আওয়াজ হল—তারই সাড়া।

নিতা। কি জানি বাপু, আমি বলি কোথায় নিনিমেঘে বজ্রাঘাত হল। (পুনর্ব্বার বন্দুকধ্বনি) বাপ্‌রে আবার যে। আমার কাণে তালা ধ'রে গেল। এমন বিপদ এখানে আছে জান্‌লে কোন্ বেটা আস্‌ত। এখানে থাক্‌লে পরাণ হারাব। আমি ফিরে যাই।

রাম। ফিরে কেন যাবেন মশাই, বাবুর কাছে চলুন। যে লোক আওয়াজ কচ্ছিল, ঐ সে আস্‌ছে, ওকে বারণ ক'রে দিচ্চি।

নিতা। আগে তুমি বারণ কর। তার পর আমি বাবুর কাছে ঘেশ্‌বো।

(বখরের পুনঃপ্রবেশ।)

হেমে। কি বখর, কিছু হ'ল ?

বখ। না হুজুর, ছুটো নিশেনাই ফাঁকে গেল। মোর মামুজি যে বলে—

"শিকের কি কাম খোদা মেলায় তো লাখ্ লাখ্ মেল্‌কে যায়।
মাথা কোট্‌নে এক না মেলে যব খোদা না দ্যায়॥"

এ বাতটা মিছে নয়। খোদা না দিলে শিকের মেলে না। কোন্ চীজ মেলে ?

রাম। (বখরের কাছে আসিয়া জনান্তিকে) ও দাদা, জানোয়ার দেখ্‌বে ? (নিতাইকে দেখাইয়া) ঐ দেখ কেমন একটা জানোয়ার আমি এনেচি। দেখ কি বাহারের চেহারাখানা! বেটা লম্বাতে যেন তালগাছটা। গায়ের চামড়াটাও তালগাছের মত কাল খস্‌খসে। ঐ তালগাছের উপর রূপী বাঁদরের মত মুখখানি কেমন খুলেছে দেখ্। চোখত নয় ঠিক যেন গুগ্‌লি ছুটি—নাক যেন বিষে কোটালের হাতের দা খানা। দাঁত ত মুখে নেই-ই, কেবল উপর পাটিতে মূলার মত এক যোড়া আছে—সে মুলো ঢাক্‌তে ওর ঠোঁট জবাব দিয়েছে। আমাদের বাবুর পোষা বন-মানুষট্টার যেমন হাত তেম্‌নি লম্বা বেটার হাত ছুটো। পা ছুটো ঠিক যেন ঝিলের আধপোড়া রলা কাট। আবার বাঁ পাটি খোঁড়া। দেখ লাঠিতে ভর রেখে পুরুষ কেমন ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন জানোয়ার তুমি কি আর কখন দেখেছ ?

বখ। আরে জানোয়ার ত দেখ্‌লুম। কিন্তু বখ্‌শীশ্‌টা যে ফাঁকে গেল। ছু এক টাকা নয় রে ভাই, পঁচিশ পঁচিশ টাকা।

হেমে। কি রাম, সে লোক এলো না ?

রাম। ঐ যে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বন্দুক দেখে এখানে আস্‌ছেন না। আওয়াজ শুনে অবধি ভয়ে কাঁপ্‌ছেন।

হেমে। (স্বগত) কি এ—মানুষ না প্রেত ? চেহারা দেখে ত মানুষ বলে বোধ হয় না। কিন্তু লোকটি নেহাৎ ভালমানুষ। কোন্-

কাল আওয়াজ শুনেছে, এখনও ওর কাঁপনি যায়নি। (প্রকাশ্যে) ভয় কি হে বাপু, তুমি আমার কাছে এসো।

নিতা। আজ্ঞে, আর ত বজ্রাঘাত হবে না।

হেমে। না, এসো তুমি।

নিতাই। (স্বগত) দেখেছ, বেটাদের কেমন ঠকিয়েছি। এরা ঠিক ভেবেছে, আমি আর কখন বন্দুকের সাড়া শুনি নেই। কিন্তু কত কত কামানের আওয়াজ যে আমার কাণে ঢুকেছে, তা কি করে জান্‌বে। হা হা হা, চালাক লোক না হ'লে এমন চালাকি কে খাটাতে পারে। (নিকটে আসিয়া) দণ্ডবৎ পরণাম গো বাবু মশাই। একে? ভাই সাহেব। সেলাম এলেকোম গো সেখজি।

হেমে। (ঈষৎ হাঁসিয়া) এই গাঁয়েই তোমার বাড়ী?

নিতা। হ্যাঁ বাবুজি, আমার বাড়ী এই রাজপুরের দক্ষিণ পাড়ায়। নাম শ্রীনিতাইচাঁদ পরামাণিক, পিতার নাম ঠাকুর নফরচাঁদ পরামাণিক। আমরা পরামাণিক কুলের হত্তা কত্তা বিধেতা। গাঙ্গের ডুকুল পাশে যত নাপিত বাস করে, সব বেটাই আমার বাড়ী পাত পাড়ে—আমি তু ক'রে ডাক্‌লে পোষা কুকুরের মত এসে হাজির হয়—উঠ্‌তে বল্লে ওঠে, বস্‌তে বল্লে বসে। এতেই বুঝুন আমি কত বড় জবর লোক। তা এমন লোক হয়েও আপনার ডাক শুনে এলেম। আপ্‌নি বুঝি খেউর হবেন? তা হনুনা, বেশ ত। ক্ষুর ভাঁড় আমার সঙ্গেই আছে। সঙ্গী চাকরকে একটু জল আন্‌তে হুকুম করুন। ততক্ষণ আমি হুজুরের কাণ দেখি। বাবু গো, আমায় খোঁড়া ভাংড়ো দেখে তাচ্ছিল্লি কর্‌বেন না। আমার মতন এমন আর একজন নাপিত বিশ্ব বাঙ্গালায় খুঁজে পাবেন না। আমি যখন কাণ দেখ্‌ব, আপনার ঘুম পাবে। আর যখন শ্রীহস্তে ক্ষুর ধরে কামাতে বস্‌ব, আপনি তখন সকায়ে স্বর্গে উঠ্‌বেন।

হেমে। তুমি খেউরির বেশ সময় ডেকেছ। সাঁজ হতে যাচ্চে, এই সময় কিনা ভদ্রলোকে খেউরি হয়?

নিতা। আজ্ঞে তা বটে। এটা খেউরির সময় নয়। তবে

আমায় কি জন্যে তলব? বাবু গো, আমি জেতে নাপিত বটে—কিন্তু চৌষট্টি বিদ্যেই আমার পেটে আছে। আমি হরেক রকম অষুধ বিষুধ, ছিটে কোঁটা, মন্তর, তন্তর জানি, মারণ, উচাটন, আকর্ষণ, বশীকরণ জানি—বলেন ত বাদশার বেগমকে বশ ক'রে দিতে পারি। হাত দেখ্‌তে, কুষ্টি দেখ্‌তে, পাঁজি ধরে দিন দেখ্‌তে পারি—বাণের পিঠে বাণ দিয়ে পেটের ছেলে গুণে আন্‌তে পারি—হনুমানচরিত কাকচরিত দেখে যার কপালে যা লেখা আছে, বলে দিতে পারি—এক চাপড়ে সাপের বিষ জল ক'রে দিতে পারি—এম্‌নি চোর গুণ্‌তে পারি, দেখে বড় বড় দৈবজ্ঞের তাগ্‌লাগ লাগে। ছয়পর্ব্ব—আরাম, সাতপর্ব্ব রাবায়ন পুঁথি আর আট-কাণ্ড মহাভারত আমার ঠোঁটের আগায় আছে, যেখানকার কথা হোক্ ঝড়ের মত ব'লে যেতে পারি। এমন ছড়ার খোশ গল্প বল্‌তে পারি, শুনে মানুষ পাগল হয়। নাচ, গান, বাজনাতেও আমার দখল কম নয়—কত বেটা দাঁত দাড়িওয়ালা ওস্তাদ আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে এসে তোবা তোবা ডাক ছেড়ে পালিয়েছে। এসব ভারি ভারি বিদ্যের কোন্‌টার হুজুরের দরকার বলতে মর্জ্জি হোক্।

হেনে। এ সকলে আমার দরকার নেই। আমি একটা কথার জন্য তোমায় ডেকেছি। তুমি যখন——

নিতা। আজ্ঞে কথাবার্ত্তা হবে এখন। আগে কিছুক্ষণ আমোদ প্রমোদ হোক্।

হেনে। কি আপদ্ তোমার সঙ্গে আবার কি আমোদ হবে?

নিতা। কেন বাবুজি, আমার সঙ্গে আমোদ হবে না কেন? আমি কি একটা যে সে লোক? আমার গুণের পরিচয় ত পেলেন, দেশে কত আমার মান খাতির শুনুন। এ তল্লাটের যত বড় লোক—সবার সঙ্গে আমার ইয়ারকি চলে। সবাই আমায় ভালবাসে। খোদ মুর্শীদা-বাদের নবাব নাজিম মাসে মাসে আমায় তলব ক'রে পাঠান। সব মাস যেতে পাই না, যখন যাই, হাতির পিঠে আসরফি নিয়ে বাড়ি আসি। নদের রাজবাড়ী আমার বাঁশা ব'ল্লেই হয়—মাসে পনর দিন সেখানে থাকি—আমাকে পেলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সহজে ছাড়তে চান না। বর্দ্ধ-

মানের মহারাজা ত্রিলোকচন্দ্র আমাকে ভাই বলে ডাকেন—আমার সঙ্গে হাঁসি খুসি ঠাট্টা তামাসা করেন। শিবপুরের দত্ত বাবুদের বাড়ী আমি হামেশা যাই—আমার গান শুনে বাবুরা জোড়া জোড়া টাকা বখ্শীশ দেন। কেশবপুরের হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ী কোন কাজ পড়্লেই আমায় যেতে হয়। আমাকে পেলে হেমেন্দ্র বাবু কৃতকৃতার্থ হন—কত আদর অভ্যর্থনা করেন।

হেমে। (হাঁসিয়া) বল কি, হেমেন্দ্র তোমায় আদর করে? সে যে বড় বদ্লোক।

নিত্য। অন্যের পক্ষে বদ্—আমার পক্ষে নয়। আমাকে দেখ্‌লে হেমেন্দ্র আহ্লাদে আটখানা হয়। আদর ক'রে নিজের গদিতে বসায়—তাকিয়া ছেড়ে দেয়। (অন্য সকলের হাস্য) বড় যে হাঁসচ তোমরা, আমি কি মিছে বড়াই কচ্চি?

বখ। তোবা তোবা, তুমি কি মিছে বড়াই করবার লোক্? কোরাণের বয়েদ মিছে হয়, তবু তোমার বাত মিছে হয় না। কিন্তু কার সঙ্গে তুমি কথা কইচ, জান?

নিত্য। না ভাই সাহেব, তা কোথা জান্‌ব। তোমাদের বাবুকে ত আমি চিনি না।

বখ। ইনিই কেশবপুরের জমীদার হেমেন্দ্রনাথ বাবু। তুমি না কাজ পড়্লেই এঁর বাড়ী যাও—এঁর কাছে আদর পাও, তাকিয়া পাও—তবে চেন না কি রকম?

নিত্য। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, ইনিই হেমেন্দ্রনাথ বাবু! কি জান সেখজি; আমার নজরটা এখন কিছু খাটো হয়েছে। আর আমি যখন বাবুর বাড়ী যাওয়া আসা ক'ত্তেম, তখন ইনি ছেলে মানুষ ছিলেন, এখন এত বড় হয়েছেন—চেহারাটা অনেক বদ্‌লে গেছে—তাই চিন্‌তে পারিনি। তা বাবুজির মনে পড়ে, ছেলে বেলায় আমার গান শুনে এক একদিন আপনি ভারি খুসি হ'তেন—আদর ক'রে গোলামকে গদিতে বসাতেন।

বখ। মনে পড়ে, তোকে চিড়িয়া খানার বাঁদরের মাঝে বসিয়ে

নীল বাঁদর দেখার সাধ পুরাবেন। ছুঁচো, বেটা কোথাকার—তোর কি এক রতি হায়া নেই। কোন্ মুখে এত বড় বাত বলিস্? মারি বেটার মুখে এক লাথি, তবে আপ্‌শোশ্ যায়।

নিতা। তুই কেন আমায় লাথি মার্‌বিরে নেড়ে? আমি তোর খাই না পরি, না দশ টাকা ধারি পারি? দেখ দেখি বেটার রকম—গায় প'ড়ে আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এলো। মারি বেটার কাছিম খোলা নোড়া নেড়া মাথায় এক কীল, তবে আমার আপ্‌শোশ্ যায়।

বখ। (হেমেন্দ্রের প্রতি) বাবু সাহেব, এ আদ্‌মী নেহাৎ বেত-মিজ্। হুকুম হয় ত ঘাড়ে ধরে তফাৎ করি।

নিতা। (হাত নাড়া দিয়া) মাইরি, তুমি আমার ঘাড়ে ধরবে, আর আমি চুপ্ মেরে থাক্‌ব। নিতাই তোর ও চোখরাঙ্গানিতে ডরায় না। তোর মত কত বেটা নেড়েকে নিতাই এই বয়সে জব্দ ক'রেছে। হারামের রক্তে কত বেটা নেড়ের কাল দাড়ি রাঙ্গা করে দিয়েছে।

বখ। (সক্রোধে) চুপ্ রও হারামজাদ, বেইমান্। এমন বদ জবান ফের মুখে আন্‌বি তো জুতোর চোটে নাক ভেঙ্গে দেব।

নিতা। ইস, জুতো অম্‌নি পথে প'ড়ে—নেড়েই হ'ল তার হিসেব নিকেষ নেই। মার দেখি জুতো—কেমন তুই নেড়ের বেটা নেড়ে, তা দেখি। আস্‌বি মার্‌তে জুতো, আর তোর বোকা ছাগলের মত চাপ দাড়িতে শূয়ারছানা ছেড়ে দেব না?

বখ। ফিরে শালা পাজি, ফের ঐ বদ্ জবান। রুহ শূয়ারকি বাচ্চা শূয়ার—এবার তোর বজ্জাতি ভাঙ্গি। (বেগে গিয়া কণ্ঠধারণ ও সজোরে গণ্ডে চপেটাঘাত)

নিতা। ও বাবারে, মলুমরে মলুমরে। এ হারামখোর নেড়ে বেটা আমায় মেরে ফেল্লেরে।—নির্দ্দোষে মেরে ফেল্লেরে। গাঁয়ের লোক কে কোথায় আছিস্ আয়রে।

হেমে। কি এ বখর, কর কি? ছি! এম্‌নি করে বুড় লোক-টারে মারে? দেখ্‌ছ না বেটা পাগল। ছেড়ে দাও ওকে, ছেড়ে দাও।

বখ। বেটার যে বদজবান শির নিলেও শোধ যায় না। তাজ্জব-

রের কথায় এবার ছেড়ে দিলাম। ফের যদি এমন যবান বলে, বেটার মাথাটা ছিঁড়ে নেব।

নিত্য। (গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে) না সেখজি, আর আমি তোমায় কোন যবান বল্‌ব না। তুমি এমন বদ্ রসিক জান্‌লে কোন্ শালা তোমার কথায় সায় দিত। বাপ্‌রে বাপ্, তোমার লোহা বাঁধা হাতের একটা চড়েই আমায় চোদ্দভুবন দেখিয়ে দিয়েছে। আবার আমি তোমায় বদযবান্ বল্‌তে যাব। তা তোমার গায়ে জোর আছে ব'লেই আমায় মেলে। আমি গরিব দুঃখী—গায় জোর নাই—তাই সয়ে রইলাম। উপরে ভগবান্ আছেন—তিনি বিচের কর্‌বেন।

হেমে। (স্বগত) তা বটে—যে জোরে বখর চড় মেরেছে, বেচারার গালে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসেছে—গালটা ঈষৎ ফুলে উঠেছে। দুটো মিষ্টি কথা ব'লে লোকটাকে সান্ত্বনা করি। (প্রকাশ্যে) ওহে পরামাণিক, এ সব আর তুমি মনে করো না। বরং একটা গান গাও, আমরা শুনি। বল্‌ছিলে না গান আমি ভাল গাইতে পারি।

নিত্য। হুজুরের মিষ্টি কথায় আমার সব দুঃখ গেল। আমি পাগল কি ছাগল—গান ভাল গাই না মন্দ গাই—সে বিচের ঐ শ্রীপাদারবিন্দে। তবে অবধান্ হোক্। এ উঁম্ উঁম্ উম্ কম্——

শুনে সে শ্যামের মোহন বাঁশী—পরাণ উদাসী।
শ্যাম আমার রসের নাগিক কত রঙ্গ জানে।
পথে ঘাটে দেখ্‌লে শাড়ীর আঁচল ধরে টানে॥
(শুনে সে শ্যামের ইত্যাদি)
মোর ও আখে যখন গো তার দুটি আঁখি পড়ে।
তখনি সে মানের বাঁধো ওড়ে হাঁসির ঝড়ে॥ („ „)
তারে ছেড়ে যেতে আমি নারি আশে পাশে।
মন পাখি পড়েছে বাঁধা শ্যাম পীরিতির পাশে॥ („ „)

এ গীতটি আমার নিজের বাঁধা বাবুজি, কেমন খাসা গীত বলুন দেখি?

হেমে। আহা, চমৎকার।

নিতা। তবে আর একটা শুনতে মর্জ্জি হোক্।

হেমে। না, না, আর কাজ নেই। এখন যা আমি জিজ্ঞাসা করি—তারই উত্তর দাও। তুমি যখন গাঁধারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে—তখন যে বালিকাটি তোমার কাছ হয়ে গাঁয়ে গেল, সেটি কে তা জান ?

নিতা। যার হাতে ফুলের ডালি ছিল ?

হেমে। হেঁ হে সে মেয়েটিকে তুমি চেন ? যথার্থ উত্তর দিও, মিছে ব'লে ভাঁড়িও না।

নিতা। না বাবু, মিছে কেন বল্তে যাব ? সে মেয়েটিকে আমি চিনি—তার মাকেও চিনি—তার সৎমাকে, বুনকেও চিনি। গাঁয়ের মানুষ না চিন্‌ব কেন ? সেটি আমাদের গাঁয়ের মুখুজ্জ্যেদের বাড়ীর মেয়ে। খাসা তার নামটি—যেন দুধে চিনিতে মাখা।

হেমে। কি নাম বল না ?

নিতা। কি কামিনী। কুমুদ—কদম—কমল—হেঁ হেঁ কমল-কামিনীই নাম বটে।

হেমে। মেয়েটির বাড়ী অভিভাবক কে আছে ?

নিতা। কেবল বিধবা মা—আর কেউ না।

হেমে। বিবাহ হয়েছে ?

নিতা। আজ্ঞে অত বড় মেয়ে কি আইবড় থাকে ? কমলের বিয়ে হয়েছে কোন্ সত্যি যুগে। তবে কি জানেন, কুলীন বামুনের মেয়ে—বে হওয়া না হওয়া সমান। জামাইটার সঙ্গে বড় একটা দেখা শুনা হয় না—শ্বশুর বাড়ীও কখন যায় না—এই খানেই থাকে। মার পাঁচ কড়ার সম্বল নেই, ফুল বিচে খায়।

হেমে। (স্বগত) ও সর্ব্বনাশ, তবে ত সে অতুলনীয়রূপা তরুণী পরস্ত্রী!—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেন তাকে পর ভাব্‌তে আমার মন সরে না ? কেন তাকে আন্তরিক ভালবাসায় ভালবাস্‌তে—অন্তরের অন্তরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় ? ইতিপূর্ব্বে কোন পরস্ত্রীর পানে চাইতেও আমার কখন প্রবৃত্তি হয় নাই—আজ কেন সে রূপসীর রূপ দেখ্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল ? কেনই বা তার রূপে আমার মন মুগ্ধ হ'ল ? মোহ বা

পরম স্নেহপাত্রীকে দেখে যত সুখ হয়, তাকে দেখে তার কোটি গুণ সুখ হ'ল? তবে কি সে পরস্ত্রী নয়?—আমার ভাবী প্রণয়িণী? জগদীশ্বর জানেন। কোন মহাকবি বলেছেন—"সতাংহি সন্দেহ পদেষু বস্তুষু প্রমাণ মন্তঃকরণপ্রবৃত্তিয়ঃ"। আমি জানি না—কবির এ উক্তি কতদূর সত্য। কিন্তু অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি যদি প্রমাণ হয়—তা হলে সে তরুণী পরস্ত্রী নয়—আমারই ভাবী পত্নী। কিন্তু এ নাপিতটা অন্যরূপ বলে কেন? এ বেটা যেরূপ পাজি—সেরূপ বাচাল—সত্য কথা এর মুখে বার হওয়াই আশ্চর্য্য। যা হোক্ সন্দেহ ভঞ্জন জন্য আর একবার জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ভাল নিতাই, সে মেয়েটির বিবাহ হওয়া কি সত্য? তুমি নিশ্চিত জান—না আন্দাজি বল্‌ছ?

নিতা। আন্দাজি কেন বল্‌ব বাবু,—আমি বেশ জানি, কমলের বে আজ সাত আট বছর হ'য়েছে। তখন ওর বাপ হরিয় মুখুয্যে বেঁচে। কমলের স্বোয়ামীর নাম রামবেক্ষ বাঁড়ুয্যে—বাড়ী মুর্শীদাবাদের নজিক বেদ গাঁ। বাঁড়ুয্যের পোর বয়স তিন কুড়ির উপর। তাঁর আরও কুড়ি দুই বে আছে—তাই কমলকে বাড়ীতে নেন না। এসব আমি কমলের মার মুখে শুনেছি। আমার কথায় সন্দ হয়—গাঁয়ের ভিতর চলুন—যাচাই করুন।

হেমে। (স্বগত) তবে আর কেন সে সুন্দরীর কথা ভাবি। অতঃপর সে স্বর্ণপ্রতিমায় বিস্মৃতির সলিলে বিসর্জ্জন দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। এত তক্‌রার দিয়ে যখন এ বল্‌ছে, তখন আর এর কথা মিথ্যা বল্‌তে পারি না। এত কথা কি মিথ্যা হয়?

নিতা। কি ভাব্‌ছেন বাবুজি, গরিবকে কিঞ্চিৎ বখ্‌শীশ দিয়ে বিদেয় করুন। ভাই সাহেব ত আগেই কিঞ্চিৎ দিয়েছেন।

হেমে। বখ্‌শীশ,—টাকাকড়ি কিছু ত আমার সঙ্গে নেই। তুমি এই চাদরখানি নাও। (চাদর দান)

নিতা। (চাদর মাথায় জড়াইয়া) আজ্ঞে, এই আমার শাল রুমাল।—এই আমার আদেক রাজ্যি এক রাজকনে। (গীত ও তৎসঙ্গে নৃত্য)

"একবার নাচরে চাঁদের কণা।
এসেছে তোর নাচ দেখিতে যত ব্রজাঙ্গনা।
ও তুই নাচরে চাঁদের কণা।"

বখ। সাবাস ভাই, সাবাস। তুমি এমন ওস্তাজ জান্‌লে আমি কি তোমার গায় হাত তুল্‌তেম।

নিভা। ভাই সাহেব তুমি যে আমায় মেরেছ, সে ত মার নয়, ফুলের ঘা। তা এখন তোমার মুনিবকে আমি খুশি করি। উনি যেমন বখ্‌শীশ দিয়ে আমায় খুসি ক'ল্লেন, তেম্‌নি ওঁকে খুশি করি। (হেমেন্দ্রের প্রতি) বাবুজি, এদিকে ঐ যে বড় বাগানটা দেখ্‌ছেন—ওটার নাম সখের বাগান। আপনি কাল বিকালে কিছু টাকা হাতে ক'রে ঐ বাগানে যাবেন।

হেমে। (সবিস্ময়ে) কেন বল দেখি?

নিভা। কেন—তাও কি খুলে ব'ল্‌তে হবে? এইটে আর ঠাওরাতে পার্‌লেন না? কমলকামিনী রোজ বিকালে ঐ বাগানে ফুল তুল্‌তে যায়। ঐ খানেই আপনি তার দেখা পাবেন। তার পর দুটো মিষ্টি কথা ব'লে হাতে কিছু টাকা দিলেই—বুঝ্‌লেন কি না—হ হা হা।

হেমে। কি ছুঁচো, এমন কথা আমাকে বলিস্? তুই বেটা নিজে যেমন পাপিষ্ঠ পশু তেম্‌নি বুঝি পৃথিবীর সকলকেই দেখিস্? কি আশ্চর্য্য! বেটার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখনও এত দূর অধর্ম্মে আশক্তি যে পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নাশে প্রবৃত্তি দেয়। এমন সব মহাপাপীর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়। তুই বেটা এখনি দূর হ—না হ'লে মাজে ধ'রে মাঠ পার ক'রে দেবে।

নিভা। না বাপু, বখরকে ঘাড়ে ধ'র্ত্তে হবে না। আমি যাচ্চি। (কিঞ্চিৎ অন্তরে গমন)

হেমে। চল বখর, আমরাও বাড়ী যাই। সাঁজ হয়েছে। [প্রস্থান।

নিভা। ভাই সাহেব দাঁড়াও দাঁড়াও। একটা গান শুনে যাও। (সুর হাঁকিয়া)

কালিয়ে পালিয়ে যান খেয়ে রাধার বাক্যবাণ।
আবার মিল্‌বেন যখন ধনীর ভঙ্গ হবে দারুণ মান।

[বখর ও রামচাঁদের প্রস্থান।

এ বেটারা নেহাৎ চাসা—নেহাৎ অরসিক। আমার রসাল গানের মর্ম্ম কি বুঝবে। (সুর হাঁকিয়া)

যত সেখজিরা সব শান্‌কী হাতে যুড়েছে মুলুক—
যেন পালবন্দি উল্লুক।

বেশ হয়েছে। শালা মোছলমান যেমন আমায় মেরেছে, তার শোধে নেড়ে বেটাদের নামে এই গানটা বেঁধে দিলুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেশবপুর—হেমেন্দ্রনাথের শয়ন গৃহ।

পর্য্যঙ্কোপরি হেমেন্দ্রনাথ নিদ্রিত।

পদ্মাবতীর প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব—(সে মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়)।

পদ্মা। কি প্রভু, আমায় চিন্‌তে পার? আমি তোমারই দাসানুদাসী।

হেমে। কে পদ্মা, কি ভাগ্য! কি ভাগ্য! আবার আমি তোমার দেখা পেলাম। তোমায় আবার চিন্‌তে পার্‌ব না পদ্মা—তোমার মোহন মূর্ত্তি দিন রাত আমার মনে জাগে।—দিন রাত আমি কল্পনা চক্ষে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখি। এতকাল আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় ছিলে? কতদিন তোমার তরে ধূলায় প'ড়ে কেঁদেছি, তবু কি দেখা দিতে নাই?

পদ্মা। তুমি যে এখনও আমায় এত স্নেহ কর, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার অন্তিমকালের

অনুরোধটী তুমি রাখ্‌বে না কেন ? আমার কাছে তখন কি বলেছিলে—মনে আছে ?

হেমে। মনে আছে—আমি বলেছিলেম, তোমার লোকান্তর গমনের পর আবার বিবাহ কর্‌ব। আমি বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত। কিন্তু তোমার স্থান পূর্ণ করে, এমন রূপগুণসম্পন্না কন্যা পেলে কই ? পাঁচপাঁচি-গোছ মেয়ের অভাব নাই বটে—কিন্তু তেমন মেয়ে বিবাহ করাত মিছে। সোণা হারিয়ে পিতল কিনে কে কোথায় সুখী হ'তে পেরেছে ?

পদ্মা। একি প্রভু, জোনাকিতে জ্যোতিষ্কের গৌরব আরোপ !—সাধে কি প্রণয়দেবকে লোকে অন্ধ বলে ? তুমি যা হারিয়েছ, সে সোণাও নয়, রূপাও নয়—অকিঞ্চিৎকর এক টুক্‌রা লোহা। তুমি মুখের কথা খসালে তেমন কত কাঞ্চন এসে তোমার চরণতলে পড়ে। কিন্তু বিধাতা এখন তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন—তিনি আর লৌহভারে তোমার সুকুমার সোণার অঙ্গ পীড়িত কর্‌বেন না—এবার উপযুক্ত রত্ন দিয়ে ও বরবপু সাজাবেন। তুমি আমার অঙ্গুলি সঙ্কেতক্রমে আকাশ পানে চেয়ে দেখ। আমি এক মহামায়ী দেবীমূর্ত্তি তোমায় দেখাব। সেই সুরবালারূপিণীই আর কিছুকাল পরে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হবেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে মাটির মর্ত্ত্যে ব'সেই অতঃপর তুমি স্বর্গসুখ উপভোগ কর্‌বে।

হেমে। বেশ ত—দেখাও।

পদ্মা। আচ্ছা দেখাচ্চি। (উর্দ্ধে স্বর্ণসিংহাসনারূঢ়া কুসুমকামিনীর আবির্ভাব) ঐ দেখ, (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ) সুনীল গগনপ্রান্তে স্থাপিত মণিমুক্তামণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনে রত্নাভরণভূষিতা কিশোরী উপবিষ্টা। দেখ নবযৌবনবিকাশে সুন্দরীর সুগঠিত চারু অবয়বে কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রকটিত। আমি যে রমণী এ সৌন্দর্য্য দেখে আমারও মন ভোলে।—তোমার ত ভুল্‌তেই পারে। বল দেখি, এ সৌন্দর্য্যের এত পুষ্টি কিসে ? অবশ্য তুমি অই মল্লিকাফুলদলে গড়া দেহের গঠন-সৌষ্ঠবে কুসুমদুর্ল্লভ সৌকুমার্য্য ও সোণাগোলা গোলাপি বর্ণের সংযোগ-কেই এর কারণ বল্‌বে। কিন্তু অন্য কারণও আছে। বেলয়ারি ঝাড়ে ফানুসের ভিতর প্রজ্বলিত আলোর প্রভা যেমন আবরণ ভেদ ক'রে

ঝাড়ের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে মিশে বাহ্যে প্রতিফলিত হয়—তেমনি সুন্দরীর অন্তর্নিহিত অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রভা গা ফুটে বেরিয়ে দৈহিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বাহ্যে প্রকটিত হয়েছে—তাই বাহ্যেও ইনি এমন সৌন্দর্য্যময়ী। তুমিই বল এঁর সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়? ইনি রূপে দেবী, গুণে দেবীর দেবী—আর আমি রূপে বানরী, গুণে গোপনারী। যেমন ময়ূরীর সঙ্গে পেচকীর—পারিজাতের সঙ্গে পলাশ পুষ্পের—সূর্য্যপ্রভার সঙ্গে দীপশিখার তুলনা হ'তে পারে না, তেমনি এঁর সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। আমি কোন্ ছার—এ পৃথিবীতে এমন রূপগুণবতী রমণী কে আছে যে, এই রমণীকুল-কৌস্তুভমণির প্রতিযোগিনী হ'তে পারে? তোমার বড় জোর কপাল ভাই—

হেমে। আর না পদ্মা, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। আমার সঙ্গে এ পরিহাস কেন? এ কাজ ত তোমার উপযুক্ত নয়, ইনি কুলকামিনী, পরস্ত্রী—এঁকে মাঝে রেখে পরিহাস?—যে পরিহাসপ্রবৃত্তি সুরুচির সীমা ছেড়ে যায়, তার গতি রোধ করাই ভাল।

পদ্মা। আমার পরিহাসপ্রবৃত্তি সুরুচির সীমা ছাড়বে কি—আদৌ পরিচালিতই হয় নাই। তোমার বুদ্ধিবৃত্তিই আজ ভ্রান্তির জালে জড়িত হ'য়েছে, তাই অমন কথা তুমি বলছ। এই স্বর্ণসিংহাসনারূঢ়া সুন্দরী পরস্ত্রী কেমন ক'রে হ'লেন? ওঁর ত বিবাহ আজও হয়নি

হেমে। আমি কিন্তু রাজপুরের এক নাপিতের মুখে শুনেছি, এঁর বিবাহ হ'য়েছে।

পদ্মা। কেউ যদি এমন কথা তোমায় বলে থাকে, সে ভুল বলেছে। আমি নিশ্চিত জানি—এর বিবাহ হয়নি।—নিশ্চিত জানি, তুমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে এঁর বিবাহ হবে না। কেননা, তুমিই এঁর ভাবি পতি, ইনি তোমার ভাবি পত্নী।—বিধাতা তোমাদের উভয়কে উভয়ের তরে সৃষ্টি ক'রেছেন। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, অই সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা কর।

কুসু। শোন প্রিয়তম, পদ্মাদেবী মিথ্যাবাদিনী নন্। ওঁর সকল

কথাই যথার্থ—যথার্থই আমি তোমার ভাবি প্রণয়িনী। যখন তুমি আমায় মনে স্থান দিবে—মর্ম্মান্তিক ভালবাসায় ভালবাস্‌বে—তখনই আমি দাসী হয়ে তোমার চরণ সেবায় নিযুক্ত হব।

পদ্মা। কি প্রভু, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে?

হেমে। না পদ্মা, আর আমার কোন সন্দেহ নাই।

পদ্ম। তবে আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। অদ্যাবধিই তুমি এই সুন্দরীকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ কর। যখন এঁর প্রতি তোমার ভালবাসা গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠ্‌বে, তখন স্বয়ং গিয়ে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বে। তা হলেই এই স্বর্গকামিনী প্রসন্ন হয়ে তোমায় পতিত্বে বরণ কর্‌বেন। এখন আমি বিদায় হই। মনে থাকে যেন—আমার পরামর্শানুবর্ত্তী না হ'লে আজন্ম তোমায় দাম্পত্য প্রীতির অমৃতাস্বাদে বঞ্চিত থাক্‌তে হবে।

(কুসুমকামিনী ও পদ্মাবতীর অন্তর্দ্ধান—হেমেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ)

হেমে। এ কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখ্‌লেম।—যেন স্বপ্ন নয় প্রকৃত ঘটনা। যেন প্রকৃতই আমার পদ্মাবতী পাশে দাঁড়িয়ে আমায় বিবাহ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিচ্ছিলেন—আর সেই রাজপুরশোভিনী কমলকামিনী বিমানারূঢ়া স্বর্গকন্যার ন্যায় আকাশের গায় স্থাপিত স্বর্ণসিংহাসনে বসে ভুবনমোহন মুখে ভুবনমোহন হাঁসি হেঁসে আমার মন প্রাণ কেড়ে নিচ্ছিলেন। রমণীরত্নদ্বয়ের অঙ্গের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ এখনও যেন আমার নেত্রে প্রতিফলিত হচ্চে—এখনও যেন তাঁদের মধুর কণ্ঠস্বর আমার কাণে বাজ্‌ছে! ভাল—তাঁরা যে সব কথা আমায় বল্‌লেন, সে কথাগুলি কি সত্য? সত্যই কি কমলকামিনী অবিবাহিতা?—আমার প্রাপণীয়া? সত্যই কি আমি তাঁকে ভালবাস্‌লে তিনি আমার হবেন? এ সংসারে পরম ভাগ্যবান, যে পুরুষ তার কপালেও অপরিমিত সুখ ঘটে না—আমার কপালে যে তা ঘট্‌বে, এ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তথাপি আমি পদ্মাদেবীর কথা অগ্রাহ্য কর্‌ব না,—বরং তাঁর উপদেশক্রমে কমলকামিনীরে প্রেমিকের ভালবাসায় ভাল বাস্‌ব—যত্ন করে সেই স্বর্গ

কামিনীর মোহনমূর্ত্তি নিজের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ব। শেষে যা থাকে কপালে---হবে।

। প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কেশবপুর—হেমেন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণ।

(ফলমূল ও মিষ্টান্নের থালা হস্তে রামচাঁদ ও থাকমণির প্রবেশ।)

থাক। কই, সন্নিসী ঠাকুর ত এখানে নেই। এ সব রাখি কোথায় ?

রাম। পাশের ঘরের কুলুঙ্গীতে রাখা যাক্। সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে পেড়ে নেবেন।

থাক। হেঁ গা ঠাকুরদাদা, এ সন্নিসীর পেটেত অনেক গুণ আছে। তিনি কেন ঝাড়ফুঁক করে আমাদের বাবুকে আরাম করে দিন্ না।

রাম। বাবুর হয়েছে কি যে আরাম কর্‌বেন ?

থাক। সে কি ঠাকুরদা, এত লোক শুনেছে তুমি শোননি। বাবুকে যে পেত্নীতে পেয়েছে।

রাম। পেত্নিতে পেয়েছে।---কাদের পেত্নী ?

থাক। তোমার শ্বশুরের জামায়ের পেত্নী।

রাম। আমার শ্বশুরের জামায়ের পেত্নী ত তোর্ বড় দিদি। সে পেত্নী ত বড় মানুষের কাছে ঘেঁশ্‌তে পারে না। যত চোয়াড় বাঙ্গাল ছোট লোক নিয়েই তার কার্‌বার।

থাক। বুঝেছি, পেত্নীর কথাটা তুমি মিছে মনে করেছ। তা দেখ্‌তে ত পাও, বাবু কি ছিলেন আর কি হয়েচেন।

রাম। কই কিছুই ত দেখ্‌তে পাই না।

থাক। তা পাবে কেন ?—চোখ ত তোমাদের নেই। আমরা দেখ্‌তে পাই---বাবু আর মানুষে মানুষ নেই,--তাঁর সে চেহেরা নেই, সে ছিরি নেই—সে [illegible] নেই—সে মিষ্টি বাক্যি. হাঁসি মুখ নেই। বাবু এখন কেমন এক রকমের হয়েছেন। আগে ঘরের কম্ম কাজ সব

নিজেই দেখ্‌তেন, এখন কিছুই দেখেন শোনেন না—আগে একটুখানি অবসর পেলেই পুঁথি পত্তর্‌ পাড়্‌তেন, নয় ত গানবাজনা, খেলা ধুলা কি এম্‌নি একটা কিছু কর্‌তেন, এখন সে সখের দিক দিয়েও যান না। যেমন ঘর আঁধার হ'লে মাছির পাল সে ঘর ছাড়ে, তেম্‌নি বাবুর মোসাহেব মাছির পাল এখন তাঁর বৈঠকখানা ছেড়েছে। আগেকার মত বাবু হাওয়া খেতে বাগানে যান না—সাধুদের খবর নিতে অতিথশালা যান না—ঠাকুরবাড়ির দিকেও বড় একটা আসেন না—অন্দরের একটা কামরায় ব'সে দিন রাত কি খেয়ান করেন—আর দুএকবার কমলকামিনী বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। কমলকামিনী কে, তা জান।

রাম। পেত্নীটার নাম বুঝি?

থাক। তাই বটে। মাধির ঠান্‌দিদি বল্‌ছিল, সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে কালী-দ ব'লে দ আছে। সেই কালী দয়ের কাল জলে মায়ার ফুল বাগান র'চে মায়াবিনী কমলকামিনী বাস করে—হাতি ঘোঁড়া ধ'রে খায়। একবার এক সওদাগর নাম ছিরমন্ত সেই দিকে ডিঙ্গে বে যাচ্ছিল—কমলকামিনী তার সাতখান ডিঙ্গে উবু উবু গিলেছিল। এ সব কথা কবি কঙ্কর পুঁথিতে লেখা আছে।

রাম। ভাগ্যে ত মাধির ঠান্‌দিদিকে উবু উবু গেলেনি। থাকদিদি তোদের পায় কোটি কোটি পরণাম। যে কমলকামিনীর রূপে রাজপুর গাঁ খানা আলো—জনম যার বামুনের কুলে, তাকে তোরা পাঁচ জন মেয়ে মানুষ যুটে একটা ছিষ্টি ছাড়া জাব ক'রে তুলেছিস্‌—এমন আজ্‌গুবি গল্প গড়্‌তে বড় বড় গল্পনবিশেও পারে না।

থাক। বল কি ঠাকুরদা; কমলকামিনী বামুনের মেয়ে! আমাদের মত মানুষ! তা হলে কি সে বাবুকে এত বশ কর্‌তে পারে? ঘটকদের মুখে কত কত মেয়ের কথা বাবু শুনেছেন—কত ভাল ভাল মেয়ে নিজের চোখে দেখেছেন: কিন্তু এমন ত কখন হয়নি। কমলকামিনী মায়ার গুণেই বাবুকে ভেঁড়া কর্‌তে পেরেছে।

রাম। আবার বল্‌বি মায়া—তোকে বলি শোন। কমলকামিনীর মত অমন মেয়ে আর হয় না। তার রূপ দেখে বাবু ভুলে গেছেন—তাই

সব ছেড়ে এক কোণে বসে তারই রূপ ধেয়ান করেন—রাত দিন তাকেই ভাবেন। কমলকামিনী লঙ্কার রাক্ষসীও নয়—কালিদয়ের পেত্নীও নয়—বাবুর মন-পুকুরের ফুটন্ত পদ্মফুল।—বুঝেছিস্ পাগ্‌লী ?

থাক। বুঝেছি। তা বাবুর ত খালি ঘর—বয়েসও চব্বিশ পঁচিশ বছেরের ওপর নয়। কমলকামিনী যদি অমন মেয়ে, উনি কেন তাকেই বে ক'রে সুখে ঘরকন্না করুন না।

রাম। পথ থাকৃলে তাই কর্‌তেন। কিন্তু সে পথে কাঁটা প'ড়েছে।

থাক। কেন কাঁটা পড়েছে ঠাকুরদা ?

রাম। কমলকামিনী আইবড় নয়—তার বে অনেকবাল হয়ে গেছে।

(হেমেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

হেমে। কি বল্‌ছিলি রামা ?

রাম। (স্বগত) ও বাবা! বাবু আমাদের সব কথা শুনেছে না কি ? তবেই ত মাথা খেলে।

হেমে। বল্‌না—তুই কি বল্‌ছিলি ?

রাম। আজ্ঞে—কিছু না—কিছু না।

হেমে। কার কাছে তুই কমলের বিবাহ হওয়া শুন্‌লি ?

রাম। আজ্ঞে, রাজপুরের সোণাই মোড়ল আমার মামাত ভাই। সে কাল আমাদের বাড়ী এসেছিল।

হেমে। তারই কাছে তুই শুনেছিস্—কমল আইবড় নয় ?

রাম। আজ্ঞা—

হেমে। মিছে কথা। ও কথা আমি শুনি না। তুই আমার সম্মুখ ছেড়ে যা।

[রামচাঁদ ও থাকমণির প্রস্থান।]

সুরে। ওর কথা যেন তুমি শুন্‌লে না হেমেন্দ্র—কিন্তু কথাটা যদি সত্য হয় ?—যথার্থই যদি কমলকামিনী বিবাহিতা হয়—তা হলে কি হবে ?

সেই জন্যই আমি বারবার বলেছিলেম—আগে রাজপুর লোক পাঠিয়ে সে তোমার প্রাপণীয়া কি না জান, তার পর তারে মনে স্থান দিও। কিন্তু আমার কথায় তুমি কাণ দিলে না।

হেমে। কি জান সুরেন, পদ্মা ত আমায় রাজপুর লোক পাঠাতে বলেন নি—আমার অনুরাগ প্রগাঢ় হওয়ার পর আমাকেই সেই রাজপুর-সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে উপদেশ দিয়েছেন।

নরে। যদি রাগ না কর হেমেন্দ্র, একটা কথা বলি।

হেমে। রাগ কেন কর্‌ব—বল?

নরে। দর্শনশাস্ত্র বলে—যার দ্বারা প্রমা জ্ঞান লাভ হয়. তারই নাম প্রমাণ, প্রত্যক্ষ অনুমান দ্বারা প্রমাজ্ঞান হয়—অতএব প্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণ। এই হিসাবে বিচার কর্‌লে প্রতিপন্ন হয় যে, স্বপ্ন প্রমাণ নয়। কেননা স্বপ্নে যদিও রূপাদি প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু প্রমাজ্ঞান হয় না—অলীক জ্ঞান হয়। তুমি এ সব বিচার না ক'রে কোন্ বিবেচনায় স্বপ্নকে প্রমাণ বলে ধ'রে নিলে? কোন্ সাহসে স্বপ্নশ্রুত বাক্যে নির্ভর ক'রে সেই অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণীরে হৃদয়ে স্থান দিলে?

হেমে। আমরা ত দার্শনিক নই নরেন—আমরা কাজ পড়্‌লেই দর্শনশাস্ত্র খুলে বিচার কর্‌তে বসি না। মনের প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর ক'রেই সব কাজ করি।

নরে। মনের প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করে কাজ সবাই করে। তবে কিনা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সেই সঙ্গে পরিণাম চিন্তা করেন। তাঁরা জানেন—পরিণাম ভেবে কাজ না কর্‌লে পরে ঠক্‌তে হয়। বল দেখি ভায়া সেই রাজপুর-সুন্দরীকে ভালবাসাটা কি তোমার পরিণামদর্শিতার কার্য্য হয়েছে?

হেমে। আমি বল্‌ব হয়েছে—কেননা আমার বিশ্বাস আমার স্বপ্ন প্রমাজ্ঞানের উৎপাদক। কিন্তু তুমি তা মান্‌বে কেন? তোমরা ন্যায়াদি দর্শনে স্বীকৃত নিত্য প্রমাজ্ঞানোৎপাদক শব্দ ও উপমিতিকেও প্রমাণের ঘর হতে খারিজ করে দিয়েছ,—তোমরা কি এমন সব বিশ্বাসকে মনে স্থান দিতে পার? কিন্তু নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক দিগ্বিজয়ী

জগদীশ তর্কালঙ্কার যদি জীবিত থাক্‌তেন, তিনি আমার এ স্বপ্নকে প্রেমাজ্ঞানোৎপাদক বল্‌তেন।

নরে। তা কেমন ক'রে জান্‌লে ?

হেমে। তর্কালঙ্কার কখন কখন আত্মবুদ্ধির অগম্য কঠিন দার্শনিক সমস্যা সকলের সদুত্তর স্বপ্নে মৃত গুরুদেবের কাছে পেতেন। এ কথা নিজে তিনি আমায় বলেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—কোন কোন স্বপ্নে আশ্চর্যারূপ প্রেমাজ্ঞান লাভ হয়।

সুরে। কথা মিথ্যা নয়। বাস্তবিকই দু একটা স্বপ্ন প্রেমাজ্ঞানের উৎপাদক এবং সফল হয়। একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে আমার শ্বশুর মহাশয় স্বপ্ন দেখেন, যেন তাঁর বহুকাল মৃতা মাতাঠাকুরাণী শিয়রে দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন—' বাছা রোগের জন্যে ভেবো না, অমুক গাছের শেকড় শীলে বেঁটে খাও—রোগ সেরে যাবে।'—বলা বাহুল্য শ্বশুর মহাশয় সেই ঔষধ সেবন ক'রেই সে বার আরোগ্য লাভ করেন।

হেমে। এইরূপ দু চারটে স্বপ্নের কথা আমিও বল্‌তে পারি। কিন্তু বলাত বৃথা। চার্ব্বাক-শিষ্য নরেন ভায়ার মতের পরিবর্ত্তন কিছুতেই হবে না। সহস্র সেচনযন্ত্রে বিপরীত মুখে জলসিঞ্চন কর্‌লেও নিম্ন-গামিনী স্রোতের গতি ফেরে না।

সুরে। তা যা হোক্ হেমেন্দ্র, সেই রাজপুর-সুন্দরীর প্রতি তোমার অনুরাগ ত ষোলকলায় সংপূর্ণ হয়েছে। এখন ত তুমি রাজপুরে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পার। তা হলেই জানা যাবে—তোমার এ স্বপ্ন ফল্‌বে কি না—সে তোমার প্রাপণীয়া কি না।

হেমে। ভাল কথা সুরেন—দুএক দিনের মধ্যেই আমি রাজপুরের শখের বাগানে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

(জ্ঞানানন্দ স্বামির প্রবেশ।)

হেমেন্দ্রাদির প্রণিপাত।

জ্ঞানা। বৎস হেমেন্দ্র, তোমার জন্মপত্রিকা দেখে আমি যে গণনা পত্র প্রস্তুত ক'রেছি, কল্য প্রত্যূষে পাঠ ক'রে শুনাব। এখন এই মাত্র

বলি—দ্রাবিড় দেশীয় সামুদ্রিক করকোষ্ঠি দেখে তোমায় যা বলেছিলেন—সে কথা অপ্রকৃত নয়। নিশ্চিতই অতঃপর তোমার জীবন সুখশান্তির নিকেতন স্বরূপ হবে।

সুরে। প্রভুর অবিদিত নাই, গত বৎসর হেমেন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়েছে। অবিদিত নাই—সেই পর্য্যন্ত ওঁর গৃহ শ্মশানস্বরূপ—হৃদয় দুঃখ-শোকের আধার স্বরূপ হয়েছে। এ অবস্থায় ওঁর জীবন কেমন করে সুখের জীবন হবে?

জ্ঞানা। হেমেন্দ্রের লগ্নেস্থিত কেতুর উপর বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি আছে এবং ওঁর তুঙ্গে তিনটি গ্রহ ও পত্নীস্থানে অপাপস্পৃষ্ট বুধগ্রহ আছে। সুতরাং ওঁর জীবন যে সুখের জীবন হবে, সে পক্ষে সংশয় কিছুমাত্র নাই। আমি গণনা ক'রে দেখেছি—এই বৈশাখ মাসের মধ্যেই হেমেন্দ্র অশেষগুণশালিনী সহধর্ম্মিনী লাভ কর্‌বেন। এবং সেই স্ত্রীরত্নভূতা নবপ্রণয়িনীর স্নেহ, মমত, প্রীতি, ভক্তি ও শীলতাদি গুণে প্রীত হয়ে আপনারে সংসারের মধ্যে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করবেন। বিস্তার কল্য প্রত্যুষে শুন্‌বে। আমার আর অবকাশ নাই।

[প্রস্থান।

সুরে। কি নরেন ভায়া, জ্যোতিষ শাস্ত্রটাকে কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়ে দিলে হয় না? ও শাস্ত্রটাকে প্রমাজ্ঞানের উৎপাদক বল্‌তে চার্ব্বাক ঠাকুরদাদাত খুবই নারাজ।

নরে। এত ঠাট্টা এখন কেন—আগে হেমেন্দ্র রাজপুর গিয়ে সে সুন্দরীকে লাভ করুন—তখন ঠাট্টা করো।

সুরে। তখনও কর্‌ব, এখনও করি। আহা, চার্ব্বাক ঠাকুরদাদার দুর্দ্দশা দেখে যথার্থই আমার মনে বড় বেদনা হয়। চার্ব্বাকের বুদ্ধি ঘুড়ির পিঠে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দড়িবাঁধা। সেই খাটো দড়িগাছটি পিঠে নিয়ে ঘুঁড়িখানি জ্ঞানের আকাশে উঠ্‌তে যায়। কিন্তু উঠ্‌বে কতদূর? যত টুকু দড়ি—ততদূর বই উঠ্‌তে পারে না—আকাশের যে উচ্চ স্তরে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা আছে—তার কাছে পৌঁছ্‌তে পারে না। তুমি

যদি রাজি হও নরেন্, তোমার বুদ্ধি-ঘুড়ির পিঠে আমি একগাছি লম্বা দড়ি বেঁধে দিতে পারি।

হেমে। বাহবা সুরেন্দ্র, এমন নূতন ধরণের অলঙ্কার তৈয়ার কর্‌তে তুমি কোথায় শিখ্‌লে? সোণারবেণেদের কাছে শিখেছ বুঝি! চল এখন ঠাকুরদর্শনে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

৩য় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুর—শকের বাগান।

(কুসুম-কামিনী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কুসু। চাঁপাফুল তুল্‌বে না কেন সই?

কাদ। আমার এ কাল গা নিয়ে চাঁপার কাছে যাওয়া সাজ্‌বে কেন? যার সোণার চাঁপায় গড়া গা, সে যদি চাঁপার কাছে যায়, তো বাহার হয়।

কুসু। হেঁ সই, মানুষের গা নাকি চাঁপায় গড়া হয়!

কাদ। হবে না কেন সই? তোমার গাখানি ত চাঁপাফুলেই গড়া। হয় নয় ফুটন্ত চাঁপার সঙ্গে আপ্‌নার গায়ের রং মিলিয়ে দেখ।

কুসু। তোমাকে ভাই কথায় কে আঁট্‌বে। তা চাঁপাফুল বুঝি আমাকেই তুল্‌তে হবে?—বেশত, ভাই তুল্‌ছি। তুমি কি ফুল তুল্‌বে?

কাদ। দেখ্‌ছনি, আমি আর সকলকে ছেড়ে এই ঝুম্‌কোদিদির কাছে এইচি। যেমন দিদির বরণকালো তেম্‌নি আমার—ভাই দিদিকে আমি বড় ভালবাসি। (উভয়ের পুষ্পচয়ন।)

(কিঞ্চিৎ দূরে হেমেন্দ্রনাথের প্রবেশ।)

হেম। এই যে এরা এখানে। ভাগ্যে ত বামাকণ্ঠের স্বর শুনে এদিকে এলেম। না হলে কাল যেমন এ বাগানে এসে হতাশ হয়ে ফিরে-যেতে হয়েছিল—আজও সেই দশা হ'ত। আকাশে মেঘের আড়ম্বর দেখে

আমি ত তাই ঠিক্ দিয়েছিলুম, এমন মেঘের ঘটা সত্ত্বেও এ সুকুমারীদ্বয় যে গ্রাম ছেড়ে এত দূর এসেছেন—সে কেবল আমারই সৌভাগ্যক্রমে। তা আমার ভাগ্যে অন্য সুখ ঘটুক না ঘটুক—এখন কিছুক্ষণ মনের সাধে এই মনোহারিণীকে দেখি। যাকে মানসচক্ষে অনুক্ষণ দেখি—এই গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে চর্ম্মচক্ষে আর একবার ভাল করে দেখি। এ চোখে না দেখ্‌লে কি ছাই দেখার সাধ মেটে? আ-মরি মরি! এই কুসুমাভরণভূষিত চম্পক তরুর কাছে এই কুসুমনির্ম্মিতার মোহন-মূর্ত্তিটি কি আশ্চর্য্য শোভা বিকাশ কর্‌ছে! আমি স্বপ্নে যে রত্নাভরণ-ভূষিতা রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখেছিলেম, এই নিরাভরণা বনদেবী মূর্ত্তিকে তার চেয়েও সুন্দর বোধ হয়। আ-মরি মরি! শিশিরস্নাত প্রফুল্ল পদ্মিনী গাত্রে প্রাতঃসৌরকরমালার ক্রীড়ার ন্যায় কেমন মধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঐ মোহন মূর্ত্তির সকল স্থানে খেল্‌ছে!—বাম করে কুসুমিত চম্পক শাখাটি নমিত ক'রে, বাম চরণখানি আগে রেখে কেমন ললিত ভাবে অই ললিতা দাঁড়িয়ে আছে! ডানি করের অই চাঁপাফুলে গড়া আঙ্গুলগুলি ফুটন্ত চাঁপা ফুলগুলির উপর কেমন ললিত ভাবে সঞ্চালিত হচ্চে! অই আগুল্‌ফ লম্বিত, আলুলায়িত, সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশরাশিই বা হস্তান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ললিত ভাবে দুল্‌ছে! ললিতার সবই ললিত—সবই অপূর্ব্ব! কিন্তু তা হলেও এ গুলি অতুলনীয় নয়। খুঁজ্‌লে পৃথিবীতে এ সকলের সাদৃশ্য মেলে! কিন্তু ঐ যে সুন্দর মুখখানি—তুলিতে আঁকা যোড়াভুরু, ডব্‌ডবে দুটি চোখ, সুগঠিত সুন্দর নাসা, হিঙ্গুল মাখা রসময় ওষ্ঠাধর, আর মুক্তাপাঁতির ন্যায় সুন্দর দশনশ্রেণিকে নিয়ে—মৃদু মৃদু মধুর হাঁসির সঙ্গে প্রতি পলে অমিয়া বর্ষণ করে—এ মুখের তুলনার সামগ্রী বুঝি স্বর্গেও মেলে না। মুখখানির শোভা যত বার দেখি, তত বারই নব নব বোধ হয়। ইচ্ছা হয়—এম্‌নি ক'রে নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে রাত দিন দেখি, আর যে শিল্পীচূড়ামণি এ নিরুপম মুখ গড়েছেন, শতমুখে তাঁর প্রশংসা করি। (মেঘ গর্জ্জন) কি আপদ! এমন সুখের সময় মেঘটা যে কালস্বরূপ হয়ে এলো! পাছে মেঘ দেখে তাড়াতাড়ি এরা

বাড়ী ফিরে যায়! তা হলে ত কথা বার্ত্তার সুবিধা হবে না। আমার আসা যাওয়াই সার হবে।

কাদ। উপর পানে চেয়ে দেখ সই, মেঘটা কত ঘোর হয়ে এলো। আর ফুলে কাজনি—চল বাড়ী ফিরে যাই।

কুসু। বাড়ী ফির্‌ব কি সই, আমার সাজির এক কোণও যে এখন ভরেনি।

কাদ। তবে কি এইখানে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌বি? মেঘের যে রূপ আড়াপাটা, জল না এসেত যাবে না।

কুসু। জানত সই, সে দিন দুটি ফুল কম হয়েছিল বলে বড় হালদানি কত গালাগালি দিলে—আজ যদি এই ক'টি ফুল নে যাই, তা হলে কি কিছু বাকি রাখ্‌বে। আর ও মাসের ফুলের দামটা আজ সে চুকিয়ে দেবে বলেছে। ফুল কম নিয়ে গেলে কখনই তা দেবে না, তা হলেই আমাদের সর্ব্বনাশ।—কাল আর হাঁড়ি চাপ্‌বে না। আজ মার একাদশীর উপোস—তার উপর কালও যদি তিনি দুটি ভাত মুখে দিতে না পান, বল দেখি-তাঁর কত কষ্ট হবে। আমি হাজার পশলা জল মাথা পেতে নিতে পারি—এক গলা জলে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—কিন্তু মার কোন ক্লেশ চোখে দেখ্‌তে পারি না। জল আসে ত ভিজ্‌ব—তবু সাজি ভরে ফুল না নিয়ে বাড়ী যাব না।

হেমে। (স্বগত) আহা, কি আশ্চর্য্য মাতৃস্নেহের লহরী এই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টিতে খেল্‌ছে; এমন কুসুম সুকুমারী কিশোরীর মুখে, এমন মধুমাখা মর্ম্মভেদী কথা শুন্‌লে কঠিন পাষাণও দ্রবীভূত হয়—মানব হৃদয়ের ত কথাই নাই। আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে এ স্বর্গসুন্দরী যদি আমার না হয়—তা হলেও আমি এদের এ দুঃখ মোচন করব।—দশহাজার টাকা শালিয়ানা মুনফা হয়, এমন একখানি জমীদারী একে দান কর্‌ব, আর নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা কাল প্রাতেই ওর মাতার কাছে পাঠিয়ে দেব। এ হলেই বোধ হয় এদের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ঘুচ্‌বে।

কাদ। তোমার শুনে সই, আমার চোখে জল এলো। আমার কথা শোন—বাড়ি ফিরে চল। আমি নিজের সব ফুলগুলি তোমায় দেব।

কুসু। এত উতলা কেন হও সই? জল যদি আসে তখন না হয় মালির কুঁড়েয় গিয়ে দাঁড়াব—ভিজ্‌তে হবে না। এখন ফুল তোল। (বৃষ্টিপাত)

কাদ। আর ফুল তুল্‌তে হবেনা। জল পড়্‌তে সুরু হ'ল। চল্‌ মালীর কুড়েয় যাই।

[উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান।

হেমে। এ যে, আমার পক্ষে শাঁপে বর হল। এদের সঙ্গে সাক্ষাতের এমন সুযোগ আর কখন হবে? যেন ঝড় বৃষ্টির জন্যই যেতে হচ্চে—এই ভাবে আমিও এখন অই কুঁড়েয় যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সেই বাগানের অন্য অংশ—মালির কুটীর।

(কুসুম ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কুসু। দেখ সই, জলটা কেমন জেঁকে এলো। শীগ্‌গির্‌ যে ছাড়্‌বে, তা মনে হয় না। কেমন করে আমি ফুলের সাজি ভরাব? তুমি বস, আমি ভিজে ভিজে ফুল তুলিগে।

কাদ। সে কি সই? এই জলে ভিজে ভিজে তুমি ফুল তুল্‌বে—এত বড় জল পশলাটা মাথা পেতে নেবে—আর আমি তোমার সে কষ্ট চোখে দেখ্‌ব?—তা পার্‌ব নি। আমি নিজের ফুলগুলি দিয়ে তোমার সাজি ভরে দেব। তাতেও সাজি না ভরে, বড় হালদার্নিকে গিয়ে বল্‌ব—'বাদলের জন্যে আজ দুটি ফুল কম হয়েছে—কাল বেশি দেব।' এ কথা বল্‌লে সে তোমায় গিলে খাবে না, সে বাঘিনী নয়—মানুষ। তাকে এত ভয় কেন?

কুসু। তাকে ভয় নয় সই—তার মুখ খানাকেই ভয়। একটু কসুর পায়, আর সে মুখ ঝাপ্‌টা দেয়।

কাদ। তা বটে সই, তার মুখখানা বড় খারাপ। তা আমি

গিয়ে তাকে সাধ্‌ব—তোমাকে কটু কথা বল্‌তে দেব না। (কিছু দূরে হেমেন্দ্রের প্রবেশ।) ও কে লো?

কুসু। ইনিই সেই পুরুষ!

কাদ। কোন্ পুরুষ?

কুসু। যাঁরে আমি স্বপনে দেখেছিলুম।

কাদ। (সবিস্ময়ে) বল কি সই, এঁকেই তুমি স্বপনে দেখেছিলে। এই পুরুষ রত্নকেই তুমি দেবতা ভেবে মনে মনে পূজা কর? তা ইনি দেবতাই বটেন। আ মরি! কি সুন্দর এঁর চেহেরাখানি! নাক মুখ চোখের কি সুন্দর গড়ন! গা, হাত, পা যেন কুঁদে গড়েছে—গায় যেন দুধে আলতা গুলে মাখিয়েছে। এমন সুন্দর পুরুষ যে পৃথিবীতে আছে, তা আমি জানতেম নি। এর বামে যদি বিধাতা তোমাকে বসায়, তবে তাকে বিবেচক বলি। তুমি ভিন্ন অন্য নারী এঁর যোগ্যা নয়। তোমরা দুজনেই সমান সুন্দর! কেউ কোন অংশে উন নও।

কুসু। সুন্দর দেখাটা ভাই তোমার চোখের গুণ—তাই আমায় তুমি সুন্দর দেখ।

কাদ। নিজের দেহখানির গুণ জাননা ব'লেই সই অমন কথা বল্‌ছ। তোমার দেহখানি যে মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন সুন্দর বস্তু দেখায়। এ দেহখানিতে যে বিধাতা পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তুই থুয়েছে।

কুসু। (স্বগত) এ গুলি সইয়ের মন রাখা কথা। আমার দেহে এমন সুন্দর কি আছে? কই কিছুই ত নাই। আমি কুরূপা, কুৎসিতা, অতি কদাকারা—আমি কি অই মোহন পুরুষের যোগ্যা? এ তে আমাতে যে আকাশ পাতাল তফাৎ। উনি দেবতা, আমি সামান্যা মানবী—উনি সূর্য্য, আমি দীপশিখা—উনি স্বর্ণ কমল, আমি ক্ষুদ্র যুইফুল—উনি পারিজাত তরু আমি ঘৃণিতা বন্যলতা—উনি সুনির্ম্মল শরদাকাশের পূর্ণচাঁদ আমি বর্ষার মেঘঢাকা আকাশের মিট্‌মিটে তারা—ওঁর চরণ রেণুর যোগ্যাও আমি নই। তবে কেন ও চরণে ঠাঁই পাবার আশ করি?

আমার এ নেহাৎ দুরাশা—বামনের চাঁদ ছোঁবার আশার চাইতেও দুরাশা।

কাদ। কি ভাব্‌ছ সই? এ দুর্য্যোগের দিনেও আজ যখন এখানে এ দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছে, তখন আর তোমার স্বপন ফল্‌তে দেরি নাই।

কুসু। তুমি ভাই এবার গণকের ব্যবসা আরম্ভ কর। বেশ দশ-টাকা রোজগার হবে।

কাদ। আমার গণনা সত্য কি মিথ্যা, এখনি বুব্‌তে পারবি। আমি দেখ্‌ছি উনি পায় চ'লে আস্‌ছেন, কিন্তু ওর চোখ দুটি তোর উপরেই প'ড়ে আছে। এখনি যার এই হাল সে কি আর তোর কাছে এঁসে নিজের মনখানি নিয়ে বাহুড়ে যাবে? তা কখনই পারবে না।

কুসু। (স্বগত) আহা, ভাল কথার মিছেও ভাল। সইয়ের এ কথাগুলি যদিও মিছে—তবু শুনে আমার মনে কতই না আনন্দ হয়। (কুটীর সমীপে হেমেন্দ্রের আগমন) এসো তুমি দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা, একটিবার এই কুটীরে এসে ব'স। কোন্ নন্দন কানন হতে দুঃখিনীরে ছল্‌তে এসেছ—দয়া করে সেইটি আমায় বল। (হেমেন্দ্রকে দাঁড়াইতে দেখিয়া) ও কপাল, আমি বলি উনি এখানে আস্‌বেন—তা না এসে বাইরে দাঁড়ালেন। কেন প্রভু, তুমি ওখানে দাড়ালে? জল পড়্‌ছে—বড় বড় জলের ফোঁটা গুলো তোমার কোমল গায় কাঁড়ের ন্যায় লাগ্‌ছে—বাইরে দাঁড়াবার কি এই সময়? আমি তোমারই দাসী—আর এই কাদম্বিনী আমার সখী—আমাদের কাছে তুমি আস্‌বে তার হানটা কি? তবে যদি ঘৃণা ক'রে না এসো। কিন্তু তোমার দেব-শরীর—ও শরীরে ত ঘৃণার ঠাঁই হতে পারে না। তবে তুমি আস্‌ছনি কেন? আমরা না বল্‌লে আস্‌বে না বুঝি। তা তুমি বারটিতে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছ, আমাদেরও উচিত বটে, তোমায় ডেকে বসান। কিন্তু আমারত সাধ্য নেই তোমায় মুখ ফুটে কোন কথা বলি—কেমন বাধ বাধ ঠেকে। সইকেই ভার দি। (প্রকাশ্যে) সই—

কাদ। কি সই?

কুসু। উনি এসে ওখানে দাঁড়ালেন।

কাদ। বেশত—তুমিও গিয়ে ওঁর বামে দাঁড়াও। মণি কাঞ্চন যোগ হক্ কেমন—মনের মতন কথা হয় নি?

কুসু। পোড়ার্ মুখ—কি কথার কি উত্তোর! আমি বুঝি তাই বল্‌ছিলেম?

কাদ। তুই কি বল্‌ছিলি?

কুসু। বলি কি—বলি—

কাদ। কি বল্‌না ভাই?

কুসু। বলি—ওঁকে—

কাদ। (হাঁসিয়া) আর তোমায় বল্‌তে হবে না—আমি বুঝিছি। আগে দেখি উনিই কি করেন। তার পর ওঁকে ডেকে বসাব—পরিচয় নেব।

হেমে। (স্বগত) তাইত—আর কতক্ষণ এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব। এরা ত কিছুই বলে না। এ ও আমার মস্ত ভুল। একে লজ্জাশীলা স্ত্রীজাতি, তায় অল্পবয়স্কা—এরা কি আমার ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তিকে আপনা হতে কোন কথা বল্‌তে পারে? আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে এক প্রহর ভিজি, তবু এরা কুঁড়ের ভিতর যেতে বল্‌বে না। আমিই প্রথমে এদের সম্ভাষা করি—বিনা সম্ভাষায় ভিতরে যাওয়াটা ভাল হয় না। (প্রকাশ্যে) আপনারা কি বলেন? আমি এ কুঁড়ের ভিতরে গিয়ে, এককোণে বস্‌তে পারি কি? ঝড় বৃষ্টির দৌরাত্ম্য ত দেখ্‌ছেন।

কুসু। (স্বগত) আহা, কি মিষ্টি এঁর গলাখানি! কথা যে কই-লেন যেন আমার কাণে মধু ঢেলে দিলেন! বিধাতা যারে ভাল করে, তার কি সবই ভাল হয়!

কাদ। আপনি কে মহাশয়? কোথা হতে আস্‌ছেন?

হেমে। সে সব পশ্চাৎ বলব। এখন এই পর্য্যন্ত বলি—আমার দ্বারা আপনাদের কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। আমি কোন কু অভি-প্রায়ে এখানে আসি নাই।

কাদ। মহাশয় যে সুজন, সেটা চেহারাতেই মালুম হচ্চে। তা বাইরে দাঁড়িয়ে কষ্ট পান কেন? ভিতরে এসে বসুন।

কাদ। মহাশয় যে সুজন, সেটা চেহারাতেই মালুম হচ্চে। তা বাইরে কষ্ট পান কেন? ভিতরে এসে বসুন।

হেমে। আপনাদের সৌজন্যে আপ্যায়িত হলেম।

(কুটীর প্রবেশ—উপবেশন)

কুসু। (স্বগত) এই ত ইনি এখানে এসে ব'স্‌লেন। সইয়ের গুণেই এ ভাঙ্গা কুঁড়েয় এ দেবতার আবির্ভাব হ'ল! এখন আমি নয়ন ভ'রে এঁকে দেখি। এ দেখার চাইতে সুখ এ পৃথিবীতে বুঝি আর কিছুই নাই। আমি যদি এম্‌নি করে কাছে ব'সে ওঁর সুন্দর মুখখানি দেখ্‌তে পাই—তা হলে আর কিছুই চাই না—খেতে শুতে, ঘরে যেতে চাই না। হা কৃষ্ণ! আমার কি কেবল চোখের দেখাই সার হবে? ওঁর চরণ সেবার সুখ কি এ জনমে ঘট্‌বে না?

হেমে। আপনারা আমায় চেনন না—কোথায় আমার বাড়ী, কি নাম, সে সব কিছুই জানেন না। অতএব আমি যদি বলি—কোন বিশেষ প্রয়োজনে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি—শুনে আপনারা বিস্মিত হতে পারেন।

কাদ। তা হবারই ত কথা। আমাদের কাছে আপনার কি প্রয়োজন মহাশয়?

হেমে। আর কিছুই নয়, এই কমলকামিনীর সম্বন্ধে আমি গোটা-কত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব। সেই অভিপ্রায়েই এখানে এলেম।

কাদ। কার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন?

হেমে। আপনার সখী—এই কমলকামিনীর।

কাদ। কমলকামিনীত আমার সখীর নাম নয়—এর বড় দিদির নাম।

হেমে। কি, কি, কমলকামিনী আপনার সখীর নাম নয়! তবে কি ওঁর নাম?

কাদ। কুসুমকামিনী।

হেমে। (স্বগত) ও হরি, নামেই এই রঙ্গ! তবে ত দিব্বি

পরিচয় সে নাপিত বেটার কাছে পেয়েছিলেম! একেবারে গোড়াতেই ভুল, একেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলৎ! তা পরিচয়দাতা যখন সে নর-প্রেত, তখন আর এমন না হবে কেন? সে পাজি ভুলেও ত সত্য কথা কয় না। (প্রকাশ্যে) আপনার সখীর প্রকৃত নামটি শুনে সুখী হলেম। আপনার নামটিও বল্‌বেন না কি?

কাদ। (ঈষৎ হাসিয়া) আমার নাম কাদম্বিনী।

হেমে। যখন এত অনুগ্রহ কর্‌লেন, দয়া ক'রে আর একটি কথা আমায় বলুন। আপনার সখী এই কুসুমকামিনী কি বিবাহিতা?

কাদ। দেখ্‌তেই ত পাচ্চেন, সখীর হাতে আয়ত, সিঁথায় সিঁদূর নাই—তবু কি আপনি একে বিবাহিতা মনে করেন?

হেমে। তা বটে, তা বটে—অত আমি লক্ষ্য করি নাই। তবে ইনি বিবাহিতা নন্?

কাদ। না। একি? আপনি শিউরে উঠ্‌লেন কেন? আপনার শরীর কন্টকিত হ'ল কেন?

হেমে। (স্বগত) হে ভগবান, তবে বা আমার স্বপ্ন সফল হয়! তবে বা এই দেববাঞ্ছিত অপূর্ব্ব রত্ন আমার করতলগত হয়! যখন এ কুসুম বিবাহিতা নয়—তখন আর আমার গৃহিণী হওয়ার ঠেক কি? ঘটকদের কাছে শুনেছি—রাজপুরের মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ফুলের নৃসিংহ মুখুটির সন্তান—আমাদের ঘরে ওঁরা মেয়ে দিতেও পারেন নিতেও পারেন। তবে কেন আমি প্রার্থনা কর্‌লে কুসুমের মাতা ঠাকুরাণী আমায় কন্যদান দেবেন না? আহা, তিনি দয়া করে এ অমূল্য রত্ন যদি আমায় দান দেন—তা হলে স্বর্গই আমার হাতে দেওয়া হয়। এ স্বর্গকামিনী আমার প্রণয়িণী হলে নিশ্চয়ই মাটির মর্ত্তে ব'সে আমি স্বর্গ সুখ ভোগ করি! জানি না, আমার কপালে তত সুখ আছে কি না, কিন্তু এই কুসুমের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আশাটা খুবই বেড়ে উঠ্‌ল। আমার যদি প্রভূত পুণ্যবল থাকে, তবেই এ আশার সুসার হবে। আর যদি—

কাদ। মহাশয়, যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

হেমে। স্বচ্ছন্দে করুন।

কাদ। আমার সখীর পরিচয়ে আপনার কি দরকার?

হেমে। কি জানেন—আমি এই কুসুমের একটি বিবাহের সোমধ্য নিয়ে এসেছি। আপনি বল্‌তে পারেন, উনি এমন সুন্দরী, বয়সও হয়েছে—এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নি কেন?

কাদ। সে দুঃখের কথা আর কেন তোলেন। আমার সই-মা বে'র খরচ যোটাতে পারেন নি ব'লেই এ বয়স পর্য্যন্ত সই আইবুড়। কুলীনের মেয়ের বিয়ে কমসমে ত হবার নয়—অনেকটি টাকা চাই।

হেমে। আচ্ছা, আমি যদি সোমধ ক'রে দি—আপনার সই-মা কন্যাদানে সম্মত হন?

কাদ। তিনি ত সম্মতই আছেন। কিন্তু টাকা কোথা পাবেন?

হেমে। টাকা চাইনে। একটি পয়সাও তাঁরে দিতে হবে না।

কাদ। তবে কি আপনি পাঁটি বেচা বামুনের ঘরে তাঁকে মেয়ে দিতে বলেন?

হেমে। তা কেন—তাঁদের পাল্‌টি ঘর।

কাদ। বরের বুঝি কোন দোষ আছে? বর হয় ত খোঁড়া ভাংড়ো—নয় ত বাহাত্তুরে বুড়ো।

হেমে। বরেও কোন দোষ নাই। বরটি আমার বয়সী—দেখ্‌তে শুন্‌তেও আমার মত।

কুসু। (স্বগত) তোমার মত—তবে কি তুমি বর নও? কথাটা শুনে যে বুক ধসে গেল! হে-মা দুর্গে, ইনিই যেন আমার বর হন। অন্য কেউ আমার বর হলে আমি গলে ছুরি দেব।

কাদ। তা যদি হয়, আমার সই-মা সেধে এনে তাঁর পায় মেয়ে সুঁপে দেবেন। সইয়ের একটি সোমধের তরে সাত আট বছর ধরে তিনি কি কষ্টই না ভুগ্‌ছেন—এ গাঁয়ের বড় ছোট যত লোক কারেও সাধ্‌তে

বাকি রাখেন নি, কারো হাতে ধরে, কারো পায়ে ধরে, কারো মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বলেছেন—'তোমরা কৃপা ক'রে কুসুমের একটি সোমধ করে দাও—দুঃখিনীর মেয়ের আইবড় নাম ঘুচাও' কিন্তু কেউ তাঁর অনুরোধ রাখে নাই—মুখে আশ্বাস দেবার সময় প্রায় সব্বাই আশ্বাস দিয়েছিল—কিন্তু কাজে কেউ কিছু করে নাই। এখন আপনি যদি কুসুমের একটি সম্বন্ধ ক'রে দেন—তিনি কতই খুশি হবেন—দুহাত তুলে আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।

হেমে। তবে আপনি বাড়ি গিয়ে তাঁরে বল্‌বেন—কুসুমের সম্বন্ধ হয়েছে। এখন তিনি বিয়ে দিলেই হয়।

কাদ। তা আমি বল্‌ব। আপনি বরের নাম ধাম বলুন।

হেমে। সেটা বা এখন নাই বল্‌লেম।

কাদ। তা না বল্‌লে কি চলে ? সইমার কাছে সোমধ হয়েছে বল্‌লেই, আগে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন—কোথায় সোমধ হ'ল, বর কে—তখন কি উত্তর দেব ?

হেমে। তখন বল্‌বেন কেশবপুরের রায় বাবুদের বাড়ী সোমধ হয়েছে—বর হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাদ। কেশবপুরের কোন্ হেমেন্দ্রনাথ, মহাশয় ?

হেমে। কেশবপুরে আবার কটা হেমেন্দ্র আছে ?

কাদ। কেশবপুরের এক হেমেন্দ্রনাথের নাম আমরা শুনেছি। তিনি মস্ত বড়লোক—জমীদার। তাঁর বাড়ী সদাব্রত, দোল, দুর্গোৎসব আছে। তিনি ত আর আমার সইয়ের বর হতে পারেন না। এ অন্য কোন হেমেন্দ্র হবে।

হেমে। আপনার মতে যিনি হতে পারেন না, সেই হেমেন্দ্রই আপনার সইয়ের বর।

কাদ। মহাশয়, আমরা সামান্যা স্ত্রীলোক—আমাদের সঙ্গে এ পরিহাস কেন ?

হেমে। পরিহাস মনে কর্‌বেন না—আমি যথার্থ কথা বল্‌ছি।

গত বৎসর হেমেন্দ্রনাথের পত্নী বিয়োগ হয়েছে। সেই পর্য্যন্ত আর তিনি বিবাহ করেন নি—তাঁর বিবাহের ইচ্ছাও ছিল না; কিন্তু এই কুসুমকে দেখে সে ইচ্ছা হয়েছে। তিনি স্থির করেছেন—এঁকেই সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন।

কাদ। এই নাকি যথার্থ কথা হয়!—কেশবপুরের হেমেন্দ্রনাথ রাজা বিশেষ লোক। চাক্‌লা যুড়ে তাঁর জমীদারি—মুলুক যুড়ে নাম। তিনি যে কুসুমের ন্যায় গরিব কাঙ্গালের ঘরের মেয়ে বিয়ে কর্‌বেন—এও নাকি মনে ধরে? এ অসম্ভব কথা লোকে শুন্‌লে হাঁস্‌বে। আর আপনার কথামত আমি যদি সইমার কাছে এ সোমধের কথা তুলি—তিনি আমায় পাগল বল্‌বেন।

হেমে। কিন্তু এ সোমধটিতে তিনি অমত কর্‌লে, হেমেন্দ্র যে পাগল হবেন!

কাদ। আপনি বলেন কি—সম্বন্ধটার তরে কি হেমেন্দ্রের এতই মাথাব্যাথা পড়েছে? সোমধ কি তাঁর দেশে কোথাও যোটেনি?

হেমে। সোমধ যুট্‌বে না কেন?—শত শত যোটে; কিন্তু এমন কনে আর কোথায় পাবেন? এমন বিমল পরিমলময় নিখুঁৎ কুসুম ত রাজ-উপবনেও ফোটে না! পাগল ত পাগল—এ কুসুম যদি হেমেন্দ্রের না হন, তাঁর প্রাণ বাঁচা দায় হবে। কেন না আপনার ভেবে হেমেন্দ্র এঁকে মনে স্থান দিয়েছেন—আপনার ভেবে এঁকে ভাল বেসেছেন। হেমেন্দ্রর দেহ, প্রাণ, মন এ কুসুমের তরে লালায়িত;—হেমেন্দ্রের চক্ষু নিয়ত এ রূপসীর ভুবনভুলান রূপ দেখ্‌তে চায়—কর্ণ নিয়ত এঁর মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে চায়—নাসা এঁর অঙ্গ-সৌরভ আঘ্রাণ নিতে চায়—রসনা নিয়ত এঁর অধর-সুধা পান কর্‌তে চায়—ত্বক্ এঁর শিরিষকুসুম কোমল অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে চায়;—হেমেন্দ্রের মন চায় কুসুমের মনের সঙ্গে মিশে এক হতে—প্রাণ চায় কুসুমের মঙ্গল মন্দিরে আপনাকে বলি দিতে—আত্মা চায় কুসুমের প্রীতির অমৃতপারাবারে অনন্ত কাল ডুবে থাক্‌তে। এমন যার হাল, সে কি আর দরিদ্রকন্যা বলে এ কুসুমের

পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হতে পারে ? এ সন্দেহকে ভুলেও মনে ঠাঁই দিবেন না। আমার সব কথা কুসুমের মাতা ঠাকুরাণীর পায় নিবেদন কর্‌বেন; আর যাতে আমার—হেমেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হয় তাই কর্‌বেন।

কাদ। (স্বগত) আমার বলে আবার ইনি হেমেন্দ্রের বল্লেন। তা বলুন—ইনিই যে হেমেন্দ্র স্বয়ং তার ভুল নেই। কিন্তু এখনও ইনি আপনাকে ধরা দিচ্চেন না—চালাকি খাটাচ্চেন। আমি শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী—পুরুষগুলার বুদ্ধির সঙ্গে ভেঁড়ার বুদ্ধির কোন তফাৎ দেখ্‌তে পাই না—আমার কাছে চালাকি ? এ চালাকি ভাঙ্গবই ভাঙ্গব—এঁকে নিজের মুখে নিজের নাম বলাব, তবে ছাড়্‌ব। (প্রকাশ্যে) এবার সন্দেহ গেল—বুঝ্‌লেম কেশবপুরের হেমেন্দ্র বাবুই আমার সইয়ের বর বটে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—হেমেন্দ্র নাথের এত খবর আপনি কোথায় পেলেন ?—আপনি তাঁর কে ?

হেমে। আমি তাঁর কে—তা এখন বল্‌ব। যখন বিধাতা দিন দেবেন—যখন এই কুসুম আমার বামে বস্‌বেন, তখন সেটা জান্‌তে পারবেন।

কাদ। সে কি ? এই এখনি আপনি হেমেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কুসুমের বের সোমধ কর্‌ছিলেন, আবার এখন একে নিজের বামে বসাতে চাই-ছেন। তবে কি হেমেন্দ্রকে রেখে আপনারই বর সাজ্‌তে সাধ গেল ?

হেমে। (মৃদু হাঁসিয়া) ওরূপ রাশী দেখে কার না বর সাজ্‌তে সাধ যায় ?

কাদ। ধিক্ পুরুষ জাতির সাধে! এমন ত কোথাও শুনিনি যে পরের সম্বন্ধ কর্‌তে এসে ঘটক নিজেই বর হয়ে যায়।

হেমে। আর তোমায় পার্‌লুমনি কাদম্বিনী,—ভেবেছিলেম আজ আর তোমাদের চেনা দেব না, কিন্তু তোমার জেরার জ্বালায় দিতে হল। এ সোঁমধের যে ঘটক সেই বর, দালাল খরিদার দুই-ই আমি—আমারই নাম হেমেন্দ্রনাথ রায়।

কাদ। (স্বগত) সেটা আগেই জান্‌তে পেরিছি। (প্রকাশ্যে

হেমেন্দ্র বাবু, না জেনে অনেক অন্যায় কথা বলেছি, দোষ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

হেমে। (হাস্যমুখে) এত বড় দোষটা কি অমনি মার্জ্জনা করা যায়। তুমি যদি ঘটকালি ক'রে তোমার সইকে আমার গৃহিণী ক'রে দেও, তবে মার্জ্জনা করি। চিরজীবন তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকি।

কাদ। কেন আপনি অমন কথা বল্‌ছেন? মনে করুন—সই আপনার গৃহিণী হয়েছে। আমার সই মা এত অবুঝ নন্‌ যে, হাতে আসা নিধি ছুঁড়ে জলে ফেল্‌বেন।

হেমে। তা তিনি যেন এ সোঁমধে মত কর্‌লেন, কিন্তু তোমার সই যদি মত না করেন? ওঁর যদি আমাকে মনে না ধরে?

কুসু। (স্বগত) হরি হরি। তোমায় আবার মনে ধর্‌বে না? তুমি স্বপনে একটিবার দেখা দিয়েই আমার মন কেড়ে নিয়েছ! সেই পর্য্যন্ত মনে মনে আমি তোমারই দাসী হয়েছি!—মনে মনে তোমাকেই আপনার দেহ প্রাণের ঈশ্বর করেছি!

কাদ। (স্বগত) ও কপাল। কুসুমীর রকম সকম দেখে—আড় চোখের চোরা চাউনি দেখেও কি ইনি ওর মন বুঝ্‌তে পারেন নি? পুরুষগুলো এমনি অবুঝ বটে। আমরা মেয়ে মানুষ—একটা চাউনি, একটু হাঁসি দেখ্‌লেই পুরুষদের অন্তরের সমাচার পাই। তা বুঝ্‌তে যখন ইনি পারেননি, তখন শীগ্‌গীর বুঝ্‌তে দেওয়া নয়। একটু রঙ্গ করি। (প্রকাশ্যে) হেমেন্দ্র বাবু, আপনাকে যদি মনে না ধরে, তা হলে জানুব আমার সইয়ের চোখ নেই।

হেমে। সেটা এখনি জানুন্‌ না কেন?

কাদ। বেশত!—ও সই বল্‌ না ভাই তোর চোখ আছে কি না।

কুসু। (জনান্তিকে) ভাটের মত বক্‌তে বক্‌তে আবার আমাকে নিয়ে পড়্‌লেন!

কাদ। (জনান্তিকে) আমি কেন তোমাকে নিয়ে পড়্‌ব ভাই? তোর শ্যাম নাগর যে তোর গায়ে পড়্‌তে চায়!

কুসু। (জনান্তিকে) কপালখানা! আমার শ্যাম নাগর কেন হতে যাবে?—তোরই নাগর—তোর গায়ে পড়্‌তে চায়!

কাদ। তা যার হক্, তুই বল্ তোর চোক আছে কি না?

কুসু। (জনান্তিকে) আমি বল্‌বনি। তুই এমন করিস্ ত এখান হতে চলে যাব।

কাদ। (জনান্তিকে) একেই বলে—'পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।' (হেমেন্দ্রের প্রতি) হেমেন্দ্র বাবু, সই আমার কথায় উত্তর দিলে না। আপনি সুচতুর—ওর চোক আছে কি না—সে পরখ নিজেই করুন।

হেমে। তবেই ত আমায় বিষম ফেরে ফেল্লে! আচ্ছা, তোমার সই ফুলের ডালি হতে অই বড় গোলাপ ফুলটি নিয়ে হাতে হাতে আমায় দিন্। আমার এ কথাটি যদি উনি রাখেন—বুঝ্‌ব ওঁর চোখ আছে—উনি আমায় ভাল চোখে দেখেন।

কাদ। সই, হেমেন্দ্র বাবুর মত লোকের কথা ঠেলা বড় অন্যায়। তুমি অই গোলাপটি হাতে নিয়ে ওঁর হাতে দাও।

কুসু। (কাণে কাণে) আমি পার্‌ব নি—তুমি দেও!

কাদ। আমি দিলে কি হবে? তোমার চোক আছে কি না, তাই উনি জান্‌তে চান—আমার নয়।

কুসু। (স্বগত) মুখে যাই বলি, ওঁর হাতে ফুল দিতে আমার বড় সাধ যায়। সুধু তা কেন—ইচ্ছে হয় এই বাছা বাছা ফুল গুলি দিয়ে ওঁর চরণ পূজা করি। কিন্তু পোড়ার লাজ যে আমায় কিছুই কর্‌তে দেয় না। তা এক কাজ করি। যে ফুলটি উনি চাইলেন, সেইটি সাজি হতে নিয়ে সইয়ের হাতে দি। এঁর ও মান থাক্ লাজের ও থাক্। (পুষ্প হাতে তুলিয়া) কি করি, হাত যে আর কোন দিকেই চলে না। উনি কি হাত বাড়িয়ে আমার হাত হতে—ছি! ছি! কি লাজ!

কাদ। হেমেন্দ্র বাবু, আপনি একটি ফুল সইকে চেয়ে ভাল করেন্‌নি। চাইতে হত—একছড়া ফুলমালা। তা হলে সই এখনি বিনি সুতার মালা গেঁথে আপনার গলে দিত।

কুসু। (স্বগত) আঃ ছি ছি! ছি! কাদি কালামুখীর কি লাজের গন্ধও নেই? উনি কি ভাব্‌বেন!

হেমে। মালা পরে দেবেন—এখন এই একটি ফুল দিয়ে আমায় কৃতার্থ করুন।

কাদ। ফুলটি ধরে রইলি কেন?—দে ওঁর হাতে।

হেমে। দাও কুসুম, এ ফুল আমার হাতে দাও। ভারি প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ এ ফুল আমি গ্রহণ করি। (পুষ্প গ্রহণ) হঁ্যা কুসুম, সে দিন স্বপনে দেখা দিয়ে তুমি ত আমার সঙ্গে বেশ হাঁসি মুখে কথা কয়েছিলে, আজ কেন তোমার মুখে কথাটি নেই?

কুসু। (স্বগত) আজ যে লাজ আমার মুখ চেপে ধরেছে।

হেমে। পোড়া লাজের মাথায় বাজ পড়ুক। তারই অত্যাচারে আজ আমি তোমার চাঁদমুখে কথা শুন্‌তে পেলেম না।

নেপথ্যে। কুসুম, ও কুসুম, ও কদম—

কাদ। সই কে ডাকে?

কুসু। (কাণে কাণে) মায়ের মত গলা—ভাল ক'রে শোন।

(অদূরে হৈমবতীর প্রবেশ।)

হৈম। ও মা কদম, তোরা এখানে আছিস্ মা।

কাদ। সই মা, এই যে আমরা। (তাঁহার ও কুসুমের বাহিরে আগমন)

হৈম। ভাল তোদের আক্কেল বাছা, এমন দুর্য্যোগ দেখেও কি বাড়ী যেতে হয় না—দুটিতে এখানে বসে থাক্‌তে হয়?

কুসু। মা, আমরা বেশ ছিলেম—কোন কষ্ট হয় নি। তুমি উপোস গায় জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এতদূর কেন এলে?

হৈম। এ দুর্য্যোগ দেখে কি স্থির থাকা যায়? (হেমেন্দ্রের বাহিরে আগমন) ওমা—ইনি কে?

হেমে। মা, আমি আপনার সন্তান—আপনাকে প্রণাম করি, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

হৈম। চিরজীবি হও বাপ, তোমার বাড়ী কোথায় ?

কাদ। সই-মা, কেশবপুরের রায় বাবুর নাম ত শুনেছ—যিনি বার মাসে তের হাজার টাকা দীন দুঃখীদের দান করেন—ইনিই সেই হেমেন্দ্র বাবু—আমার সয়ের বর। গেল বছর ওঁর গৃহশূন্য হয়েছে, আর বে থা করেননি। তুমি যদি ওঁকে আপনার জামাই কর, তবে উনি বড় সুখী হন। এইটি তোমায় জানাতে আমায় ভার দিয়েছেন। তুমি এখানে এলে বেশ হল। এঁর মোকাবিলায় তোমায় বল্‌লেম।

হৈম। বাছা কদম, তুই ছেলে মানুষ তাই এমন কথা বল্‌চিস। আমি জনমদুঃখিনী এমন কি পুণ্যকর্ম্ম করেছি মা যে, হেমেন্দ্রনাথকে কন্যা দান কর্‌ব ? দুঃখিনীর মেয়েরই বা এমন কি তপোবল ভাগ্যবল আছে যে, এমন পতি সে পাবে ?

হেমে। মা, কাদম্বিনী যা বল্‌লেন তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

হৈম। সে কি বাপ ? তুমি রাজার ছেলে, তুমি কি এ অভাগিনীর জামাতা হবে ? যথার্থই কি তুমি দুঃখিনীর মেয়েকে রাজরাণী কর্‌বে ? তোমার আপোশ অন্তরঙ্গ যাঁরা আছেন, তাঁরা তোমায় এমন কাজ কর্‌তে দেবেন কেন ?

হেমে। আমার আপোশ অন্তরঙ্গদের এ সোমধে মত আছে।

হৈম। তুমি গরিবের ঘরের মেয়ে বে কর্‌লে লোকে নিন্দে কর্‌বে ?

হেমে। লোকের নিন্দেয় আমার কিছুই বইবে না। মা আমি মিছে কথা জানিনা—আপনার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি—যদি পৃথিবীর সকল লোকে আমার নিন্দা করে—তবু আমি এ বিবাহ কর্‌ব।

হৈম। বাছা, তোমার বাপমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—আর তোমার পরমাই বাড়ুক। তোমার কথা শুনে আমার মনে যে সুখ হল, সাতরাজার ধন পেলেও এত সুখ হ'ত না। তুমি আমার কুসুমকে বে ক'রে পরে যদি দাসীর কাজে নিযুক্ত কর—তা হলেও কুসুম আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান কর্‌বে।

হেমে। মা, তোমার কুসুমকে আমি নিজের—যাক্, শুভ কার্য্যে

বিলম্ব করা বিধেয় নয়। আপনি অনুমতি করেন ত এই মাসেই শুভ বিবাহের দিন স্থির করি।

হৈম। বেশ বাপ, দিন স্থির ক'রে পাঁচ দিন আগে থাক্‌তে আমায় বলে পাঠাবে। এ দিকের উয্যুগ সুয্যুগ ত কর্‌তে হবে।

হেমে। আপনাকে কোন উদ্যোগ কর্‌তে হবে না। সেখান হতে আমিই সব করে পাঠাব। এ দিকের কথা ত শেষ হল। তবে এখন আমি বিদায় হই।

হৈম। সে কি বাপ? তুমি আমাদের সঙ্গে চল। দুঃখিনী শ্বাশু-ড়ীর বাড়ী একরাত রইলেই বা?

কাদ। হেমেন্দ্র বাবু, সই-মার এ কথাটি রাখুন। একে এই দুর্য্যোগ, তায় পথে কাদা—আপনার বাড়ি যেতে কষ্ট হবে।

হেমে। কোন কষ্ট হবে না। এই বাগানের ও পাশে আমার পাল্কি লোক জন আছে। (হৈমবতীর প্রতি) মা, একটি নিবেদন করি—ওকে আর ফুল তুল্‌তে পাঠাবেন না।

হৈম। বল্‌তে কেন হবে বাপ—আমি কি এতই অবোধ যে, কাল দিনে যে রাজরাণী হবে, তাকে ফুল তুল্‌তে পাঠাব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপুর—ক্ষেমঙ্করীর বাটীর সম্মুখ।

(মিষ্টান্নাদির ভার স্কন্ধে কয়েকজন ভারীর প্রবেশ।)

প্রথম। এই বাড়ীই বটে, দোরে ঘা দেরে দামা, বাড়ীর লোককে ডাক্।

দ্বিতীয়। কোতাকার বোকা বেয়াড়া লোক গো এরা; শুভ কাজের দিন—পাঁচ জন আস্‌বে যাবে—আজ কি না দোরটা বন্ধ রেখেচে। (দ্বারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিয়া) কে আছ গো বাড়ীতে—দোর খোল।

(দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।)

ক্ষেম। তোরা কারা ?

তৃতীয়। আমরা মাঠাকুরুণ, হেমেন্দ্র বাবুর লোক—কেশবপুর হতে আস্‌চি। এ সব কোথায় নে যাব ?

ক্ষেম। যমের বাড়ী নে যাও। আমার এখানে মর্‌তে এয়েচ কেন ?

চতুর্থ। আ মলো! শুধু শুধু গাল দিলি কেন রে মাগী ? এই আমাদের বাবুর শ্বশুর বাড়ী নয় ?

ক্ষেম। রাম রাম ! এ বামুনের বাড়ী—

চতুর্থ। আর সে বুঝি বাগ্‌দির বাড়ী ? আমাদের বাবু বুঝি বাগ্‌দির মেয়ে বে কত্তে যাচ্চেন ?

ক্ষেম। বাগ্‌দির মেয়ে না হক্, হেমী মালিনীর মেয়ে ত বটে।

তৃতীয়। হেমী মালিনী কে ?

ক্ষেম। তোর বাবুর শ্বাশুড়ী—যার বেবসা ফুল বেচা।

তৃতীয়। দূর মাগি কম বখ্‌তি, তোর খাড়ে ভূত চেপেছে, তাই অমন কথা বলচিস্।

চতুর্থ। কাজ কি দাদা ওর সঙ্গে ঝকড়া করে—চল, আগে আর কোন লোককে জিজ্ঞাসা করি গে।

[ভারীগণের প্রস্থান।

ক্ষেম। একি ?—এ যে অবাক্ কারখানা! এই নিয়ে তিন দল ভারি আজই ত গেল—আশীর্ব্বাদের দিন অবধি এমন রোজই যাচ্চে—রোজ যাচ্চে! হেমা অল্পেয়ে হয় ত সঙ্কল্প করেছে—তার ঘরের সব জিনিস, মালিনী শ্বাশুড়ীর ঘর ঢুকিয়ে দেবে। শুন্‌ছি মালিনী মাগির ঘরে আর সামিগ্‌গির্ রাখ্‌বের ঠাঁই নেই—আজ যা আস্‌ছে, কাদীর মার ঘরে রাখ্‌ছে। হে হরি, সতীনের এত বাড় আমায় চোখে দেখ্‌তে হল! এমন হবে জান্‌লে আগেই যে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেম।

[শঙ্করী বেণেনীর প্রবেশ।]

কি বেণে বউ, কি দেখে এলি ?

শঙ্ক। অমন আর কখন দেখি নি দিদি, অবাক কারখানাই বটে।

ক্ষেম। অবাক কারখানা ত সবাই বল্‌ছে—কি দেখে অবাক হলি তাই বল্‌।

শঙ্ক। পর্‌থমে বাইরের জিনিস্‌ দেখেই ত আমার তাজ্জব লেগে গেল। ভার ভার মাছ, ভার ভার মিষ্টান্ন, ভার ভার দই, ভার ভার তরকারী, ভার ভার ফল মূল—খেলেনার ভার, বাসনের ভার, বড় বড় ভুপেঁট্‌রা কাপড়, আরও হরেক রকম জিনিস, দেখে নবাবের বসান নগরের বড় হাট আমার মনে পড়্‌ল। তার পর ঘর ঢুক্‌তেই চোক থির ! কুসুমের মা তখন গয়নার বাক্স খুলে ঘোষাল বাড়ীর মেয়েদের গয়না দেখাচ্ছিল—এক একখান গয়না তারা তোলে, আর ঘরে যেন বিজুলি খেলে। গয়না দেখা শেষ হলে তারা ব'লে উঠ্‌ল—'এই একটি বাক্স গয়নার দাম তুলাখ টাকার উপর'—কি গয়না বল্‌লে—জড়াও—হেঁ জড়াও গয়নাই বটে—সেই গয়নাই নাকি বেশীর ভাগ আছে—সে গয়নার দাম নাকি সোণার গয়নার চাইতেও বেশী।

ক্ষেম। হাঃ কপাল ; কুশী ফুলওয়ালী তুলাখ টাকার গয়না পর্‌বে ! তার রোদ পোড়া কটা গায়ে জড়াও গহনা বাহার দেবে ! ঢের হয়েছে বেণে বউ, আর শুন্‌তে চাই নে। এখন তুমি আমার এক উপকার কর—ঝট্‌ চাঁড়াল পাড়া গিয়ে আমায় বিষ কিনে এনে দেও। আজই আমি বিষ খাব।

শঙ্ক। কেন দিদি—তোমার গায়ের গয়না খুলে নিয়ে কেউ ত আর তাদের দেয় নি, তবে তোমার এত আপ্‌শোশ কেন ? তুমি বিষ খেতে চাও কেন ?

ক্ষেম। সতীনের সুখ দেখার মত—এমন আপশোশ আর নেই। সে সুখ দেখার চাইতে মরা লক্ষগুণ ভাল।

শঙ্ক। সতীনের সুখ যে বল্‌ছ দিদি, সেটা যেন আজকাল হলো

একবার আগেকার কথা ভাব দেখি। কুমুর বাপ বেঁচে থাক্‌তে তুমিই ঘরের গোটা গিন্নি ছিলে—টাকা কড়ি জিনিস্ পত্তর্ সব তখন তোমার হাতে—যা সতীনকে হাতে তুলে দিতে, তাই সে পেত। তার পর কুমুর বাপ মলে সবই তুমি দখল করে নিলে—এককড়া কাণাকড়ির ভাগ সতীনকে দিলে না। তাই তখন তাকে কোলের ছেলে নিয়ে পথের কাঙ্গালিনী হতে হয়েছিল। কিন্তু এততেও তোমার সতীন ত মরে নি—সে কায় কেলেশে সেই কোলের ছেলে মানুষ করেছিল বলেই না আজ তার এত সুখ হল। তাই বলি তোমার মরে কাজ নি—তুমি বুক বেঁধে ঘরকন্না কর। কখন না কখন তোমারও সুখের দিন আস্‌বে।

শঙ্ক। আমি বুক বেঁধে ঘরকন্না কর্‌ব কি—সতীনের সুখ যতই লোক মুখে শুন্‌ছি, ততই যেন আমার বুকে বিষ কাড় ফুট্‌ছে। অই শোন্—গাঁয়ের পোড়া মুখোরা কি বলে যাচ্চে শোন্।

[চারিজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।]

১ গ্রাম। আহা দাদা, দীন দুঃখিনীর মেয়ে—ওর যে এত সুখ হবে, তা স্বপনেও কেউ জানে না।

২ গ্রাম। বল দেখি ভায়া মেয়েটির কেমন ধারা ধরণ—কেমন রূপ! বল দেখি অই কুসুমী রঙ্গের শাড়ীখানি, আর অই সোণার গয়না ক খানি পরায় কুসুমকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! আমার ত দেখে মনে হল—ইনি সাক্ষাৎ অন্নপূন্নো—ভুলে মানুষের ঘরে জন্মেছেন।

৩ গ্রাম। তা বটে দাদা, মেয়েটি অন্নপূন্নোই বটে। এতখানি যে বয়স হয়েছে, তার মধ্যে ওর মুখে টুঁ শব্দটি কেউ শোনে নি। মায়েরই বা কি মিষ্টি বাক্যি—সরল স্বভাব। আমরা কাঙ্গাল গরিব—জন খেটে খাই। আমরা বাড়ীতে যাওয়ায় কত আদর, কত অভ্যুথনা কর্‌লেন—এক এক ক'রে সব জিনিস্ দেখালেন, শেষে জল খাইয়ে তবে ছেড়ে দিলেন।

৪ গ্রাম। মার সুমতির গুণেই মেয়ের অমন বড় ঘরে সোঁমধ হল।

মেয়েকে ত আর মাটিতে পা দিতে হবে না, চিরকাল কোটার উপর ব'সে সুখে রাজত্ব কর্‌বে।

২ গ্রাম। আমরাও এই ভগবানের কাছে বল্‌ছি—ওর মেয়ে চির-কাল সুখে রাজ্যি করুক।

১ গ্রাম। এই কথা গাঁয়ের ষোলআনা লোক বল্‌ছে—সব্বাই ওদের সুখে সুখী হয়েছে।

ক্ষেম। শোন্‌ বেণে বউ, পোড়াকপালেদের কথা শোন। (গ্রাম-বাসীগণের প্রতি) ও কার কথা বল্‌চিস্‌ রে, যেদো?

১ গ্রাম। কার কথা তা কি মাঠাকুরুণ্‌ বুঝ্‌তে পারেন নি?

ক্ষেম। বুঝ্‌তে পার্‌ব নি কেন? তোরা আমার সতীনের কথা নিয়ে আমায় ঠাট্টা কর্‌তে এইচিস্‌। আমি তোদের করিচি কি?—তোদের বুকে হাঁড়ি চড়িয়ে পিণ্ডি রেঁধিচি না তোদের ছেলে কাছাড়ে মেরেচি?

১ গ্রাম। সে কি বলেন মাঠাকরুণ? আমরা গরিব দুঃখী লোক—কারো ভালতেও থাকিনে—মন্দতেও থাকিনে—আমরা কি আপনাকে ঠাট্টা কত্তে পারি? যেতে যেতে আপন মনে পাঁচ কথা কয়ে যাচ্ছিলুম। তা কাজ কি বাবু আমাদের এ সব কথায়—আমরা কাজে যাই।

[গ্রামবাসীগণের প্রস্থান।

ক্ষেম। বুঝেচিস্‌ বেণে বউ, গাঁয়ের বড় ছোট যত লোক সব্বাই আমার সতীনের দিকে ঢলে পড়েছে!—আমার দিকে এক বেটাও নেই।

শঙ্ক। এটা ত নতুন নয় দিদি—গাঁয়ের পোড়ামুখোরা চিরদিন তোমার সতীনের টান টানে—তোমার সুখ কেউ খোঁজে না।

ক্ষেম। আর একটা আশ্চয্যি দেখেচিস্‌—আমার সোণার কমলের পরশংসার বেলায় পোড়ামুখো পোড়ামুখীদের মুখে গুয়ো লাগে, কিন্তু কুসীর পরশংসার বেলায় তাদেরই মুখে খই ফোটে। কুসুম মেয়েত নয় যেন ইন্দের অপ্সরী—তাঁর চলন ফেরণ, ধারা ধরণ, গড়ন সবই ভাল—অমন মেয়ে হয় না—হবে না—সে হাঁসলে মুক্ত ঝরে, কাঁদলে মাণিক

পঁড়ে—কথা কইলে অমিত্তির ছঁড়া দেঁয়—চলে গেলে পায় পঁদ্ম ফুঁল ফোঁটে।—গাঁয়ের লোকের মুখে—এইরূপ কত পরশংসা কুসি ফুল-ওয়ালীর শুন্‌তে পাই। কিন্তু আমি ত ওর পরশংসার কিছুই দেখিনে। অমন পেন পেনে ভেন্ ভেনে অমন ঠকঠেটা, বেহায়া মেয়ে কি দুনিয়ায় আর আছে? তা আমি ভেবেছিলেম—এ গাঁয়ের একচোকোরা যা বলে বলুক, কুসি আবাগীর আইবড় নাম—কখনই ঘুচ্‌বে না—কোন কুলীন সন্তানই ফুলওয়ালীকে বে কর্‌বে না। কিন্তু ফুলওয়ালীই যে পরে রাজরাণী হবে, তা কে জানে। কি বল্‌ব, বিদেতাকে আর কি বল্‌ব সেই হেমা ছার কপালেকে! ছার কপালের বুঝি আর দেশে মেয়ে যোটেনি—তা নইলে ফুলওয়ালী বে কত্তে যাচ্চে কেন?

শঙ্ক। ফুলওয়ালীই যে তার নজরে লেগেছে।

ক্ষেম। অমন নজরে আগুণ লাগে না? হেমা ছোঁড়াকে বড়লোক কে বলে? বুনিয়াদি বড়লোকদের অমন ছোট নজর হয় না—মালিনী তেলিনী তাদের নজরে কখনই লাগে না। তা বেণে বউ, আমার কমল কেন কোন বড়লোকের নজরে লাগে নি—কুমু ত কুসির চাইতে দেখ্‌তে ঢের ভাল। আমার দোস্‌মনরা চোকের মাথা খেয়ে বলে বটে—কুমুর রংটি একটু তামাটে, নাকটি একটু চেপ্টা, ঠোঁট দুটি পুরু, চোক দুটি কটা—কিন্তু আমি ত বাছার গায় এতটুকু খুঁৎ দেখ্‌তে পাইনে। তা তাদের কথাই যদি ঠিক হয়, তা হলেও কুমুকে মন্দ মেয়ে বলে—কার বা এমন সাধ্যি? কুমুর যে খুঁৎ সে চাঁদের কলঙ্ক—অমন খুঁৎ বড় বড় রাজা বাদশার মেয়ের থাকে। কুসি আবাগীর কি নেই? খুঁজ্‌লে কুসির গায় যে আরও বেশী খুঁৎ বেরয়। তবে কেন তার অমন বর যুট্‌ল?

শঙ্ক। কি জান দিদি, কুসি ছুঁড়ির আর সব মন্দ হলেও কপাল খানা খুবই ভাল। নইলে কি তার অমন ঘরে সোমধ হয়? মিনি আয়েসে—মিনি খরচে অমন বর যোটে? তুমি ত কত দেশ খুঁজে, কত টাকা খরচা ক'রে মেয়ের বে দিলে, তবুত তোমার মনের মত জামাই হল না।

ক্ষেম। হবে কেন বোন্, আমার যে পোড়া ঝল্সা কপাল—তাই জামাই হয়েছে একটা দাঁতপড়া বুড়ো।—তিনি মানুষই বটেন না ভূত বটেন, দেখে চেন্‌বার যো নেই। না আছে রূপ, না আছে গুণ, না আছে ধন—থাকবের মধ্যে আবেগের বেটার পণ পাঁচ সাত শ্বশুর ঘর আছে। শ্বশুর ঘরে ঘরেই তিনি পেট পেলে বেড়ান। আমার কুমুর সঙ্গে তাঁর কালে ভদ্রে দেখা হয়। আহা, সে হাবাতের হাতে পড়ে আমার কুমুর কোন সুখই হলনি! অমন যে সোণার চাঁপা মেয়ে—বাছার জনমটা দুঃখেই গেল!

শঙ্ক। তা দিদি, পর্‌জাপতির নির্ব্বন্ধ যা ছিল, হয়ে গেছে। এখন আর সে কথা ভেবে মনকে কেলেশ দেওয়া মিছে। তুমি আপ্‌নি একটু থির হয়ে গোঁসাইকে আন্‌তে লোক পাঠ্‌য়ে দেও। তিনিই তোমার পর্‌ধান সহায়—তোমার ডান হাত। তোমার প্রতি প্রভুর দয়া যত— স্নেহ তত। প্রভু কখনই তোমার মলিন মুখ দেখ্‌তে পার্‌বেন না— কোন না কোন রকমে এ দুঃখ নিবারণ কর্‌বেন।

ক্ষেম। আহা, বেণে বউ, প্রভু যদি এ সময় এখানে থাক্‌তেন— তবে কি আর এ অঘটন ঘট্‌ত?—তিনি অবহেলে এ সোঁমধ ভেঙ্গে ফেল্‌তেন, এক ফুঁকে এ কাল মেঘ উড়্‌য়ে দিতেন।

শঙ্ক। তুমি ভেবো না দিদি, এর পরে এসেও প্রভু এ মেঘ উড়্‌য়ে দেবেন।

ক্ষেম। কিন্তু বিয়েটা যে আজ হয়ে যাবে। দালানটা পত্তনেই ভাঙ্গা যত সহজ, তৈয়ার হওয়ার পর ভাঙ্গা ত তত সহজ নয়।

শঙ্ক। প্রভুর পক্ষে আবার সহজ অসহজ কি? ফেলারাম ত পরশ রাম। তাঁর অসাধ্যি কিছুই নেই। তিনি মনে করলে গড়াকেও ভাঙ্‌তে পারেন—ভাঙ্গাকেও গড়্‌তে পারেন। তোমার কিন্তু ভারি একটা চুক গেছে দিদি,—এ সোঁমধের কথা যে দিন শুনেছিলে, সেই দিনই প্রভুর কাছে লোক পাঠাও নি কেন?

ক্ষেম। কোথাকে লোক পাঠাব দিদি—কোন আড্ডায় প্রভু এখন আছেন, তা কি জানি ?

শঙ্ক। সে কি দিদি, তুমি তাঁর পরম প্রেয়সী। কোথায় তিনি থাক্‌বেন—তোমাকে ব'লে যান নি ?

ক্ষেম। যাবার একদিন থাক্‌তে আমায় বলেছিলেন,—'বর্দ্ধমান হুগ্‌লী, নদে, শান্তিপুর অঞ্চলের সেবকদের কাছে দুতিন বছরের বার্ষিক পাওনা আছে—সে গুলি সেধে পেড়ে একমাসের মধ্যেই আমি ফিরে আস্‌ব।'—কিন্তু একমাস ত গত হয়ে গেছে—

শঙ্ক। তবে আর বড় জোর তাঁর দুচার দিন দেরি হবে। তিনি এলেন বলে। আমি আজ স্বপনে গোঁসাইজির সঙ্গে কথা কইছিলুম—প্রভুকে তোমার বিপদের কথা বল্‌ছিলুন। হেঁ দিদি, এ এক রকম বিপদ নয় ?

ক্ষেম। বিপদ আবার নয়—ঘোর বিপদ! আমার যদি সর্ব্বস্ব চোরে কেড়ে নিত—ঘরে আগুণ লেগে ঝেঁটা গাছটি অবধি সব পুড়ে ছাই হত—আর কি বল্‌ব, পরাণের পরাণ যে আমার কুমু তারই যদি ভাল মন্দ কিছু হত—তা হলে যত দুঃখ হত—তার চেয়েও বেশি দুঃখ এ ঘটনায় হয়েছে।—আমার মনের ভেতর দিনরাত পাঁজার আগুণ জ্বল্‌ছে। তা বেণে বউ, গোসাই কি আমার মনের আগুণ নিবাতে পার্‌বেন ? গোঁসাই সকল গুণের গুণাকর—বুদ্ধির সাগর বটে; হরেক রকম কল কৌশল তাঁর পেটে আছে। তিনি যদি কোন উপায়ে কুসি আবাগীর উপর তার স্বোয়ামীর আক্রোশ জন্মিয়ে দেন—কোন কৌশলে সে পোড়ারমুখীর শ্বশুর ঘর করা বন্ধ করেন—তবেই আমার—

শঙ্ক। ও দিদি, চুপ্ কর—চুপ্ কর। ঐ দেখ তোমার সতীন এই দিকেই আস্‌চে।

(হৈমবতীর প্রবেশ।)

হৈম। বলি হেঁগা দিদি, এই কি তোমার কাজ ? একটিবার কি

আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিতে নাই ?—আমি কি এতই অপরাধিনী হয়েছি ? আশীর্ব্বাদের দিন নিজে এসে কত সেধে গেলেম, যাব বলে গেলে না। আইবড় ভাতের দিন একবার কুসুমকে দিয়ে, একবার কদমকে দিয়ে ডেকে পাঠালেম—তাতেও গেলে না, দয়া ক'রে আজ একবার চল। তোমারি মেয়ের বিয়ে—তুমি না গেলে কি সাজে ? সব করে কম্মে কে ? আমি ত একা মানুষ, তুমি বই এ রাজপুরে আমার আর কে আছে ?

ক্ষেম। আমি ত যেতেম; কিন্তু গায়ে এমন বল নেই, যে দু পা চলে যাই। আজ সাতদিন বাতপিত্তির জ্বরে ভুগ্‌ছি—এ সাত দিনের মধ্যে লক্ষ্মীর দিব্য দাঁতে কাঁটি নি। হয় নয় বেণে বউকে জিজ্ঞেস কর।

হৈম। (স্বগত) তাইত আমিও বলি—গা ভাল থাক্‌লে আর দিদি যান না। আমি ওঁর পর নই—ছোট বন্। (প্রকাশ্যে) ওমা, তোমার এমন অসুখ, তা ত জানি নি। তা আজত একটু ভাল আছ দিদি ?

ক্ষেম। ভালর কপাল ত নয়, যে ভাল থাক্‌ব। অন্তর্দাহ গা জ্বালা অন্য দিনের চাইতে দশগুণ আজ বেড়েছে। উহুঃ গা জ্বলে গেলো ! চল্ বেণে বউ, আমায় ধরে নিয়ে চল্। আস্তে আস্তে কোটার উপরে যাই—শুই গে।

হৈম। আহা, তবে ত তোমার বড় ক্লেশ হচ্চে ! যাও দিদি, শোওগে। কমল কোথায় ? বাছাকে আমি ডেকে নিয়ে যাই।

ক্ষেম। কুমু গিয়েছে নাইতে—নেয়ে আসুক, তখন পাঠিয়ে দেব।

হৈম। দেখো দিদি, ভুল নি—নেয়ে এলেই কুমুকে পাঠিয়ে দিও। বাছা গিয়ে সব দেখে শুনে করবেন।

ক্ষেম। দেব পাঠিয়ে—তুমি যাও।

[হৈমবতীর প্রস্থান।

দেখ্‌লি—বেণে বউ, আমার সতীনের রকম। এখনি গরবে মাটিতে পা পড়ছে না—পৃথিবীটাকে সরাখানা দেখেছে—আর কি মনে করেছে

জানিস্ ? মনে করেছে—আমি রাজার শ্বাশুড়ী, রাণীর মা, আমার সঙ্গে সঙ্গ কার—আমি এখন যাকে যা বল্‌ব, সে তাই কর্‌বে—সবাই আমার পায় তেল দেবে ? মনে করেছে—'আমি যদি তু ক'রে ক্ষেমঙ্করীকে ডাকি, সে ছুটে এসে আমার এটো পাত চাট্‌তে লেগে যাবে।' তা ক্ষেমঙ্করীর এমন ললাটের লেখন নয় যে ধন দেখে সতীনের মন যোগাতে যাবে। ক্ষেমঙ্করী খেতে না পায় শুকুয়ে মর্‌বে, তবু সতীনের মুখে বাশি আকার ছাই দেবে না।

শঙ্ক। তুমি কেন সতীনের মন যোগাতে যাবে দিদি—তোমার অভাব কি ? তা এ সময় যে তুমি সতীনের বাড়ী গেলে নি—সে ভাল হ'ল। গেলে জিনিস্, পত্তর সব ত তোমায় চোখে দেখ্‌তে হত। যখন কাণে শুনেই তোমার এত হচ্চে, সে সব চোকে দেখ্‌লে না জানি কি দশাই হত—হয়ত সেইখানেই তোমার বুক ফেটে যেত।

ক্ষেম। বুক ফেটে যেত—প্রাণটাও বেরিয়ে যেত। সতীনের ঘরে ভত জিনিস্ কি চোখে দেখা যায় ?

শঙ্ক। বেলা গেল। এখন আমি যাই। ঘরে কত পাট আছে।

ক্ষেম। তা বন্, সাঁজের পর এসো। তুমি আমার নেহাৎ আপোশ —তোর সঙ্গে পাঁচ কথা কইলে দুঃখের ভার কতক হাল্কা হয়।

[একদিকে ক্ষেমঙ্করী অন্য দিকে শঙ্করীর প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কেশবপুর—হেমেন্দ্র বাবুর প্রমোদকানন।

(হেমেন্দ্র ও নরেন্দ্রর প্রবেশ।)

নরে। এ কি শুনি হেমেন্দ্র ?—তুমি না কি আট মঙ্গলার পর নূতন বউমাকে তাঁর মাতার গৃহে পাঠিয়ে দেবে ?—বৎসরের ভিতর আর নাকি তাঁকে এখানে আন্‌বে না ?

হেমে। কি করি বল—মাতৃ সমা প্রাচীনাদের কথাত ঠেল্‌তে পারা যায় না, বিশেষ এটা আমাদের কুলের প্রথা।

নরে। প্রথম বিবাহের সময় এ প্রথা কোথায় ছিল ? সাবেক বধূ মাতাকে বিবাহ ক'রে যে ঘরে এনেছিলে, আর ত তাঁকে বাপের মাটিতে পা দিতেও দেওনি!

হেমে। তাই পরিণামে অশুভ ঘটেছিল!

নরে। সেইটাই বুঝি অশুভ ঘটনার কারণ ? তুমি সুশিক্ষিত বিচক্ষণ লোক—তুমি যদি এমন ধারণাকে মনে স্থান দেও, তবে আর বর্ণজ্ঞানশূন্যা অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি ছোট ঠাকুরুণ ন-ঠাকুরুণের দোষ কি ? তাঁরা ত মনে কর্‌তেই পারেন—ফের তুমি সেইরূপ আচরণ কর্‌লে সেইরূপ ঘটনাই ফের ঘট্‌বে।

হেমে। ঠিক বলেছ নরেন—সেই আশঙ্কাই তাঁদের মনে প্রবল হয়েছে। তাই আমায় তাঁরা খুব ক'রে ধরে বসেছেন। সেই কথা শুনে আমিও বুড়িদের মতে মত দিয়েছি! তা নইলে নূতন শ্বাশুড়ীর বাস্তু ভিটায় নূতন বাড়ি তৈয়ার করিয়ে, খরচ পত্র, রাঁধুনী চাকরাণী নিজে হতে দিয়ে প্রাণের অধিক ধন কুসুমকে রাজপুর পাঠাতে আমার কি সাধ লেগেছে। ভাবি অশুভ আশঙ্কায় আমায় এ কাজ কর্‌তে হচ্চে। নতুবা আমার ইচ্ছা ছিল না—কুসুমকে চোখের আড় করি।

নরে। তা কর্‌বার দরকার কিছুই নেই। অশুভ আশঙ্কা—কিসের অশুভ ? এমন সব কাজের সঙ্গে তো শুভাশুভের কোন সম্বন্ধই নেই। যাঁরা মনে করেন—বিবাহের প্রথম বৎসর তোমার আলয়ে অবস্থান পদ্মাদেবীর অকাল মৃত্যুর কারণ—তাঁরা বিষম ভ্রান্ত। তাঁরা জানেন না, যে অসম্বন্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণ হতে পারে না। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বলেন—'যদভাবেন ইতর কারণ সমুদয় সত্ত্বে যস্য উৎপত্তিং প্রশ্রুতি, তৎ কার্য্যং প্রতি তস্য অকারণত্বং নিশ্চিনোতি।'—দেখা যাচ্চে যে, যে রোগে পদ্মাদেবীর মৃত্যু ঘটেছে, সেই রোগে তিনি যদি আক্রান্ত হতেন, তোমার গৃহে অবস্থানাভাবেও

অসংশয় তাঁর মৃত্যু ঘট্‌ত। অতএব এখানে অবস্থান তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ নয়। তা যদি না হল, তবে আর নূতন বধূমাতাকে এখানে রাখ্‌লে সেরূপ ঘটনা ঘট্‌বার সম্ভাবনা কোথায়?

হেমে। এ সবই আমি বুঝি নরেন—তথাপি কুসুমকে এখানে রাখ্‌তে সাহস হয় না। পাঁচ জনে যেটা নিষেধ ক'রে, সে কাজ ভাল হলেও করা ভাল নয়।

(সুরেন্দ্রের প্রবেশ।)

সুরে। একটা খোশ খবর শোন হেমেন্দ্র—দেওয়ানজি এই মাত্র রাজপুর হতে এলেন। তাঁর কাছে শুন্‌লেম—আর দু তিন দিনেই বাড়ি নির্ম্মাণ কাজ সমাধা হবে।

হেমে। খোশ্‌খবর বটে। কত লোক সে কাজে লেগেছে শুন্‌লে?

সুরে। রাজে মজুরে ডের হাজারের উপর। অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে তারা রেতেও কাজ বন্ধ রাখে না—মশাল জ্বেলে রেতে কাজ করে।

হেমে। দেওয়ানজি কেন এসেছেন জান?

সুরে। টাকার অকুলান পড়েছে। টাকা নিয়ে আজই আবার তিনি ফিরে যাবেন।

হেমে। নরেন ভায়া একবার দেওয়ানের কাছে যাও, তাঁকে বল গে—যাবার আগে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গুটিকত কথা বলে দেব।

সুরে। নরেনকে ভার দিলে—তবেই হয়েছে। উনি কোন কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করতে কর্‌তে এখনি একথাটি ভুলে যাবেন।

নরে। না সুরেন, আমি তত বেহুঁস নই—এই আমি দেওয়ানজির কাছে চল্লেম।

[প্রস্থান।

সুরে। ভাই হেমেন্দ্র, বড় একখানা ভাবনা আমার হচ্চে।

হেমে। কি ভাবনা সুরেন ?

সুরে। তুমি ত বাড়ী তৈয়ার হওয়ার পর তোমার প্রাণাধিকাকে রাজপুরে পাঠাবে ;—কিন্তু সে আলোকময়ীর অঙ্গ জ্যোতির-ভাবে তোমার কেশবপুরের ভবন যে আঁধার হবে। তাঁকে না দেখে এখানে তুমি কেমন ক'রে থাকবে ?

হেমে। সুরেন, কেবল আমার জন্য নয়—আমার প্রাণাধিকার জন্যও তুমি এই ভাবনা ভাব। এই কয় দিনে আমি তাঁর হৃদয়ের তেরূপ পরিচয় পেয়েছি, তাতেই বুঝতে পারি—আমায় ছেড়ে তিনি কোথাও সুখে থাকতে পারবেন নি।

সুরে। মোটে পাঁচটি রাত তাঁর সঙ্গে তুমি এক শয্যায় বঞ্চন করেছ। এর মধ্যে তাঁর হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় কেমন ক'রে পেলে ? সেই সুরবালারূপিনী নব প্রণয়িনীর সঙ্গে তোমার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ কিরূপ হল—তা কি আমার কাছেও বলবে না ? আমি দুঃখের দিনে তোমার পাশে ব'সে দুঃখের কথা শুনেছি—ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার দুঃখের ভাগ নিয়েছি—আজ এ সুখের দিনে সুখের কথা শোন্‌বার—তোমার সুখের ভাগ পাবার, আমার কি অধিকার নাই ?

হেমে। সংপূর্ণ অধিকার আছে। তুমি শোন। প্রথম ফুল শয্যার রাত্রিতে কুসুমের পাশে শয়ন ক'রে আমি তাঁর বাক্য সুধা পান জন্য লালায়িত হলেম। কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সে সাধ পূর্ণ হল না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কুসুমের মুখ ফোট ফোট ক'রেও ফুট্‌ল না। শেষ আমার অনুরোধ এড়াতে না পেরে দুএকটি সহজ সহজ কথার উত্তর দিতে লাগ্‌লেন।

সুরে। প্রথম কি কথার উত্তর দিলেন ?

হেমে। আমি বল্‌লেম—'হ্যাঁ কুসুম তোমার সইয়ের শ্বশুর বাড়ী কোথায় ?—কুসুম অতি ধীরে ধীরে—লজ্জাজড়িত মৃদুমধুর স্বরে উত্তর দিলেন—'রাম—পুর।'

'তাঁর সোয়ামির নাম কি ?'

'রমানাথ মুখুর্জ্জে।'

এইরূপ খাটো খাটো, সহজ সহজ, কথায় কুসুম আমার এক একটি কথার উত্তর দিতে লাগ্‌লেন। এ সংসারে সদ্য স্ফুটবাক্‌ শিশুর আধ আধ কথা, আর লজ্জাশীলা নব প্রণয়িনীর লজ্জাজড়িত মৃদু মৃদু কথা যেমন মধুর—তেমন বুঝি আর কিছুই নয়। কুসুমের এক-একটী কথা এক এক ফোঁটা অমৃতের ন্যায় আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হতে লাগ্‌ল। আমি মুগ্ধ হলেম।

সুরে। তার পর তাঁর ভালবাসার পরিচয়—হৃদয়ের পরিচয় কেমন ক'রে পেলে ?

হেমে। পরিচয় অনেক প্রকারে পেয়েছি। যে লজ্জার জন্য প্রথম প্রথম কুসুমের মুখ ভাল রকম ফুট্‌ত না, দিনে দিনে তার প্রভাব কম হতে লাগ্‌ল—ক্রমে আমার সঙ্গে তিনি মনখুলে কথা কইতে পার্‌-লেন। তাই দেখে গেল রাত্রিতে তাঁর কাছে ভালবাসার কথা পাড়্‌-লেম। ভালবাসা কারে বলে—কেমন করে জন্মে—প্রকৃত ভালবাসার সঙ্গে 'রূপজমোহের' প্রভেদ কি—প্রকৃত ভালবাসা একবার জন্মিলে কেন ইহজন্মে তার আর লয় হয় না—দিন দিন বৃদ্ধি হয়—এ সব তাঁকে বুঝাতে গেলেম, কিন্তু শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারলেম—বুঝাবার দরকার কিছুই নাই—কুসুমের ন্যায় সুন্দর যাদের হৃদয় তাদের হৃদয়ে প্রণয়ের গূঢাদপিগূঢ় তত্ত্ব সকলের স্ফূর্ত্তি স্বতঃই হয়। ভালবাসার কথা হতে হতে আমার নিজের ভালবাসার কথা উঠ্‌ল। তখন পাখি শিকার হতে স্বপ্নদর্শন পর্য্যন্ত—যা যা ঘটেছিল সব বল্‌লেম। শুদ্ধ স্বপ্নশ্রুত বাক্যে বিশ্বাস করেই যে আমি তাঁকে ভাল বেসেছিলেম তাও বল্‌লেম। লোকে বলে, 'কথা দিয়ে কথা পাওয়া যায়।' আমিও কথা দিয়ে কথা পেলেম, শুন্‌লেম—আমার ন্যায় আমার কুসুমও বিবাহের মাস খানেক পূর্ব্বে স্বপ্নে আমায় দেখেছিলেন—এক দেবীর মুখে—(এ দেবী বোধ হয় পদ্মাবতী)—আমাকে ভালবাস্‌তে উপদেশ পেয়েছিলেন। সেই উপদেশ বাক্যে তাঁর দৃঢ় শ্রদ্ধা হয়—সেই পর্য্যন্ত আমার প্রতি

প্রগাঢ় ভালবাসাকে তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে লালিত করেন। এই কথা গুলি কুসুমের মুখে শুনে বিস্ময়ে, সুখে আমার মন ভরে গেল। কিন্তু সে ভাব গোপন ক'রে আমি বল্‌লেম, 'তা কুসুম, তুমি আমায় ভাল বেসেছ বটে। কিন্তু আমার ভালবাসার তুলনায় তোমার ভালবাসা কিছুই নয়। আমার ভালবাসা সমুদ্রের ন্যায় সীমাশূন্য, অগাধ অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী। এ ভালবাসার স্বরূপ মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যদি গায়ের ত্বক তুলে দেখাবার হত, তবে দেখাতেম—কেবল মনের সঙ্গে নয় আমার দেহের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জার সঙ্গে এ ভালবাসা মিশেছে।

সুরে। কথাটা শুনে কুসুম কি বল্‌লেন?

হেমে। কুসুম মুখে কিছুই বল্‌লেন না। স্ফুরিত বিম্বাধরে ঈষৎ একটু বিজুলির প্রভা প্রকটিত ক'রে আমার মুখপ্রতি একটিবার কটাক্ষ পাত কর্‌লেন। সে কটাক্ষ স্মিত, মধুর প্রশান্ত—প্রীতিমাখা স্নেহ-ময়, সুখময়; কিন্তু একটু তাচ্ছিল্য ভাব তাতে ছিল—যেন কুসুম আমায় বল্‌ছিলেন—" ছি, ছি, আমার কাছে তুমি ভালবাসার বড়াই করো না। আমি রমণী, তুমি পুরুষ—আমি তোমায় যত ভাল বেসেছি, তুমি আমায় কখনই তত ভালবাস্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রেমকাননের কল্পলতা, তুমি সে কাননের সামান্য তরু—যা কল্পলতা দিবে, সামান্য তরু কি কখন তা দিতে পারে?' এ টুকু আমি বুঝ্‌লেম। বুঝে আদর ক'রে কুসুমের মুখ চুম্বন কর্‌লেম। সে আদরে কুসুম গলে গেলেন।

সুরে। যে পর্য্যন্ত শুন্‌লেম, এতেই বুঝ্‌তে পারি—তোমার কুসুমের দেহখানির অপেক্ষাও মনখানিকে বিধাতা অধিকতর সুন্দর করেছেন। নইলে এর মধ্যে তিনি তোমায় এত ভাল বাস্‌তেন না।

হেমে। আর একটি কথা শোন, সুরেন। আজ সকালে কথায় কথায় আমি কুসুমকে বল্লেম—'তোমাকে রাজপুরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি কি নিয়ে এখানে থাক্‌ব?—আমার সব সুখ তোমার সঙ্গে যাবে।' কুসুম মধুরস্বরে উত্তর দিলেন—'কে তোমায় এখানে থাক্‌তে সাধ্‌ছে। তুমিও

সেখানে'—কথাটি সমাপ্ত হল না, কিন্তু আমি তাঁর মনের ভাব বুঝ্লেম—বল্লেম, 'বল কি কুসুম, একক্রমে এক বৎসর নূতন শ্বাশুড়ীর ঘরে বাস কর্‌তে কি ভাল লোকে পারে? তাতে কার্য্য ক্ষতি, লোকনিন্দা দুইই আছে। তা আমি পার্‌ব নি।' কথাটা কুসুমসুকুমারী কুসুমের সুকুমার হৃদয়ে বোধ হয় বড়ই লাগ্‌ল। আমি দেখ্‌লেম, সহসা তাঁর প্রফুল্ল মুখখানি মলিন হয়ে গেল। তিনি ছল ছল নেত্রে ভূমি পানে চেয়ে রইলেন। দেখে আমি কি আর স্থির থাক্‌তে পারি? তাঁর হাতে ধ'রে কত সান্ত্বনা কর্‌লেম, শেষে বল্লেম—'তুমি ভেবো না—যে একটি বছর তুমি রাজপুরে থাক্‌বে—মাসে পাঁচ ছয়বার সেখানে গিয়ে তোমায় দেখে আস্‌ব। গড়ে বছরের অর্দ্ধেক দিন তোমার কাছে কাটাব। তাহলেই বিরহ আর আমাদের তত ক্লেশকর হবে না। মিলন সুখের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে বিরহের প্রভাব কমে যাবে!'

সুরে। ভাই হেমেন্দ্র, তোমাদের মনো মিলনের কথা, সব প্রণয়ের কথা শুনে, আজ আমার মনে সুখ ধরে না। যে কুসুম তোমার অশান্তি-পূর্ণ হৃদয়ে শান্তি দান করেছেন—প্রণয়ামৃত সিঞ্চনে তোমার শুষ্ক, নিরস মরুতুল্য জীবনকে সরস, সুখময় করেছেন—জগদীশ্বর তাঁর সর্ব্ব মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

হেমে। তোমার সঙ্গে কুসুমের আজ আলাপ ক'রে দেব। যখন সুশীলা, কুসুম একত্রে থাক্‌বেন, সন্ধান নিয়ে সেই সময় আমরা তাঁদের কাছে যাব। সুশীলা কাছে না থাক্‌লে, কুসুম তোমার সঙ্গে কথা কইতে রাজি হবেন না।

সুরে। তা হলে সুশীলার বড় পশার বাড়্‌বে। সে বল্‌বে—'তোমরা আবার মানুষ, দুটোতে মিলে এ তুচ্ছ কাজ পার্‌লে না, আমি হেলায় ক'রে দিলেম।'

হেমে। সুশীলার পশার বাড়লে তোমার গায় বুঝি ফোস্‌কা হবে। রস, আমি সুশীলাকে ব'লে দিচ্চি।

সুরে। এ দিকে দেখ। এ দিকে দেখ।

(দূরে সুশীলা ও কুসুমের প্রবেশ।)

হেমে। এ যে মেঘ চাইতেই জল। তা চল না আমরা ওঁদের কাছে যাই।

সুরে। এখন না—এই গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের কি কথা হয় শোন।

সুশী। সাধের বউ, সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে সব দেখ, শোন—আমার সঙ্গে মন খুলে কথা কও। আমি বারদ্বরোজা বন্ধ কর্‌তে দাসীদের বলে দিইচি। এখানে আর কারো আস্‌বার সম্ভব নেই।

হেমে। ও হরি, সুশীলা বুঝি কুসুমের সাধের বউ নাম রেখেছেন। আমাকে ত এটি বলেন নি।

সুরে। আমাকেও না। তা এই নামই কায়েম—আমরাও ওঁকে সাধের বউ বল্‌ব।

কুসু। কি কথা কইব দিদি, চার পাঁচ দিন যে তোমা রকাছে রয়েচি, কোন দুটো কথাই শিখুয়ে দিলে?

সুশী। আমি আর কি কথা শিখাব ভাই, তোমার রসরাজই কত রসের কথা তোমায় শিখাবেন। চল, এবার অই লতামণ্ডপের কাছে যাই। ঐ লতামণ্ডপটি হেমেন্দ্র বাবুর বড় সাধের—তাই ওর চারি পাশে তিনি বাছা বাছা ফুল গাছ রোপণ করিয়েছেন। নানা জাতি ফুল ফুটায় দেখ অই স্থানটির কেমন বাহার হয়েছে।

কুসু। তা দেখ্‌ছি দিদি, খাশা বাহার হয়েছে।

সুশী। তুমি কেবল আমারই সাধের নও সাধের বউ, তুমি সবারই সাধের। সবাই তোমায় ভালবাসে—সবাই তোমায় আদর করে। তুমি এখানে আসায়, পুষ্পসুন্দরীদের মধ্যে যেন একটা ভারি উৎসব বেধেছে। ওরা সুখে মেতে হেঁসে হেঁসে একে অন্যের গায় ঢলে পড়্‌ছে—কেউ নাচ্ছে—কেউ বা হাত নেড়ে নেড়ে তোমায় ডাক্‌ছে—কেউ বা তোমার সুন্দর মুখখানি দেখ্‌বার তরে তাড়াতাড়ি আঁখি মিল্‌ছে—কেউ বা বাতাসকে দিয়ে তোমার কাছে মনোহর গন্ধ উপহার

পাঠাচ্ছে। বাতাসেরই বা আমোদ কত—সে পুষ্পসৌরভ উপহার দিয়ে কখন তোমার অধর চুম্বন কর্‌ছে, কখন বা গালে ফুঁক দিয়ে সরে যাচ্চে, কখন এসে তোমার অলকগুচ্ছ দুলিয়ে দিয়ে বসনাঞ্চল ধরে টানুছে' আবার কখন এসে তোমার অঙ্গস্পর্শ করছে—পাছে কঠিন স্পর্শে কোমলাঙ্গ ব্যথিত হয়—এই আশঙ্কায় ধীরে ধীরে সুকোমল স্পর্শে স্পর্শ কর্‌ছে। এদিকে তোমার প্রীতির জন্য ভ্রমরদল বীণায় ঝঙ্কার দিচ্চে—বৃক্ষশাখায় ব'সে কোকিল মধুর পঞ্চম গাইছে। দেখে শুনে হেমেন্দ্র বাবুর সাধের লতামণ্ডপ বল্‌ছে, 'সাধের বউ, আমার চিরদিনের সাধ পূর্ণ কর—তোমার প্রাণাধিকের হাত ধ'রে আমার এই মর্ম্মর বিন্যাস শীতল হর্ম্ম্যোপরি একটিবার ব'স।

কুসু। এটি মিছে কথা—লতামণ্ডপ তোমাকেই তোমার প্রাণাধিকের হাত ধ'রে বস্‌তে বল্‌ছে।

সুশী। তাতে ত ভাই, লতামণ্ডপের শোভা বাড়্‌বেনি। তুমি যদি হেমেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ওর ভিতরে বস, তবেই ওর শোভা বাড়ে। হেমেন্দ্র বাবুকে এখন পেতেম, তবে এর প্রমাণ দিতেম—লতামণ্ডপের সাধ মিটাবার ছলে, নিজের যুগল রূপ দেখার সাধ মিটাতেম।

সুরে। হেমেন্দ্র বাবুকে পেলেই যদি তোমার সাধ পূর্ণ হয় সুশীলে, আমি তাঁকে দিতে পারি।

সুশী। কে—গুণনিধি বুঝি? নইলে আর মেয়ে মানুষের কথা আড়ি পেতে কে শোনে?

সুরে। তোমার সঙ্গে আমার আড়ি বটে সুশীলে, কিন্তু তোমাদের কোন কথাই আমি শুনিনি। পটে আঁকা ছবিটির মত এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

সুশী। কাণে তুলো দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ—না? তোমাদের এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাদের কথা শোন। চল সাধের বউ আমরা এখান হতে যাই। (গমনোদ্যম)

হেমে। সুশীলে, দাঁড়াও—তোমার সাধের বউকে দাঁড়াতে বল। আমার মাথা খাও, যেও না।

সুশী। কেন মাথার দিব্বি দিলে? তোমাদের ন্যায় লোকের কাছে কি ভাল লোক দাঁড়ায়?

হেমে। সুরেনের সঙ্গে তোমার সাধের বউয়ের আলাপ ক'রে দাও।

সুশী। কি আমার আলাপের যুগ্যি লোক গো, তাই আলাপ করে দেব! আমার সাধের বউ কথা কইলে মধুবৃষ্টি হয়। আর গুণমণি যখন কথা কন্ গায় যেন বাবলা কাঁটা ফোটে।

হেমে। এ তোমার বড় অবিচার সুশীলে, তুমি তোমার সাধের বউকে একেবারে আকাশে তুলে দিলে—আর সুরেনকে ফেলে দিলে পাতালে।

সুশী। যোগ্য লোককে যোগ্য স্থান দিলে যদি অবিচার হয়—তবে সুবিচার কার নাম?

হেমে। সুরেন চুপ মেরে রইলে কেন, উত্তর দেও?

সুরে। দেখ্‌ছিনি আমি কথা কইতে না কইতে সুশীলার গা ফুটে রক্ত পড়্‌ছে। আবার যদিও গায় বাবলা কাঁটা ফোটে, কোমলাঙ্গী হয় ত মূর্চ্ছা যাবেন।

সুশী। আমার গায়ে গাঁটা বুলে গিয়েছে। বাবলা কাঁটায় আমার কি হবে? সাধের বউয়ের মাখনে গড়া গা—ওঁর তরেই আমার ভাবনা। সাধের বউয়ের গায় কাঁটা ফুট্‌তে আমি কখনই দেব নি।

হেমে। তুমি কি আমার কথা রাখ্‌বে নি সুশীলে—আমি ত তোমার সব কথাই রাখি।

সুশী। তুমি যদি আমার সব কথাই রাখ, তবে এক কাজ কর—সাধের বউয়ের হাত ধরে একটিবার অই লতামণ্ডপে বস। লতামণ্ডপের সাধ পূর্ণ হোক—আমারও হোক।

হেমে। সুশীলার হুকুম অমান্য করে কার সাধ্য? এসো সাধের বউ—(হস্তধারণ) আমিত তোমার হুকুম তামিল কর্‌তে চাই সুশীলে, কিন্তু তোমার সাধের বউ যে বাধা দেন।

সুশী। যাও দিদি, দুটিতে লতামণ্ডপে বসগে। গোপনে ত ওর বামে রোজই বস, আজ না হয় আমাদের কাছেই বস্‌লে। (হেমেন্দ্র ও কুসুমের লতামণ্ডপে উপবেশন) পেতেম একটা শাঁক ত বাজাতেম।

সুরে। উলু দেবার লোক থাক্‌লে আমি উলু দিতে বল্‌তেম।

সুশী। দেখ সাধের বউ, লতামণ্ডপের শোভা কত বেড়ে উঠ্‌ল দেখ। এ লতামণ্ডপকে আর পার্থিব লতামণ্ডপ বলে বোধ হয় না,— দেবদম্পতীর অধিষ্ঠানভূত স্বর্গ বিমান বলেই বোধ হয়।

(একজন চাকরাণীর প্রবেশ।)

কি রে, হিরে ?

চাক। দেওয়ানজি বার দরোজায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান।

হেমে। তোমার সাধ ত পূর্ণ হল সুশীলে—এখন আমি চল্লেম। সাঁজের পর সুরেনকে নিয়ে আবার হুজুরে হাজির হব। তখন যেন আমার সাধ পূর্ণ হয়।

সুশী। তা দেখা যাবে।

[একদিকে হেমেন্দ্র, সুরেন্দ্র, অন্য দিকে কুসুম, সুশীলা ও চাকরাণীর প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[রাজপুর—ক্ষেমঙ্করীর গৃহপ্রাঙ্গণ।

(ক্ষেমঙ্করী ও শঙ্করী বেণেনীর প্রবেশ।)

শঙ্ক। কি জান দিদি, ও সব রাজা রাজড়ার কাণ্ড! নইলে এত কম দিনে অমন দুপেরস্ত বাড়ি তৈয়ার কর্‌তে কি যে সে লোকে পারে? এক খানা মেটে আট পাঁচি ঘর কর্‌তে সে বছর আমাদের নাকের জলে চোকের জলে একাকার হয়। আর এ দেখ দেখি, দশটি দিনের ভেতর

উঠান, পাঁচীর, ঘর, বার সব পাকা ক'রে তুলেছে! লোকে যে বলে, 'টাকায় সব হয়'—তা ঠিক।

ক্ষেম। রূপ কথায় শুনিস্‌নি বেণেবউ, মালিনীদের কাছে বশীকরণ অষুধ থাকে? হেমি মালিনীর কাছেও সে অষুধ আছে। হেমি অষুধের গুণে জামাইটাকে যে আজ্ঞের চাকর করেছে। তা নইলে সে খোড়ার মুখো এমন কাজ করে? হেমাকে চাকর রাখতে পারে এমন কত কত বড়মানুষ দেখিচি—কত কত বড় বড় রাজা, বাদশা দেখিচি, কিন্তু শ্বাশুড়ীর বাস্তুভিটায় দালান কর্‌তে এই নতুন দেখ্‌লেম। হেমা পোড়াকপালে বুঝি শ্বশুরের গাঁয় বাস কর্‌বে?

শঙ্ক। না দিদি, সে এখানে বাস কর্‌বে নি—কুসুম এখন এক বছর এখানে থাক্‌বে। তাই নতুন বাড়ী বানিয়ে, রাঁধুনী, চাকরাণী দিয়ে, কুসি ফুলওয়ালীকে রাজরাণী সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েচে।

ক্ষেম। (দীর্ঘনিশ্বাস) হা ভগবান! এও আমায় কাণে শুন্‌তে হল! হেমী মালিনীর মেয়ে কুসি ফুলওয়ালী—এই সে দিন যার পেটের ভাতের কিনারা ছিল না—সে এক বছর থাক্‌বে বলে আজ কি না দালান বাড়ী হল—আজ কি না তার গা ভরা গয়না, রাঁধুনী, চাক্‌রাণী হল! বেঁচে থাক্‌লে মানুষকে কতই দেখ্‌তে, শুন্‌তে হয়—কতই না লাঞ্ছনা ভুগ্‌তে হয়! আমি যদি এতকাল বেঁচে না থাক্‌তেম—এ পুড়ুনি হত না। আর বেঁচেও কোন ফল নেই। আজই আমি গলে কাতি দিয়ে মর্‌ব!

শঙ্ক। সেটাত হাতের কাজ দিদি, যখন খুসি তখনই মর্‌তে পার। কিন্তু ভেবে দেখ, তাতে তোমার সতীনের কিছুই বয়ে যাবে না—বরং তার সুখের উপর সুখ বাড়্‌বে,—যেতে যাবে তুমি। এইত মরার লাভ না আর কিছু লাভ হবে?

ক্ষেম। এই লাভ হবে—এ ঘোর যাতনার হাত এড়াব। যাঁর আশায় এত দুঃখেও মরিনি, আমার সে গুণধাম ত আজও এলেননি—অভাগিনীকে ভুলে কোন মুলুকে বসে রইলেন, কে জানে?

শঙ্ক। সে কি গো দিদি, প্রভু যে আজ এখানে এসেছেন। তুমি—শোন নি ?

ক্ষেম। কি, কি, প্রভু এসেছেন ? কার কাছে শুন্‌লি বেণে বউ ?

শঙ্ক। বিকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তোমার দুঃখের কথা চুমুকে তাঁকে বল্‌লেম। গোঁসাই বল্‌লেন—' রেতে আমি প্রেয়সীর ঘরে যাব, তাঁরই মুখে সব শুন্‌ব।

ক্ষেম। তবে এখনও প্রভুর দেখা নেই কেন ? রাত ত অনেক হয়েছে। তুমি ভাই তাঁর খোঁজে যাও, তাকে ধরে আনগে।

শঙ্ক। উতলা হওনা দিদি, প্রভু এলেন বলে। তিনি রসিকের চূড়া—তোমায় ছেড়ে কি থাক্‌তে পারেন ? দোর পানে চেয়ে দেখ, আমার কথাই ফল্‌ল। অই দেখ, তোমার কালাচাঁদের মোটা ভুঁড়ির কাল ছটায় দশদিক্ আঁধার হয়েছে—অই দেখ, প্রকাণ্ড গজ গণ্ডারের ন্যায় মহাপুরুষ হেলে দুলে এদিকে আস্‌ছেন।

ফেলারামের প্রবেশ।

ফেলা। প্রভো তোমারই ইচ্ছে!—অহ-হ! দেব সভায় প্রবেশ মাত্র যেমন অপ্সরা বরার রাঙ্গা চরণ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য ক'রে ওঠে, তদ্রূপ প্রেয়সীর ভবনে পদার্পণ মাত্র মদীয় হৃদয় আনন্দের তালে তালে নেচে ওঠে। কই; কোথায় আমার প্রাণেশ্বরী (অগ্রসর) এই যে, সখী সঙ্গে রাজ পর্য্যঙ্কে শুভাসীনা। কি গো বণিকবধূ!

শঙ্ক। আস্‌তে আজ্ঞে হোক্। আমরা এই প্রভুর কথাই কই-ছিলুম। •

ফেলা। অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য! মৎপ্রসঙ্গে প্রাণপ্রিয়তমার সময় যাপন। তবে দূতি, ব্রজের সমস্ত কুশল ত ?

শঙ্ক। আমাদের কুশল আর কেন জিজ্ঞেসেন প্রভু ? আপনি নিজ কুশল বলুন—শুনে দাসীদের সুখ হক্।

ফেলা। মৎ কুশল—নিতান্ত অকুশল। সশরীরে দর্শন দিয়ে নানা

স্থানের শিষ্যদের কৃতার্থ ক'রে, অবশেষে শ্রীমন জয়দেব গোস্বামি পাদের জন্মভূমি মহাতীর্থ কেন্দুবিল্বগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করি। তথায় সহসা জ্বরাক্রান্ত—জ্বরাসুর এ পবিত্র ;—পরম পবিত্র দেহ ত্যাগ কর্‌তে বড়ই অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু দশ দিবস অনশনের পর সে দুষ্টকে বৈষ্ণবি তেজে পরাভূত করে দিলেম। তখন সে অসুর ভয়ে ভঙ্গমান, অন্তর্দ্ধান—তৎপরে পথ্য, স্নান—ক্রমে বলাধান। যেমন বলাধান অমনি প্রাণেশ্বরীর শ্রীচন্দ্রমুখ স্মরণ ; সুতরাং আর অন্যত্রে গমন হল না। যেমন ক্ষুধার্ত্ত বলদ জঠর জ্বালায় তৃণ ক্ষেত্রাভিমুখে ছোটে, তদ্রূপ আমিও রাজপুর মুখে অভিধাবিত এবং সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এখানে উপস্থিত। এইত মৎপ্রসঙ্গ সমাপ্ত—অতঃপর প্রাণপ্রিয়ার প্রসঙ্গ শ্রবণেচ্ছু।

ক্ষেম। এ দুঃখের সময় তোমার পণ্ডিতি কথা আমার ভাল লাগে না। তুমি পণ্ডিতি কথা ছেড়ে দিয়ে সহজ ভাষে কথা কও। তা নইলে নিজের কোন কথাই আমি তোমায় বল্‌ব নি।

ফেলা। (স্বগত) শর্ম্মাত পণ্ডিতি কথার বাক্য বাগীশ! তবে মেয়ে মহলে আর চাসা লোকের কাছেই পণ্ডিতি কথা ছড়াই। ভাল লোকের কাছে এমন পণ্ডিতি বল্‌তে গেলে যে গালে চড় মেরে দেবে। তা প্রেয়সী যখন বিরক্ত হচ্চেন, তখন আর পণ্ডিতিতে কাজ নেই। সোজা কথাই কইতে হল। (প্রকাশ্যে) কি জান সুন্দরী, পণ্ডিত লোকের মুখ দিয়ে আপনা হতে পণ্ডিতি কথা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তোমার যা বিরাগ—আমার তা পরিত্যাগ। অতএব আমি আর পণ্ডিতি কথা কব না। তুমি সুখে বাক্য অবলোকন কর। শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু—ভুল ক্রমে আবার পণ্ডিতি কথা হয়ে গেল। এমনটি আর হবে না। তুমি আপন দুঃখ সুখের কথা বল।

ক্ষেম। আমার পোড়া কপালে কি সুখ আছে, যে সুখের কথা বল্‌ব? আমার দুঃখের কথা ত বেণেবউয়ের মুখে শুনেছ।

ফেলা। বেণেবউ, আমার বিন্দেদূতী—ওর মুখে হামেশা তোমার কথা শুন্‌তে পাই, আজও কতক কতক শুনেছি। তোমার সতীন;

কন্যা কুসুমকামিনীকে কেশবপুরের জমীদার হেমেন্দ্রনাথ বিবাহ করেছে—অনেক গহনা, টাকা, কড়ি, জিনিস পত্র দিয়েছে—তোমার সতীনের নূতন বাড়ী করে দিয়েছে—তাই তুমি মনঃক্ষুণ্ণ।

ক্ষেম। মনক্ষুণ্ণ না জীয়ন্তে মরা? কি বল্‌ব তোমায়, পুত্রশোকে লোকে যত কাতর না হয়, সতীনের নতুন সম্পদ দেখে আমি তত কাতর হয়েছি! দিন রাত আমার গা বিষের জ্বালায় জ্বল্‌ছে! দিন রাত যেন আমার বুকে হাজার বিছের কামড় পড়ছে! এ জ্বালা, এ যাতনা বুকে ধ'রে মানুষ এক ঘড়িও বাঁচে না—আমি মহাকষ্টে প্রাণ তাই এত দিন বেঁচে আছি। তোমার পাদুখানি আর একবার দেখ্‌ব বলেই অনেক কষ্টে পাপ পরাণ রেখেছি। এখন তা দেখা হল, তুমি আমায় জনমের মত বিদেয় দেও—আমি যমের বাড়ী যাই।

ক্ষেমা। কৃষ্ণ হে এ কি কষ্ট! এ কি বিড়ম্বনা! প্রাণেশ্বরী ক্ষেমঙ্করীর মুখে এমন দুর্ব্বাক্য আমায় শুন্‌তে হল! প্রভো, তোমাকে যদি শ্রীরাধার মুখে এমনি নিদারুণ কথা শুন্‌তে হয়, বল দেখি, তোমার মনে কত খানি ক্লেশ হয়! প্রণয়িনীর দুঃখ প্রণয়ীর হৃদয়ে কত যে লাগে, তা তুমি ভাল জান। তথাপি যে মৎসদৃশ পরম ভক্তের প্রণয়িনীকে এত দুঃখ দেও, এ কম আশ্চর্য্য নয়! (ক্ষেমঙ্করীর প্রতি) প্রাণেশ্বরি, যে কথা গুলি তুমি বল্লে, এতক্ষণ আমার বুক ফেটে যেত—গায়ের চামড়া পুরু বলেই এবার ফাট্‌ল নি—ফের যদি তুমি এমন বাক্যবাণ মার, আমার বুকখানা একেবারে কাঁকুড় ফাটা হবে। সাবধান, এমন বাণ তুমি আর ছুড়োনা—এমন কুকথা আর মুখে এনোনা। কিসে তোমার এ দুঃখ যাবে বল—আমি লাখ কাজ ফেলে প্রথমে তোমার কাজ করব।

ক্ষেম। কিসে আমার এ দুঃখ যাবে, তা কি আর তুমি বুঝ্‌তে পারনি?—তুমি বুদ্ধির সাগর।

ক্ষেমা। বুঝ্‌তে পারিনি, তা নয়। তবু তুমি ভেঙ্গে বল্‌লেই বা?

ক্ষেম। আচ্ছা, ভেঙ্গেই বলি। আমার সতীনদের আগে যে দশা-

ছিল, ফের যদি সেই দুর্দ্দশা—সেই ফুল বেচা ঘটে, তা হলেই আমার এ দুঃখ যায়। নইলে এ দুঃখ যাবার নয়।

ফেলা। এ আর কোন্ কাজ? যদি ডাকাত দিয়ে তাদের ঘর লুঠ করান যায়—ফের তাদের দুরবস্থা ঘটে।

ক্ষেম। তা ঘট্‌তে পারে না—আজ তুমি ডাকাত দিয়ে আমার সতীনের ঘর লুট করাবে, কাল তার জামাই সব আবার দেবে। সে বড়লোক।

ফেলা। আর যদি ঘর লুটের সঙ্গে আপদ চুকিয়ে দেওয়া যায়?

ক্ষেম। সে কি?

ফেলা। যদি তোমার সতীন কন্যার মাথা আনান যায়?

শঙ্ক। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কথা শুনে যে গা শিউরে ওঠে! এ মিন্‌সে মানুষ নয়—রাক্ষস। তা নইলে কি মিনিদোষে একটা বামুনের মেয়ের পরাণ নষ্ট কর্‌তে চায়? এদের যা খুসি কর্‌বে—আমি বাবু এমন কাজে থাক্‌ব নি। টাকার লোভে মন যোগাই বলেই কি আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই—বুকে ভয় নেই?

ফেলা। মৌন ধরে রইলে কেন গুণবতী? সেটা কি তোমার অভিমত নয়?

ক্ষেম। সেটা আমার বেশ মত নয়। কুসি আবাগি পৃথিবী ছেড়ে গেলে ত আপদ চুকে গেল। তাতে আর আমার বেশি সুখ কি? সে পোড়ার মুখী বেঁচে থাকে—নিত নতুন দুঃখ পায়, ভাত কাপড়ের তরে লালিয়ে বেড়ায়—এই টুকু আমি দেখ্‌তে পাই, তা হলেই আমার বড় সুখ হয়।

ফেলা। এটুকু সিদ্ধ হবে কি প্রকারে?

ক্ষেম। উপায় আছে। তোমাকে একটুকু বুদ্ধি খাটাতে হবে—হেমেন্দ্রের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে, যে, তার স্ত্রী কুষ্ণ মেয়ে ভাল নয়—ব্যভিচারিণী—কুলকলঙ্কিনী। হেমেন্দ্র বড়মানুষের ছেলে, মানীলোক—একবার যদি তার মনে এ বিশ্বাস জন্মে, সে আর

কখনই কুসি আবাগীর মুখ দেখে না, জনমের মত তাকে পরিত্যাগ করে—টাকা, কড়ি, গহনা পত্তর সব কেড়ে নেয়—তা হলেই যে দশা, তাদের ছিল, আবার সেই দশা, সেই ফুল বেচা ঘটে। তুমি কোন রকমে হেমেন্দ্রের মনে ঐ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেও—দাসীকে এবার বাঁচাও।

ফেলা। তাইত, এ যে বড় বিষম সমস্যা। হেমেন্দ্রের মনে কি প্রকারে এ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেব? শুধু মুখে বল্‌লেই ত সে মান্‌বে না।

ক্ষেম। মুখে বল্‌লে মান্‌বে না, কিসে মান্‌বে, আমি তা জানিনে, আমি তোমাকেই জানি; আর এই জানি, তুমি বুদ্ধির জোরে সবই পার। দয়া ক'রে আমার এ কাজটি করে দেও। মনে করো না—কাজ হলে আমি তোমার সম্মান কর্‌ব না। আমি কুমুর দিব্বি গেলে বল্‌ছি, কাজ হলে তোমায় নগদ দুটি শ টাকা গুণে দেব। আর গেঁজা, আফিম, চরসে মাসে যে তোমার পাঁচ সাত টাকা লাগে, সে খরচ চির-দিন আমিই চালাব।

শঙ্ক। তবে আর কি গোঁসাই, দিদি ত তোমায় পানখেতে অনেকটি দিতে চাইচেন। তুমি ওঁর কাজে মন লাগাও। (ক্ষেমঙ্করীর প্রতি) দিদি, আমার একটি সাধ আছে। তোমার কাজ হলে প্রভুকে একযোড়া রাঙ্গা টুকটুকে পাটের ধুতি ফতা কিনে দিতে হবে। আমি সেই পাটের যোড় পরিয়ে, নাগর সাজিয়ে ওঁকে একটিবার নাচাব।

ফেলা। (হাস্য মুখে) হাহাহা, বণিক-বধূ, তুমি অতি রসবতী—তোমার বাক্যগুলি যেন হাস্য রসের এরণ্ড তৈল—পান কর্‌লে হাস্যের বেগ ধারণ করা ভার হয়! বলব কি, পট্টবস্ত্রে এ সুন্দর দেহ আবরিত করে নাগর সাজ্‌তে আমারও বড় সাধ হয়।

ক্ষেম। তোমার এ সাধ—আরও যদি কিছু থাকে, তাও আমি পূর্ণ কর্‌ব। আগে তুমি আমার সাধ পূর্ণ কর। কথা কওনে কেন? তবে কি তোমা হতে এ কাজ হবে না?—তাই ভেঙ্গে বল, আমি বিষ পান করি—আপদ চুকে যাক।

ফেলা। এত ব্যস্ত হলে কি কাজ হয়? আমায় একটু ভাব্‌তে

অবকাশ দাও—তবেত বুদ্ধি বেরবে। (চিন্তা) ভাল বণিকবধূ, তুমি না বল্‌ছিলে, কুসুম এখন এক বৎসর এখানে থাক্‌বে—কথাটা সত্য কি ?

ক্ষেম। সত্য। তাই হেমেন্দ্র এখানে নতুন বাড়ী তৈয়ার করিয়েছে।

ফেলা। হেমেন্দ্রও কি এই এক বছর এখানে বাস কর্‌বে ?

ক্ষেম। না, সে এখানে বাস করবে না—মাঝে মাঝে আস্‌বে।

ফেলা। (গোঁফ মুচড়াইয়া) তবে কোন চিন্তে নেই। আমি নিশ্চয় তোমার কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব—নিশ্চয় অভাগিনী কুসুমকে তার স্বামির চোখের বালি ক'রে দেব। যদি সমুদ্র শুষ্ক, পৃথিবী খণ্ডে খণ্ডে বিদীর্ণ হয়—যদি পূর্ব্বের চন্দ্র পশ্চিমে উদয় হয়—তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে না।

ক্ষেম। কখন তুমি এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বে ? বেশি দেরি হলে ত আমি পরাণে বাঁচ্‌ব নি।

ফেলা। বেশি দেরি হবে না। যে এক বছর কুসুম এখানে, তারই মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌ব।

ক্ষেম। তুমি অই হরি নামের মালা ছুঁইয়ে বলছ।

ফেলা। হরি নামের মালা ছুঁয়ে বল্‌ছি। হেমেন্দ্রের সঙ্গে আমার জানা শোনা আছে—সে আমায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। যা তাকে বল্‌ব সহজেই বিশ্বাস কর্‌বে। না করে, তখন ফেলারামি ফন্দি খাটাব—ফন্দিও একটা বের করেছি। তুমি ভেবো না—মনে কর, কাজ হয়েছে—তোমার সতীনকন্যার কপাল ভেঙেছে।

ক্ষেম। আঃ ! এতক্ষণে আমার বাঁচ্‌বার আশা হল। আমিত তুফানে পড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেম।

শঙ্ক। আমি ত বরাবর বল্‌তেম দিদি, প্রভু এলেই তোমার কিনারা হবে—

ক্ষেম। আমার কিনারা হলে তোকেও খুসি কর্‌ব। দশ টাকা নগদ দেব, আর এক যোড়া মেঘডম্বুর শাড়ী কিনে দেব।

শঙ্ক। গোঁসাই-জি যখন হরি নামের মালা হাতে সত্যি কল্লেন, তখন কি আর কিনারা হতে বাকি আছে? উনি যে সে লোক নন্— ওঁর কথার যখন নড়চড় হবে, তখন আর রাত দিন হবে না।

ফেলা। বণিকবধূ, এই যে প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ডাকার মদীয় উদরটি দেখ্‌ছ, এটিকে বুদ্ধির তানপুরা বলে জান্‌বে। যেমন তানপুরার তারে হস্ত দিলেই কাঁউ ক্যাঁউ, ভ্যাঁউ ভ্যাঁউ আওয়াজ নির্গত হয়, তদ্রূপ এ উদরে হাত দিলেই অশেষ প্রকার বুদ্ধি বেরয়। কত যে ফেরেব, ফন্দি, ফিকির এ বিপুলোদরে আছে, তার অন্ত স্বয়ং ভগবানও পান না। এক একটা ফন্দি যখন আমি খাটাই, তখন দেবতাদেরও আসন টলে। আমি না পারি কি? বুদ্ধির জোরে বাতাসে ফাঁদ পেতে আকাশের চাদ ধরে দিতে পারি, পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারি— ক্ষুদ্র প্রাণী হেমেন্দ্রের চক্ষে ধুলা দেব, এ আর কোন্ আশ্চর্য্য?

শঙ্ক। প্রভুর পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই নয়—আপনি সব পারেন।

ফেলা। প্রেয়সি, আর এখানে বসে কষ্ট কেন? চল এবার শয়ন-মন্দিরে যাই।

ক্ষেম। বেণে বউ, তুমি ভাই বার দোরটা দিয়ে কুমুর কাছে যাও। বাছা কোটার উপর একা আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপুর—কুসুমকামিনীর নবনির্ম্মিত অন্তঃপুরের এক প্রকোষ্ঠ।

(হেমেন্দ্র, কুসুম ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

হেমে। হ্যাঁ কুসু, আমার উপর রাগ কর্‌তে হয়—আমি কার?

কুসু। কার—তা তুমিই জান। কিসে আমার রাগ দেখ্‌লে?

হেমে। রাগ না?—পনর দিন পরে আজ আমি এলেম, তুমি

কোন কথা জিজ্ঞাসলে না—আমি জিজ্ঞেসলুম, কেমন আছ—উত্তর দিলে না। রাগ কি আর গাছে ফলে ?

কুসু। যে ভাল বাসে, তারই উপরে রাগ হয়। তুমি যখন আমায় দেখ্‌তেই পার না, তখন তোমার উপর রাগ হবে কেন ?

হেমে। তা বটে কুসুম, আমি তোমায় দেখ্‌তে পারিনে—কেন না তুমি আমার জীবন-মরুভূমে অমৃত-প্রস্রবণ—আমার জীবনের এক মাত্র অবলম্বন।

কাদ। হেমেন্দ্র বাবু, গোড়ায় কেটে আগায় জল ঢালা ত হিছে! এবার সইকে যে কষ্ট আপনি দিয়েছেন, এত কষ্ট যার বড় কঠিন প্রাণ, সেও আপনার জনকে দিতে পারে না। আপনার আসবের কথা দোসরা বৈশাখ—দোসরা, তেসরা চৌঠা—তিন দিন গেল, তবু আপনি এলেন নি। সই আমার ভেবে ভেবে পাগলিনীর পারা হল—ওর চাঁদ মুখ খানিতে দুঃখের কালছায়া পড়্‌ল, ওর হাঁসি খুসি, বেশভূষা, নাওয়া খাওয়া ঘুচে গেল—ঘুম চোখ ছেড়ে গেল—একবার ক'রে খোলা জানালার কাছটিই গিয়ে দাঁড়ায়—আবার তখনি জলভরা চোখ নিয়ে বিছনায় এসে উবুড় হয়ে পড়ে। আমি ওর দুঃখ দেখেই আজ প্রাতে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেম। ভাগ্যে লোক যেতেই আপনি এলেন, তা নইলে সইকে আজ প্রবোধ দেওয়া ভার হত। যখন এত কষ্ট সাধ ক'রে আপনি ওকে দিয়েচেন, তখন আপনার উপর রাগ না করবে কেন ?

হেমে। কাদম্বিনি আমি সাধ ক'রে তোমার সইকে এ কষ্ট দিই নি। একটা গুরুতর কাজ পড়ায় আমার আস্‌তে এত দেরি হল। তা তোমাদের লোক না গেলেও আজ আমি আস্‌তেম।

কুসু। সই, তুই জিজ্ঞেসা কর্—ওঁর কাজটা কি একটা লোক পাঠাতেও নিষেধ করেছিল ? একটা লোক দিয়ে খবর পাঠালেও কি সে কাজ ছন্ন হত ?

হেমে। এটি আমার দোষ বটে—লোক পাঠাতে ভুল হয়েছিল।

কুসু। (ছল ছল নেত্রে) ভুল কেন হবে? ভুল কেন হবে? যাতে আমি দুঃখ পাই, তাতেই যে তোমার সুখ—তাই লোক পাঠাও নি।

হেমে। একি কুসুম, তোমার চোখে জল কেন? ভাই কাদম্বিনী, তোমার সইকে বুঝাও; আমি সব সইতে পারি, ওঁর চোখে জল দেখ্‌তে

কাদ। ছি সই, তোর এখনও ছেলে মানুষি যায় নি। এ তুচ্ছ বিষয়ের তরে কি ভাই আবার তোমায় কাঁদ্‌তে হয়। ওঁরা হলেন কাজের মানুষ—সব সময় কি ওঁদের আস্‌বের অবসর হয়? আমার মাথা খাও—থাম।

হেমে। (বসনাঞ্চলে কুসুমের চক্ষু মুছাইয়া) কুসুম, আমায় মাফ কর। আমার দোষ হয়েছে। আর কখন এমন কাজ আমি কর্‌ব না।

কাদ। হেমেন্দ্র বাবু, কিছু সাজা না দিয়ে সই আজ আপনার উপর প্রসন্ন হবে না।

হেমে। তা বেশ ত, উনি দোষের মত সাজা দিন, আমি ঘাড় পেতে নেব।

কুসু। (স্বগত) হরি হরি। আমি আবার তোমাকে সাজা দেব। তোমার মুখখানি দেখ্‌লেই যে আমার রাগ কোন্ দিকে যায়। তবে যে এতক্ষণ রাগ রাগ ক'রে রইচি, সেটা ভিতরে নয়—উপরে। আর গেল তিন দিনের দুঃখ ভাব্‌তেই আমার চোখে জল এল—নতুবা তোমাকে দেখ্‌লে আমার কোন দুঃখ থাকে না। তা সাজার কথা যখন উঠেছে, তখন এই সাজার ছলে নিজের একটু কাজ করে নেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) আমি যে সাজা দেব, তাই তুমি নেবে?

হেমে। বল্লেম ত ঘাড় পেতে নেব।

কুসু। তবে আমি তোমায় এই সাজা দিচ্চি—তোমাকে এখন পনর দিন এখানে থাক্‌তে হবে। এ পনর দিনের মধ্যে তুমি এক বেলার তরেও কেশবপুর যেতে পাবে না।

কাদ। হেমেন্দ্র বাবু, আপনার প্রণয়-রাজ্যের ঈশ্বরী হয়ে, আমার সই এখন ন্যায্য বিচার কর্‌তে শিখেছে। ওর বিচার প্রণালী দেখে আমি বড় খুসি হলেম। আপনার যেমন দোষ, দণ্ডও তেম্‌নি হল। পনর দিনের তরে আপনি প্রেমের ফাটকে বন্দি হলেন।

হেমে। পনর দিন কেন—পনর বৎসর এ ফটকে বন্দি থাক্‌তে হলেও, কোন আসামী নারাজ হয় না। কিন্তু বাড়িতে অনেক গুলি কাজ ফেলে এসেছি—একক্রমে পনর দিন এখানে থাক্‌লে বিস্তর ক্ষতি হবে। যদি সুরেন্দ্র বাড়িতে থাক্‌তেন, কোন ক্ষতি হত না; কিন্তু তিনি আছেন মহলে। অতএব আমাকে কিছু রেহাই চাইতে হচ্চে। তুমি তোমার সইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পনরর অন্তত পাঁচ কমিয়ে দেও।

কাদ। কি সই, পাঁচটি দিন রেহাই কর্‌বি?

কুসু। না বনু, তা বল না। তা হলে এম্‌নি দোষ রোজ ঘট্‌বে। তখন উনি ঘাড় পেতে সাজা নিতে চেয়ে, এখন ঘাড় নাড়েন কেন?

হেমে। না কুসো, আমি ঘাড় নাড়িনি। তোমার হুকুমই বহাল রইল। পনর দিন আমি এখানে থাক্‌ব। এবার ত তুমি খুসি হলে?

কুসু। হলেম বৈ কি।

কাদ। মানের পালাত সাঙ্গ হল সই, এখন ও ঘরে চল—সই মা জলখাবার নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন।

হেমে। হাঁ, যাও তোমরা, আমিও সদরে যাই।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপুর—হেমেন্দ্র বাবুর নবনির্মিত বৈঠকখানা।

(হেমেন্দ্রের প্রবেশ।)

হেমে। আহা, এবার কথিত দিনে না এসে, কুসুমের কোমল মনে আমি ক্লেশ দিয়েছি! আর কখন এমন ক্লেশ তাকে দেব না—যাতে তার চোখে জল আসে, এমন কাজ কখনই কর্‌ব না। কুসুমের ন্যায়

সরলহৃদয়া তরুণীর মনে যে ক্লেশ দেয়—তেমন প্রেম-পুত্তলিরে যে কাঁদায়—সে মানুষ নয়—নির্দ্দয় রাক্ষস। কুসুমের ক্ষুদ্র হৃদয়টিতে আমার প্রতি ভালবাসার অন্ত নাই;—কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশের কুসুম কোন চেষ্টা করে না—কেমন ক'রে প্রকাশ কর্‌তে হয়, তাও সে জানে না—অথচ তার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে, প্রতি চাউনিতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুরেন্দ্র যে বলেন, কুসুমের দেহখানির অপেক্ষাও হৃদয়খানি অধিকতর সুন্দর—সে কথা সত্য—সম্পূর্ণ সত্য। আমি ত কুসুমের হৃদয়খানিতে স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর, সুকুমার বৃত্তি বই আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। বস্তুতও সে হৃদয়ে আর কিছু নাই—কোন কঠিন বৃত্তি, কি স্ত্রীজাতি-সুলভ শঠতা, প্রবঞ্চনাদি কুপ্রবৃত্তি, আদবেই তাতে নাই, থাক্‌লে অবশ্যই কোন না কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পেতেম। আমার কুসুম রমণী-কুলের কোহিনুর—আমার বড় জোর কপাল, তাই অযত্নে এমন রত্ন আমি পেয়েছি। এ রত্ন পেয়ে অবধি, এ ভবধামেই আমি স্বর্গের উজ্জ্বল আলোক দেখ্‌ছি—আমার জীবন এখন সুখের জীবন, শান্তির নিকেতন স্বরূপ হয়েছে;—পদ্মাবতীর অকাল মরণে যে সংসার আমার পক্ষে ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ গহনকানন স্বরূপ হয়েছিল, অভিনব প্রীতির পারিজাত প্রস্ফুটিত হওয়ায় সেই সংসার আমার পক্ষে নন্দনকাননের আকার ধারণ করেছে। আমি এখন আত্মপর সকলকেই ভালবাস্‌তে শিখেছি—সমুদয় জগৎকেই প্রেমচক্ষে দেখ্‌ছি। (পশ্চাতে দৃষ্টিপাত) ওকে, ফেলারাম বাবাজি না?

(ফেলারামের প্রবেশ।)

ফেলা। হরি হরি বোল—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল।

(অগ্রসর হইয়া) হেমেন্দ্রনাথ বাবু এ বাড়ি আছেন?

হেমে। এই যে আমি এখানে। আসুন, আসুন। অনেককাল পরে আপনার দর্শন পেয়ে বড় সুখী হলেম।

ফেলা। তার বাবুজি, আপনার সমস্ত মঙ্গল ত?

হেমে। হ্যাঁ, আমার সমস্ত মঙ্গল। আপনি ত কুশলে আছেন?

ফেলা। আমাদের কুশল ত আপনাদের নিয়ে—কৃষ্ণ আপনাদের দশজনকে যদি সুখে রাখেন, সেই আমাদের পরম কুশল। আহা! হেমেন্দ্র বাবু, আপনাকে দেখলেই শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী কর্ত্তা মহাশয়কে আমার স্মৃতি হয়—অমনি প্রাণ ক্রন্দন করে ওঠে! কর্ত্তা মহাশয় আমায় যে কত স্নেহ, কত অনুগ্রহ কর্‌তেন, তা আমিই জানি—আর জানেন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্। তাঁর গুণ আমার অন্তরে গাঁথা আছে।

হেমে। পিতাঠাকুর বর্ত্তমানে আমাদের ভবনে সর্ব্বদাই বাবাজির পদধূলি পড়ত। এখন কিন্তু আপনার সে অনুগ্রহ নাই—তাই যাতায়াত বন্ধ হয়েছে।

ফেলা। বাবুগো!—আজ আপনি আমায় বড় লজ্জা দিলেন। কর্ত্তা মহাশয় এ ক্ষুদ্র প্রাণীকে যে প্রকার ভালবাস্‌তেন, আপনায় তত্ত্ব হামেশা আমায় নিতে হয়। কিন্তু কি করি—আজকাল আমার অবকাশ বড় কম—নাই বল্লেই হয়। স্নান, আহ্নিক, তিলক সেবা, পূজা, গ্রন্থপাঠ, ব্রত, নিয়ম, উপবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবের নিত্য নৈমিত্তিক কৃত্য সমস্ত ত আছেই—তায় আবার প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম গ্রহণের নিয়ম করেছি। নামের সংখ্যা পূর্ণ হতেই পাঁচ প্রহরের অধিক সময় লাগে। বিধায় কোথাও যাবার আস্‌বার সময় পাই না। নইলে মাসে দশবার কেশবপুর গিয়ে বাবুজির মুখচন্দ্র দর্শন ক'রে আসতেম।

হেমে। তবে আজ কি মনে করে দর্শন দিলেন?

ফেলা। আজই কি আমার অবকাশ ছিল বাবু, নেহাৎ দায়ে পড়ে এসেছি, জান্‌বেন। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন সেই যে প্রচণ্ড ঝড়টা হয়েছিল, সেই ঝড়ে আমার আখ্‌ড়া ঘরের চাটিল উড়ে গেছে। মেরামত না কর্‌লে সে ঘরে আর বসবাস চল্‌তে পারে না। তাই নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে শ্রীযুতের কাছে এলেম। আর কোথায় বা যাই? এ সব বিপদে আমাদের ন্যায় বৈষ্ণব ভিখারীরে উদ্ধার করে, এমন লোক এ প্রদেশে আর কে আছে? বিশেষ আমার আখ্‌ড়াটি আপনারই পিতৃ কীর্ত্তি। কর্ত্তা মহাশয়ের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যেই এ আখ্‌ড়া স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কাল

মাহাত্ম্যে আপনার ন্যায় সুসন্তান থাক্‌তেও সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্ত্তি অধুনা বিলুপ্ত হতে ব'সেছে!

হেমে। কত টাকা হলে আপনার আখ্‌ড়া মেরামৎ হতে পারে?

ফেল। ষাট টাকার কমে হবে না। ঘরটি বৃহৎ।

হেমে। ষাট টাকাই আমি দিচ্চি—আখ্‌ড়া মেরামৎ করাবেন। (বাক্স হইতে টাকা লইয়া প্রদান।)

ফেলা। ধন্য! ধন্য!—এমন দানশীলতা কে কোথায় দেখেছে। তা না হবে কেন?—পিতৃ পুণ্যেই পুত্রের উদয় হয়। পিতা যেমন ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, দানে কর্ণতুল্য ছিলেন, পুত্রও তদ্রূপ। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়—ঈদৃশ দেবকল্প মহাত্মাকে অবিবেচক বিধি পিশাচীর——

হেমে। বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লেন কেন? পিশাচীর ব'লে কি বল্‌ছিলেন বলুন?

ফেলা। (জীব কাটিয়া) কিছু না—কিছু না! বাবুজি আমার ঘাট হয়েছে, মাফ করুন। সে কথাটা আমাদের বাচ্য নয়। দুঃখের আবেগে অন্যমনস্ক হয়ে আমি ঐটুকু ব'লে ফেল্‌লেম। কি জানেন—পুণ্যকে পাপের সঙ্গে, পবিত্রতাকে অপবিত্রার সঙ্গে যুক্ত দেখ্‌লে যথার্থই মন বড় ব্যাকুল হয়!

হেমে। এ সব কথার অর্থ কি বাবাজি?

ফেলা। অর্থ আছে, কিন্তু আমি তা বল্‌তে পারি না। কথাটা ত সহজ নয়—বড় গুরুতর। আর আমরা বৈষ্ণব—হরিচরণ সেবা, হরিগুণ গান হরিনাম সংকীর্ত্তন আমাদের কাজ। আমরা কি পরের কলঙ্কের কথা মুখে আন্‌তে পারি?

হেমে। (ভ্রূকুটি করিয়া) কলঙ্কের কথা?—কার কলঙ্ক?—বাবাজি, আমি মিনতি করি, কথাটা ভেঙ্গে বলুন? আপনি আমার পিতৃবন্ধু—গুরুস্থানীয়, কোন অন্যায় অপ্রিয় কথাও যদি বলেন, তথাপি আমি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হব না। আর শুধু শুধু পরের নিন্দা বা কুৎসা করা, শুধু শুধু পরের নামে অপবাদ দেওয়াই পাপ—এখানে আমার অনুরোধ ক্রমে আপনি যথার্থ কথা বল্‌বেন, তাতে আপনার প্রত্যবায় কি?—

প্রত্যবায় কিছুই নেই। তথাপি যদি আপনি সে কথা না বলেন, তা হলে বুঝব—আপনি আমার প্রকৃত সুহৃদ নন্—আমার মঙ্গল কামনা করেন না।

ফেলা। হেমেন্দ্র বাবু, আমি আপনাদের প্রতিপাল্যের মধ্যে। শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী কর্ত্তামহাশয়ের নিকট ও আপনার নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। আমি যদি আপনার মঙ্গল কামনা না করি, নরকেও আমার স্থান হবে না। ফেলারামের অন্য যে দোষ থাকৃ, ফেলারাম অকৃতজ্ঞ নয়। আপনার মঙ্গল কামনায় ফেলারাম প্রত্যহ নারায়ণের চরণে তুলসীপত্র প্রদান করে। কিন্তু সে কথা বল্‌তে পার্‌বে না—কথাটা বল্‌বারও তত দরকার নেই। 'দশ দিন চোরের এক দিন সেধের' আছেই আছে। এমন কখনই হতে পারে না—পাপিষ্ঠা প্রতিনিয়ত পাপানুষ্ঠান কর্‌বে, অথচ আপনি কোন কালে টের পাবেন না। অবশ্যই তার দুদিন্ পরে আপনি সব জান্‌তে পার্‌বেন। বৃক্ষই এক দিন আপনার চোখ ফুটিয়ে দেবেন।

হেমে। তাই যদি জানেন—না হয় দুদিন আগেই আপনি আমায় বল্‌লেন? পাপিষ্ঠা, পিশাচী কে?—কে প্রতিনিয়ত পাপানুষ্ঠান করে? কোন্ নারীর উদ্দেশে আপনি এ সব কথা বল্‌ছেন? তা আপনাকে বল্‌তেই হবে।—

ফেলা। দোহাই বাবু'জি, ক্ষমা করুন। আর কোন কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না। যে পর্য্যন্ত বল্‌লেম এই যথেষ্ট। অকারণ জেদ করে কেন এ অধমকে লজ্জায় ফেলেন?

হেমে। জেদ কর্‌তে হচ্চে দায়ে পড়ে। আপনি খুলে কিছুই বল্‌ছেন না—আধখানি কথা মুখে আন্‌ছেন ত আধখানি পেটে রাখ্‌ছেন। অথচ আপনার কথা শুনে আমি অন্তরে বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভব কর্‌ছি। কেন না এটুকু বুঝতে পেরেছি—যারে আপনি পাপিষ্ঠা পিশাচী নামে অভিহিত করেন—সে রমণী আমারই সম্পর্কীয়া বটে! কেমন, আমার এ অনুমান ঠিক নয়?

ফেলা। তা, তা—তাই বটে—তা—না—হলে—পাপিষ্ঠার জন্য—বাবু'জির—বিমল কুলে—কালি—কালি পড়্‌বে কেন?

হেম। বাবাজি, আমি আপনার দুটি পায়ে ধরে বল্‌ছি—কার জন্য আমার কুলে কালি পড়েছে বলুন? আপনাকে আমার শপথ—আর পেটে কোন কথা রাখ্‌বেন না।

ফেলা। (জীব কাটিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ শপথ আমি কেমন ক'রে লঙ্ঘন করি? কৃষ্ণ হে! একি বিষম ফেরে দাসকে আজ ফেল্‌লে। প্রভো! তুমি জান কারো কলঙ্কের কথা মুখে আন্‌তে আমার অনুমাত্র ইচ্ছা নাই! ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কারো মুখে হাত দিতে বা ভাত ভাঙ্গতে যাচ্চিনে। শুদ্ধ মহোপকারীর অনুরোধ এড়াতে না পেরে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হয়ে আমায় পাপ কথা তুল্‌তে হচ্চে। হেমেন্দ্র বাবু, বল্‌ব কি মাথা আর মুণ্ড! যেমন চন্দ্র কলঙ্কিনী তারার সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনার অমল ধবল গায়ে কলঙ্কের কালি মাখেন, তেম্‌নি আপনি এ রাজপুরে বিবাহ ক'রে আপনার বিমল কুলকে কলঙ্কিত করেছেন। কিবল্‌ব, আমি সে সময় গ্রামে ছিলেম না—থাক্‌লে এ নীচকুলে—এ কুলটাদের ঘরে——

হেমে। কি? কুলটাদের ঘরে?—এদের কুলে কুলটা কে?

ফেলা। (মৃদুস্বরে) কে নয়? যিনি আপনার ধর্ম্মপত্নী—না বাবুজি, এই অবধিই থাক্। আপনার চোখ কপালে ঠেলে উঠ্‌ছে। আমরা গরিব দুঃখী—কাজ কি বাবু আমাদের এ সব কথায়?

হেমে। সে বল্‌লে হবে না। যখন এত দূর আপনি বল্‌লেন, শেষটুকু বাকি রাখ্‌বেন না। আমার ধর্ম্মপত্নীকেও কি আপনি অই নাম দেন?

ফেলা। তা—তা—আমি কি কর্‌ব? আমার ত ইচ্ছা বাবুর বাড়ীর সামান্য দাসী বাঁদির কলঙ্কও ঢেকে রাখি। কিন্তু লোকের মুখে হাত দিতে পারি না। লোকেরই বা অপরাধ কি? বধূমাতা কাজে হতে পেরেছেন্—লোকে কথায় বলতে পার্‌বে না?

হেমে। (ক্রোধকম্পিতস্বরে) কি ফেলারাম! এমন কথা তুমি মুখে আন? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার মুখের উপর আমার সহধর্ম্মিণীর কুলটা নাম দেও? উঃ! এখনকার কালে মানুষ চেনা ভার!

আমি বরাবর তোমায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু পুরুষ ব'লেই জান্‌তেম। এখন জান্‌লেম, তুমি ধর্ম্মধ্বজী—ভণ্ড, শঠ, প্রতারক, পরনিন্দক। তোমার এ বৈষ্ণববেশ হরিচরণ সেবার জন্য নয়—পাপ সেবার জন্য পরের সর্ব্ব-নাশের জন্য।

কেলা। (স্বগত) তা বল্‌রে রে বেটা! যত মুখে আসে বল্‌! আমার তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। আমি এসেছি প্রাণপ্রিয়ার কার্য্য সাধন কর্‌তে—তোর আর তোর প্রেয়সীর সুখে ছাই দিতে—তোর কটু কথাকে, তোর চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করা কি আমার চলে? এই আগুনে আমায় আরও বাতাস দিতে—ঘি ঢাল্‌তে হবে। তবে ত তোদের সুখের স্বর্গ পুড়ে ছারখার হবে। (প্রকাশ্যে) হেমেন্দ্র বাবু! আপনার পিতাঠাকুর আমায় আপনি বই তুমি কখন বলেন নি। তিনি আমায় গুরুর ন্যায় ভক্তি কর্‌তেন—ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ কর্‌তেন। আর আপনি কি না যা মুখে এলো তাই বলে আমায় গাল দিলেন। তা দিন, তাতে আমার দুঃখ নেই। আপনারে আমি সন্তানের তুল্য জ্ঞান করি।

হেমে। সাধে কি আমি তোমায় কুকথা বল্‌লেম—আমার প্রাণা-ধিকারে কুলটা ব'লে তুমি যে আমার মর্ম্মে বিষশাণিত শেল বিদ্ধ কর্‌লে! তোমার অই কথাটি আমার আঁতে কত লেগেছে জান?

কেলা। তা কেমন ক'রে জানব বাবু যে কুলটাকে কুলটা বল্‌লে, আপনি উল্‌টে আমারই উপর রুষ্ট হবেন? আমারা সাদাসিদে লোক।

হেমে। তুমি ভয়ঙ্কর লোক—তোমার হৃদয় পাপে, রসনা কাল-কূটে ভরা। তা না হলে পতিব্রতা সতীর অমন অপবাদ দিতে না।

কেলা। তা বাবুজি, যা বলেন তাই ঠিক। কেলারাম ভয়ঙ্কর লোক—ভণ্ড, শঠ, প্রতারক, পরনিন্দক সবই বটে। আর যে গুণ-বতী নামে কুলকামিনী, ব্যবহারে বারবিলাসিনী—যিনি ঘরে, বাহিরে, আনাচে কানাচে, ঝোঁড়ে ঝাড়ে, বাগানে, পুকুরপাড়ে নাগর সহ ব্রজ-বিলাস ক'রে নারীজন্ম সার্থক করেন, আপনার সেই পাপিষ্ঠা পত্নীও

পতিব্রতা সতী বটে। কেননা বড়মানুষ লোকের শ্রীমুখকমল হতে সঙ্গত অসঙ্গত যখন যে কথা নির্গত হয়—তাই সত্য। অন্যান্য যুগে ব্রহ্মার বাক্যই বেদ ছিল—এ কলিকালে বাবুদের বাক্যই বেদ। বাবু-লোকের কথা মিথ্যা ?—রাম ! সে হতেই পারে না।

হেমে। উঃ! এখনও ব্যঙ্গ ! অস্ত্র প্রহারোৎপন্ন গভীর ক্ষত-মুখে লঙ্কাচূর্ণ প্রক্ষেপ ! বুঝলেম, অর্দ্ধচন্দ্র ব্যবস্থা না কর্‌লে তুমি ক্ষান্ত হবে না—উত্তম মধ্যম না দিলে তোমার ঘাড় হতে দুষ্টা স্বরস্বতী নাবুবে না।

ফেলা। উত্তম মধ্যম দিতে ত কসুর করেন নি, বরং এক কাটি বেশি দিয়েছেন। ভদ্রলোককে মুখে জুতো মারব বল্লেই জুতো মারা হয়। হা কৃষ্ণ! কেন আমার এত অপমান হল ? আমার অপরাধ কি ?—জানি সত্য হলেও বাবু লোকের অপ্রিয় কথা মুখে আনা এ কালের শাস্ত্রমতে মহা অপরাধ মধ্যে গণ্য। কিন্তু সে অপরাধ করি—এমন ইচ্ছে ত আমার ছিল না। পরচর্চ্চা আমাদের কার্য্যও নয়—ব্যবসাও নয়। এই স্থির, ধীর, গম্ভীর প্রকৃতি বাবু মহাশয় আমায় বিশেষ মতে অভয় দিলেন—মাথার দিব্য দিলেন, তবে আমি এঁর প্রিয়পত্নীর কথা এঁর কানে তুল্লেম। নতুবা আমার গরজ কি যে, আমি সেই পিতৃমাতৃ-শ্বশুরকুলোজ্জ্বলকারিণী সতী শিরোমণির কথা তুল্‌তে যাব ? বাবুজি নিজেই হুকুম দিয়ে আমায় অপরাধ করালেন, তথাপি যে উনি আমার উপর চটে উঠলেন—এ আমার সময়ের দোষ। অশুভক্ষণে আজ আমি এ ভবনে পদার্পণ করেছি।

হেমে। আপনি ত খুব তোড় নিচ্চেন বাবাজি, কিন্তু বলুন দেখি, আমার স্ত্রী কেন কুলটা হতে যাবে ?—তার অভাব কি ?

ফেলা। এটা বাবুজি নেহাৎ ছেলে মানুষি কথা হল। আহা ! ছেলে মানুষই ত আপনি বটেন। সে দিন আপনাকে বালকের পাল নিয়ে ধুলো খেলা করতে দেখেছি, দেবতার দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র বুঝবেন কেমন করে ? বাবু গো ! মুর্শিদাবাদের ফতেমা বেগমের ত কোন অভাব ছিল না। ফতেমা সহস্র দাসীবেষ্টিতা হয়ে নবাবের

খাশ বালাখানায় থাক্‌ত—রাজভোগ খেত—সোণার খাটে শুত ;—সে কেন একটা সামান্য গোলামের প্রতি আসক্তা হয়েছিল ?

হেমে। তার স্বভাব মন্দ ছিল।

ফেলা। তবেই প্রমাণ হচ্চে যে, স্ত্রীলোকে স্বভাববশে অসৎ কর্ম্ম করে। আমার কোন প্রতিবেশিনীর একটা পোষা বেরাল পেটভরে মাছ, ভাত, ঘি, দুধ খেতে পায়—কিন্তু এমনি হিংসুকে বেরালটার স্বভাব—তবু সে ইঁদুর ধরে। অধিকাংশ অসতী নারীর প্রকৃতি ঐই বেরালের মত—কোন অভাব না থাক্‌লেও তারা পর পুরুষ ভজে। আর——

হেমে। আর কি ?

ফেলা। আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হওয়ায় আজ কাল যেন এরা সুখে খাচ্ছে—কিন্তু এমন এক দিন গিয়েছে, যখন এদের পেটের ভাতের কিনারা ছিল না। সেই দুরবস্থার সময় বধূমাতার—দূর! পাপিষ্ঠাকে আর বধূমাতা বল্‌ব না। সেই দূরবস্থার সময়েই কুসুমের দেহে নব যৌবনের শোভা বিকাশ হয়—সেই সময়েই তার রূপ যোলায় সংপূর্ণ হয়ে উঠে। দরিদ্রের ঘরে রূপসী হওয়া বড় জ্বালা, কেননা যেমন দুর্ব্বল বালকের হাতে সন্দেশটি দেখ্‌লেই কাকের লোভ বাড়ে—নিরাশ্রয় পথিকের হাতে মোহরের তোড়া দেখ্‌লেই চোরের লোভ বাড়ে—তেম্‌নি গরিব দুঃখীর ঘরে সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌লেই লম্পটের লোভ বাড়ে। তেমন স্থলে যার স্বভাব খুব ভাল—সেই রমণীই ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পারে। কিন্তু কুসুমের স্বভাবটাও ভাল নয়—দুর্ভাগ্যক্রমে কুসুম স্বর্গ বিদ্যাধরীর রূপ এবং পিশাচীর স্বভাব লয়ে গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তার ধর্ম্ম যাবে না ত যাবে কার ? সুন্দরী মেয়ে, মন্দ স্বভাব ও দারিদ্র্য দুঃখ যেখানে মিলিত হয়—ধর্ম্ম কখনই সেখানে তিষ্ঠিতে পারেন না।

হেমে। ভাল বাবাজি, কুসুমের ধর্ম্ম যে গিয়েছে—তার প্রমাণ কি ? বিনা প্রমাণে ত এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

ফেলা। আমিও বিনা প্রমাণে বিশ্বাস কর্‌তে পারি নেই। বিশেষ প্রমাণ পেয়ে—নিজের চোখে দেখে, তবে বিশ্বাস করি।

হেমে। নিজের চোখে দেখে।—নিজের চোখে কি দেখেছেন, বলুন ?

ফেলা। ছি বাবুজি! আর কত বল্‌ব ? পবিত্র হরিকথা ছেড়ে পাপ কথায় রসনা কলুষিত কর্‌তে আমার ঘৃণা হয়।

হেমে। আমি আর ওজর শুনব না। নিজের চোখে কি দেখে-ছেন, বলুন ?

ফেলা। আচ্ছা শুনুন। আমাদের রাজপুরে একজন নামজাদা লম্পট আছে—নাম বিষ্ণুরাম ঘোষাল। সে বেটার বয়স আন্দাজ কুড়ি বাইশ—দশটাকার যোগাড়ও আছে, কিন্তু বে থা করে নি।

হেমে। একি, উপন্যাস আরম্ভ কর্‌লেন না কি ?

ফেলা। না বাবুজি, উপন্যাস নয়। শুনে যান। অই বিষ্ণু-রামই কুসুমের জার। এ কথা লোকে বল্‌ত। কিন্তু আমি মান্‌তেম না। তার পর গত চৈত্রমাসে এক দিন রাত্রি আন্দাজ এক প্রহরের সময় এই বাড়ির ধারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌তে পেলেম, বিষ্ণু-রাম অন্দর বাড়ি ঢুক্‌ল। তখন মনে বড় ধোকা হল, তাই সাড়া শুড়ি না দিয়ে কুসুমের শোবার ঘরে রাস্তার দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালার কাছে গেলেম। দেখ্‌লেম জানালার দোর খোলা। দেখ্‌লেম, খাটের উপর কুসুম বিষ্ণুরাম পাশাপাশি ব'সে। কুসুমকে যে আপনি বিবাহ করেছেন, তা আমি জান্‌তেম। তাই তাকে বিষ্ণুরামের পাশে দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

হেমে। এ কথা যথার্থ বল্‌ছেন বাবাজি ?

ফেলা। হ্যাগা বাবু, এ বিষয়ে মিথ্যা কথা ব'লে আমার লাভটা কি ? আমি সব ছেড়ে বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিছি—আমি কি মিথ্যা কথা বলে একটা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট কর্‌তে পারি ?

হেমে। কি জানেন, কুসুম যে অবিশ্বাসিনী—এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে আমার মন চায় না।

ফেলা। আপনার মন চাইলেও স্নেহ বিশ্বাস করতে দেয় না। শুনেছি নবাব বাহাদুরও পরম প্রেয়সী ফতেমা বিবিকে প্রথম প্রথম অপরাধিনী ভাবতে পারেন নি। তার পর তিনি যখন স্বচক্ষে সে পাপিষ্ঠাকে কাফ্রি গোলামের সঙ্গে এক শয্যায় শায়িত দেখলেন, তখন তাঁর বিশ্বাস হল—তখন উভয়ের রক্তে স্নান করলেন। সেইরূপ বাবুজিও যদি পাপিষ্ঠা পত্নীকে বিষ্ণুরামের অঙ্কশায়িনী দেখেন, তবে আপনার বিশ্বাস হয়। অথবা মায়াবিনী আপনাকে বশীকরণ মন্ত্রে বশ করেছে—তার দোষ নিজের চোখে দেখলেও হয় ত আপনার বিশ্বাস হয় না। এই যেমন সুহৃদ্ বাক্যকে কুতর্ক তুলে কাটছেন, এমনি ক'রে চোখের দেখাকেও হয় ত দৃষ্টিভ্রম বলে উড়িয়ে দেন!

হেমে। (সক্রোধে) কি?—উড়িয়ে দেব!—কেন? আমি কি এতই অপদার্থ—এতই কাপুরুষ? আমার কি হৃদয় নাই?—আমার কি বাহুতে বল, অন্তরে তেজ নাই? আমি কি পাপিষ্ঠার খেলার পুতুল? যে, অমন দোষ নিজের চোখে দেখে উড়িয়ে দেব?—সেই মুহূর্ত্তে আমি পিশাচীর মাথাটা ছিঁড়ে নেব না?—সেই মুহূর্ত্তে পাতরে পিশে তার হাড় গুঁড়া করব না?

ফেলা। বাবুগো! হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারাই ভাল। আপনিও পাপিষ্ঠা পত্নীরে ভাতেই মারুন—নিজের দেওয়া ধন রত্নগহনা টহনা সব কেড়ে নিয়ে বিলাসিনীর ভোগ বিলাসের পথ রুদ্ধ করুন—তারে ভস্মের মত পরিত্যাগ করুন। তাহলেই পাপিয়সী উত্তম শিক্ষা পাবে।

হেমে। সে কি কথা! নিজের চোখে দোষ দেখ্‌ব না—কিছু না, অথচ পরিণীতা পত্নীরে পরিত্যাগ করব?—আপনি বল্লেন কি?

ফেলা। সুহৃদের দেখা নিজের চোখে দেখার তুল্য। আমি আপনার পিতৃদেবের প্রিয়তম মিত্র—আপনাকে পুত্রাধিক স্নেহ করি—অষ্ট প্রহর আপনার হিতচিন্তা করি—আমার মত বিশ্বস্ত সুহৃদ লোকে বহুপুণ্য ফলে প্রাপ্ত হয়। আমি যা নিজের চোখে দেখেছি, তা আর আপনার নিজের চোখে দেখার দরকার করে না। তথাপি যদি পামর পামরীর যুগলরূপ দেখ্‌তে——

হেমে। দেখ্‌তে চাই!—দেখ্‌তে চাই!—সে দুটোকে একত্র দেখ্‌তে চাই। যদি আমায় দেখাতে পারেন—আপনাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেব।

ফেলা। ছি! বাবুজি—আমি কি গৃহী?—যে পুরস্কারের কথা বল্‌ছেন? টাকায় আমার দরকার কি? এই হরি নামের থলেই আমাদের অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারের ধন যত ব্যয় করি, ততই বাড়ে। আমি যদি টাকার লোভে পরের অন্নমারা কাজে হস্তক্ষেপ করি, সাধু ভক্তবৃন্দ আমায় টিটকারি দেবেন।

হেমে। তবে আমার উপকারার্থ আপনি এ ভার গ্রহণ করুন। দোহাই বাবাজি!—তোমাকে গঙ্গা, তুলসী, ইষ্ট দেবতার শপথ। তুমি আর দ্বিরুক্তি ক'র না।

ফেলা। (আপন মনে মৃদু মৃদু) হা কৃষ্ণ! সে পাপদৃশ্য দেখাবার ভারটাও দেখ্‌ছি আমারই কাঁধে পড়্‌ল। এই হেমেন্দ্র বাবু এবং এঁর পিতাঠাকুর আমার কতবার কত উপকার করেছেন—এতকালের পর সামান্যরূপ প্রত্যুপকারের একটু সুযোগ যদি ঘটেছে, সে সুযোগ ত্যাগ করা আমার উচিত নয়। ভাল, আমি যদি বাবুর পাপিষ্ঠা স্ত্রীর ভ্রষ্টাচার এঁরে দেখাই, তাতে কি এঁর উপকার হবে? হবে না?—যাঁর মত পণ্ডিত বিচক্ষণ বহুদর্শী ব্যক্তি এ রাজপুরে নেই, সেই মধুসূদন তর্কালঙ্কার সে দিন কি বল্লেন? তর্কালঙ্কার স্পষ্টই আমায় বললেন—'কুসুমের যেরূপ চরিত্র, যেরূপ ভয়ঙ্কর স্বভাব আর কিছু অর্থ হস্তগত হলেই সে হেমেন্দ্রনাথের প্রাণ বধ কর্‌বে।' শুধু তর্কালঙ্কার কেন—গাঁয়ের অনেকেই এ কথা বলে। দশে যা রটে—তা ঘটে। বিশেষ এ ঘটাও অসম্ভব নয়। কুলটা নারী কালসর্পিণীর তুল্যা। যেমন সসর্প গৃহবাসে, তেম্‌নি কুলটা স্ত্রীর সহবাসে পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা। অতএব এই বেলা বাবুজির চোখ ফুটিয়ে দিয়ে ওঁরে কাল ভুজঙ্গিনীর কবল হতে মুক্ত করা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের কর্ত্তব্য বটে! ঈশ্বর না করেন—ওঁর যদি ভালমন্দ কিছু হয়, পাপিষ্ঠার কিছুই বয়ে যাবে না—কিন্তু দেশের মাথা যাবে! বিশেষ আমার সর্ব্বনাশ হবে। অতএব আমার আর নিশ্চিত থাকা উচিত নয়—

(বেগের সহিত) হেমেন্দ্র বাবু, আপনার জন্য আমার অকরণীয় কিছুই নাই। যদি নরকে যেতে হয় তাও স্বীকার, তবু আপনার প্রিয়পত্নীর আচরণ একদিন আপনাকে দেখাব। কিন্তু আপনি এখানে মোকাম দিয়ে থাক্‌লে পার্‌ব না। কারণ—

হেমে। কারণ রাখুন। আমার এখানে মোকাম দিয়ে থেকে কি কাজ? বলেন ত বাড়ী চলে যাই—না হয় এই গাঁয়েই কোথাও লুকিয়ে থাকি?

ফেলা। লুকিয়ে থাকার সুবিধে হবে না—সেটা প্রচার হয়ে পড়্‌বে। আপনি বাড়ী যান। আমি সব ঠিক ঠাক ক'রে উপযুক্ত সময়ে পত্রদ্বারা আপনাকে সংবাদ দেব। তখন আপনি আস্‌বেন। আমি বেশ জানি, আপনি এখানে না থাকা কালীন কুসুম বিষ্ণুরাম প্রায় প্রত্যহই এক শয্যায় রাত্রি বঞ্চন করে। বল্‌তে বড় দুঃখ হয়—আপনি পাপিষ্ঠার জন্য বহু ব্যয়ে যে সুরম্য শয়নাগার নির্ম্মাণ করিয়েছেন—সেই গৃহই এখন পাপ বিষ্ণুরামের বিলাস মন্দির—

হেমে। পাপ কথা ছেড়ে দেন, আমি বাড়ি যাবার কত দিন পরে আমায় সংবাদ দেবেন বলুন?

ফেলা। সাতটি দিন মেয়াদ রইল। সাতদিনের মধ্যেই আমি এক রকম কর্‌ব। এ আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বুক ঠুকে বল্‌ছি। সাত দিন পার হয়, জান্‌বেন ফেলারাম মিথ্যাবাদী—পাতকী। তবে এক বিষয়ে আপনাকে সাবধান হতে হবে। আপনি এ সব কথা এখানে প্রচার কর্‌বেন না। কথায় বলে 'চোরের বুদ্ধি চৌষট্টি গুণ ছেনালের বুদ্ধি আশি গুণ।' আপনার স্ত্রী বালিকা বয়স অবধি ছেনালি চাল চাল্‌তে শিখেও বিদ্যায় খুব নিপুণ হয়েছে। না হলে কি ~~সে~~ অসতী হয়েও আপনাকে এত বশ কর্‌তে পারে? সে যদি কোন রকমে এ সব কথা শোনে—

হেমে। শুন্‌বে কেমনে?—আমি এত পাগল নই যে, এ গুপ্ত মন্ত্রণা এখানে প্রচার কর্‌ব। যদি অন্য কথা হত, বাড়ী গিয়ে আত্মীয় বন্ধু দুএক জনের কাছে বল্‌তেম—কিন্তু এ লজ্জাকর পাপ কথা কারো কাছে বল্‌তে পার্‌ব না।

ফেলা। তা বটে বাবুজি, ভদ্র সন্তানে কি এমন সব কথা পরকে শুনাতে পারেন? তবে কি জানেন, কথাটা রাষ্ট্র হলে আসল কাজের বিঘ্ন হবে—তাই সতর্ক ক'রে দিলেম। কথায় কথায় রাত বহুত হল। অনুমতি হয় ত এখন বিদায় হই।

হেমে। একটা কথা বলে দি—যা আপনি মুখে বল্‌লেন, কাজে যদি তা কর্‌তে না পারেন, আমি আপনার মুখাবলোকন কর্‌ব না। অন্য প্রকারেও কিঞ্চিৎ প্রতিফল দেব।

ফেলা। অবশ্য—অবশ্য। কাজে না কর্‌তে পারি—তখন আমাকে পয়জার পেটা কর্‌বেন। কৃষ্ণ বাবাজিকে সুখী করুন। (হেমেন্দ্রকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া স্বগত) এবার অষুধের গুণ বেশ ধরেছে। ওঃ! প্রথম কথা পাড়্‌তেই বেটা যে চটে ওঠে, দেখে পরাণ চম্‌কে যায়। কিন্তু এখন সে রাগ কোথায়?—যেন জ্বলন্ত অনলে জলধারা পড়েছে—মন্ত্র বলে কালসাপ মহিলতা হয়ে গেছে। (পেটে হাত বুলাইয়া) হাঃ! হাঃ হাঃ! এ বাবা ফেলারামি ফন্দি—ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হয়, কিন্তু এ ফন্দি ব্যর্থ হবার নয়। ফেলারাম জেলে জাল ফেল্‌লে বড় বড় রুই, মৃগেল, বোয়াল, কাৎলা আট্‌কে যায়—হেমেন্দ্র চিঙ্গড়ি আট্‌কাবে, আশ্চর্য্য কি? আর কেন—এখন প্রাণেশ্বরীর শ্রীমন্দিরে যাই। রজনীকে ঘনীভূতা দেখে আমার বিরহে স্বজনী এতক্ষণ মণিহারা ফণিনীর অবস্থাকে পেয়েছেন। সুসংবাদ দিয়ে প্রিয়াকে খুসি করিগে।

[প্রস্থান।

হেমে। উঃ! একি ভয়ঙ্কর কথা শুনলেম! আমার কুসুম—আমার প্রাণের কুসুম অবিশ্বাসিনী! যারে আমি সীতা সাবিত্রীর ন্যায় কঠোরব্রতধারিণী সতী বলে জানি—সেই কুসুম দুশ্চারিণী! যারে প্রেম-প্রতিমা ভেবে আমি অন্তরের অন্তরে স্থান দিয়েছি, সেই কুসুম কুল-কলঙ্কিনী—কালভুজঙ্গিনী! যার মুখের কথায় আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে পারি—প্রীতির তরে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ কর্‌তে পারি—সেই কুসুম পরানুরাগিণী—পরের উপপত্নী! তার অনন্ত মাধুর্য্যময় শিরিষ কুসুম-সুকুমার বপু লম্পটের ক্রীড়ার সামগ্রী—পাপিষ্ঠের পাপাভিলাষ সিদ্ধির

উপকরণ? না, না, এ মনে ধরে না। আমার কুসুম স্বর্গের দেবী—পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী, সে কি কখন মহাপাপে নিমগ্ন হয়ে নরকের দ্বার মুক্ত কর্‌তে পারে?—কুসুমের চরিত্র মহোজ্জ্বল রত্নস্বরূপ—পাপের মরিচা তায় পড়্‌তে পারে না। ফেলারাম মিথ্যাবাদী—তাই অমন কথা সে বলে,—তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু কোন্ যুক্তি-বলে এ সিদ্ধান্ত করি?—ফেলারাম নষ্ট দুষ্ট বা ছেব্‌লা লোক নয়—বিজ্ঞ প্রবীণ, ধার্ম্মিক—আমার স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের স্নেহপাত্র—আমাদের দ্বারা অনেক প্রকারে উপকৃত—সে কি কখন আমার প্রিয়পত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, আমার আঁতে ঘা দিতে পারে? বিশেষ ফেলারাম ত ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কথাই বলে নি—আমি ধরাধরি, পীড়াপিড়ি করায় তখন সে বল্‌লে—আমাকে প্রত্যক্ষ দেখাতেও চাইলে। যদি কুসুমের চরিত্রে দোষ না থাক্‌বে, কেমন করে তার দোষ ফেলারাম আমায় দেখাবে?—হাঃ ভগবান্! তবে ফেলারাম মিথ্যাবাদী নয়—কুসুমই পাপিষ্ঠা বটে। (বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) কুসুম পাপিষ্ঠা!—এ কথা মনে করতে যেন আমার হৃৎপিণ্ডে সহস্র সহস্র খরধার করবাল্ বিদ্ধ হয়—আর মৃত্যু যন্ত্রণার সহস্র গুণ—কোটিগুণ অধিক যন্ত্রণা আমার হয়। কেন বিধাতঃ! এর পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হল না, তা হলে এ ঘোর যাতনা আমায় ভুগতে হ'ত না! (ভূমিতলে পতিত হইয়া গদ গদ কণ্ঠে) ও ফেলারাম, তুমি যম নও, যমদূতও নও—তবে কেমন ক'রে এ দুর্ব্বিসহ ভীষণ যন্ত্রণা সৃষ্টি কর্‌লে? তুমি ফেলারাম তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাধারী কালসর্প নও—তবে কেমন ক'রে আমার প্রতি লোমকূপে বিষদন্ত রোপিত ক'রে সর্ব্ব শরীরে অপরিমিত কালকূট ঢেলে দিলে? ~~ভয়ঙ্কর~~ এ কালকূটের জ্বালা! বড় ভয়ঙ্কর!—নরকে বিধাতৃক্রোধরূপী কালানল মহাপাপীর জন্য যে জ্বালা প্রসব করে, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! নতুবা আমার সর্ব্ব শরীর—আমার প্রাণ, মন, আত্মা এত জ্বলে কেন? উঃ জ্বলে গেল!—জ্বলে গেল! সব জ্বলে গেল! (ভূমে লুণ্ঠন)।

(শ্যামা চাকরাণীর প্রবেশ।)

শ্যামা। জামাই বাবু, রাত হয়েছে। গা তুলে অন্দরে চলুন।

হেমে। না, না, আমি যাব না—আর সেখানে যাব না। আমার অসুখ করেছে। বড় অসুখ! বড় অসুখ!—এই রেতেই আমি বাড়ী যাব। ও রামা, রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

হেমে। জল্‌দি আয় রামা—জল্‌দি আয়। আমি মলেম—মলেম!

(বেগে রামচাঁদের প্রবেশ।)

রাম। কি হল, হুজুর? কি হল?

হেমে। রামা, আমাকে বাঁচা!—আমি গেলেম—গেলেম—গেলেম!

রামা (ছল ছল নেত্রে) কি কর্‌ব হুজুর, আজ্ঞে করুন। রামা ছেলেবেলা অবধি হুজুরের নুণ খাচ্চে—হুজুরের কাজে পরাণ দিতে পার্‌বে!

হেমে। যদি আমায় বাঁচাবি রামা, এখনি গাঁয়ে খুজে ভাড়াটে পাল্কি নিয়ে আয়। রেতেই আমি বাড়ী যাব। আমার শক্ত ব্যারাম হয়েছে।

রাম। আজ্ঞে, তবে আমি পাড়ার কবিরাজ মশাইকে ডেকে আনি। তার পর পাল্কি আন্‌ব।

হেমে। না রামা, কবিরাজ ডাক্‌তে হবে না। তুই যদি আমায় বাঁচাতে চাস্, তবে যত টাকা লাগে দিয়ে পাল্কি আন। এখানে যদি আর চার দণ্ড থাক্‌তে হয়, আমি মারা যাব।

রাম। যে আজ্ঞে, তবে আমি পাল্কির খোঁজে যাই।

[প্রস্থান।

শ্যামা। কি সর্ব্বনাশ! জামাই বাবুর এমন অসুখ, আমরা ত এর কিছুই জানিনে। যাই, অন্দরে খবর বলিগে।

[প্রস্থান।

হেমে। রামা কবিরাজ ডাক্‌তে চাইছিল—গরিব বেচারা জানে না যে, আমার রোগ দুশ্চিকিৎস্য—জানে না যে, এ রোগের প্রতিকারে কোন পার্থিব কবিরাজ হাকিম সমর্থ নয়—সমর্থ একমাত্র মৃত্যু! সে যদি

এ সময় আমার প্রতি সদয় হয়, তবেই আমি আরোগ্য লাভ করি। মৃত্যু। বিপন্নের বন্ধু, দুঃখীর শরণ্য, আমার ন্যায় মহাব্যাধি গ্রস্তের এক মাত্র চিকিৎসক মৃত্যু।—কোথায় তুমি! একটিবার অভাগার কাছে এসো। তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে আমি এ ঘোর যাতনা ভুলি। কার পদশব্দ?—মৃত্যুর?—না, না ঐ যে, মৃত্যুর অপেক্ষাও ভীষণদর্শনা মায়াবিনী রাক্সী এই দিকেই আস্‌ছে! ও রাক্ষসি, ও কুহকিনি; আবার তুই কি অভিপ্রায়ে আমার কাছে আস্‌ছিস্? তোর চাঁদপানা মুখখানি দেখে আমি আর ভুল্‌ব না—তোর রাক্ষসি মায়ায় আর মুগ্ধ হব না। তুই যা, তা আমি জেনেছি—তোকে দূরে আস্‌তে দেখেই আমার সব গায় অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে!—তোর এক একটি অঙ্গে আমি এক এক মহা নরক চিত্রিত দেখ্‌ছি! আর এ পাপদৃশ্য—এ নেত্রপীড়াকর ভীষণদৃশ্য দেখ্‌তে পারিনে! কিন্তু না দেখ্‌লেও ত ছাড়ান নেই।—পাপিষ্ঠা যে কাছে এসে পড়্‌ল—

(কুসুম ও শ্যামার প্রবেশ।)

কুসু। এ কি—এ কি? তুমি ভূমে পড়ে কেন? তোমার মুখ শুক্‌ন, চোখ লাল কেন? কি হয়েছে, দেখি। (গাত্রে হস্ত প্রদানোদ্যম)

হেমে। (শশব্যস্তে উঠিয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া) ছুঁইও না কুসুম—আমায় ছুঁইও না। তা হলে এখনি আমার প্রাণ যাবে। খবরদার—ছুঁইও না।

কুসু। (কাতর কণ্ঠে) তবে ছোঁব না। তোমার কি হয়েছে, বল? তুমি অমন কচ্চ কেন?

হেমে। অমন কচ্চি কেন—শুন্‌বে কুসুম, শুন্‌বে—আমি মর্‌তে বসেছি। হো! হো! হো!

কুসু। ওমা, একি? তোমার ছট্‌ফটানি দেখে যে বুক ফেটে যায়! মা দুর্গে, এ কি কর্‌লে মা! (ক্রন্দন)

হেমে। (স্বগত) এ কি?—এ আবার কি? এ পাপিষ্ঠার কাতর দৃষ্টি আর চোখের জল টুকু দেখে আমারও যে, নয়ন জল অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। কুহকিনী কি কুহক জানে, বল্‌তে পারিনে—

কিন্তু এর সরল প্রেমপূর্ণ মুখকান্তি দেখে মনে ত হয় না যে, এতে কোন পাপ আছে। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, হে কৃপানিধান, তুমি দাসের পানে মুখ তুলে চাও—দাসকে দিব্য চক্ষু দিয়ে দেখাও যে কুসুমের কোন অপরাধ নাই—এ বালিকা নিষ্পাপ!—আমি এখনি এ বুকযুড়া ধনকে বুকে ধরে তাপিত প্রাণ শীতল করি।—আমার কালকুটে ভরা হৃদয় আবার সুধারসসিক্ত হক্। (ক্রন্দন)

কুসু। দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস্ শ্যামা—শীগ্‌গীর গিয়ে কবিরাজ ডেকে আন্—পাড়ার পাঁচজন ভাললোক ডেকে আন্। তাঁরা এসে দেখুন, ব্যামো কি। আমিত কিছুই বুঝ্‌তেপারিনে—আমার বুক দুর্ দুর্ করে।

হেমে। না কুসুম, কারেও ডাক্‌তে হবে না। আমার যে বিষম রোগ—এ রোগে আলোক দর্শন সহ্য হয় না—লোকের মুখ দর্শন সহ্য হয় না—লোকের কথা বিষতুল্য বোধ হয়। আমি গলে বস্ত্র দিয়ে বল্‌ছি—আমার কাছে গোল করোনা, লোক জমা করো না। বরং তোমরাও এখান হতে সরে যাও—কারণ তোমাকে দেখেও আজ আমার—হো! হো! হো!

কুসু। ওমা—সে কি? সে কি? এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে আমি কি প্রকারে যাই। তোমার পায় পড়ি আমায় যেতে ব'ল না। আমি এইখানে ভাল ক'রে বিছনা ক'রে দি। তুমি বিছনায় উঠে শোও—আমি পাশে ব'সে বাতাস করি।

হেমে। না কুসুম, আমি বিছনায় শোবনা—বিছনায় শুলে আমার শয্যা কণ্টকী হবে। আর তুমি যদি পাশে বসে বাতাস কর, আমার গায়ের জ্বালা শতগুণ বাড়্‌বে। আমার এ বড় ভয়ঙ্কর রোগ।

কুসু। তোমার কি রোগ তাই আমায় বল? আমি তোমার দাসী—আমায় তুমি বল্‌বে না কেন? আমার মাথা খাও, বল!

হেমে। রোগী এ রোগের নাম বল্‌তে পারে না। এমনি কুৎসিত রোগ, নাম বল্‌লেও যন্ত্রণা বাড়ে। এ রোগ কি রূপ ভয়ঙ্কর, তা তুমি কি জান্‌বে, কুসুম, তুমিত কখন ভোগনি, যে ভুগেছে সেই জানে—সেই বুঝ্‌তে পারে সর্ব্ববিধ নরক যন্ত্রণার সার লয়ে স্বয়ং যম এ রোগ

সৃষ্টি করেছে! এ রোগ যারে ধরে, সেই হতভাগ্য ব্যক্তি এককালে সকল নরক ভোগ করে]

নেপথ্যে। হজুর, বার দ্বরোজায় পাল্‌কি দাঁড়িয়ে—আমি খবর বল্‌তে এলেম।

হেমে। শোন কুসুম, বাড়ী না গেলে আমার রোগ সার্‌বে না—যাতনারও লাঘব হবে না। তাই পাল্কি আন্‌তে লোক পাঠ্‌য়ে ছিলেম। পাল্কি এসেছে—এখন আমি বাড়ী যাই।

কুসু। সে কি?—এই আঁধার রেতে এই উৎকট রোগ নিয়ে তুমি বাড়ি যাবে? তা কিছুতেই হবে না। যেতেই যদি হয়, বরং কাল সকালে যাবে।

হেমে। সকাল অব্‌ধ এখানে থাকুলে আমার প্রাণ যাবে। আমি এখনি যাব—যিনি কাণে মন্ত্র দিয়েছেন, সেই গুরুদেব যদি নিষেধ করেন—তাও শুনব না। তুমি জেদ করো না—

কুসু। তবে আর একখান পাল্কি আন্‌তে বলে দেও। আমি তোমার সঙ্গে যাই। তুমি এ অসুখ নিয়ে বাড়ি যাবে, আমি তোমার দাসী—আমি এখানে থাক্‌ব? তা কোনমতে পার্‌ব না।

হেমে। বেশ পার্‌বে। বরং আমার ঘরে তোমার মন টেক্‌বে না। সেখানে ত প্রিয়—আপ্‌নার জনের মুখ দেখ্‌তে পাবে না।

কুসু। আপনার জন?—এসংসারে তুমি বই আমার আপনার জন কে আছে? তোমার মুখ দেখে আমি অন্য আপোশ অন্তরঙ্গ সব্বাইকে ভুল্‌ব—তোমার চরণ সেবা ক'রে নারীজন্ম সার্থক কর্‌ব। তুমি দয়া ক'রে আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। নিতান্তই যদি এ কথাটি না রাখ্‌বে, তবে গলায় পা দিয়ে দাসীকে মেরে ফেল। তারপর তুমি যেও, তখন আমি বারণ কর্‌তে আস্‌ব না।

হেমে। (স্বগত) দেখেছ, কুহকিনী কেমন মোহমন্ত্র প্রয়োগ কর্‌ছে! এত ক্ষমতা না থাক্‌লে কি আমাকে এত বশ কর্‌তে পারে? (প্রকাশ্যে) যাও, যাও, আর ভালবাসা দেখাতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে!

কুসু। (স্বগত) হা ভগবান! একি কথা?—আমি কি মিছে ভালবাসা দেখাচ্ছি, যে উনি অমন কথা বল্‌ছেন? এতকালের পর আমার প্রভুর মনে যদি সেই ধারণাই হয়ে থাকে—তবে আমার বাঁচাই বৃথা। হে ঠাকুর! হে মা কালি! হে মা দুর্গে! এই দণ্ডে আমার পরমায়ু শেষ হক্। যে হতভাগিনীকে পতিমুখে এমন দুর্ব্বাক্য শুন্‌তে হয়, তার মরণই মঙ্গল! (ক্রন্দন)

হেমে। দাঁড়িয়ে কেন, কুসুম—ঘরে গিয়ে শোওগে। আমি আসি। এই শেষ—হয়ত—এই—শেষ—দেখা! হো! হো! হো!

[প্রস্থান।

কুসু। ও শ্যামা শ্যামা, সত্যই যে আমার প্রভু আমায় ত্যাগ ক'রে গেলেন! যা শ্যামা, আমার জীবনসর্ব্বস্বকে ফেরাগে।

শ্যামা। আমার কথায় কি উনি ফির্‌বেন, দিদি? ফেরাবে ত তুমি নিজে চল।

কুসু। চল্ শ্যামা, চল্—আমিও যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপুর,—কুসুমকামিনীর গৃহপ্রাঙ্গণ।

(কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কাদ। আমার কথা শোন সই, একবার এই বাতাসে এসে ব'স। তোমার দেহখানি ঠাণ্ডা হক্।

(কুসুম ও শ্যামার প্রবেশ।)

কুসু। দেহ ঠাণ্ডা হবে চিতের আগুনে!

কাদ। ছি! সই, এমন কথা মুখে এনো না। দেখ, সুখ অসুখ সবারই আছে। তাতে এত কাতর হ'লে কি ঘরকন্না চলে? ওরই মধ্যে মনকে একটু প্রবোধ দিতে হয়—একটু ধৈর্য্য ধর্‌তে হয়। আহা! কেঁদে কেঁদে তুমি নিজের চোখ দুটি ফুলিয়েছ, আর এই একদিনের মধ্যে তোমার শরীর আধখানি হয়ে গেছে! শরীরের দোষ কি? তিন প্রহর

বেলা হতে চল্‌ল, এখনও তুমি নাও নি—খাও নি—একটু জল মুখে দেও নি। সইমার মুখে শুন্‌লেম, চারপর রেতের মধ্যে একবার চোকের দুপাতায় এক পাতা করনি—এমন কর্‌লে কি শরীর বয়?

কুসু। (ভগ্নকণ্ঠে) আর শরীর বয়ে কাজ কি সই।

কাদ। তা বল্‌লে কি চলে? তুমি যেন আপ্‌নার তরে নাই ভাবলে, কিন্তু যিনি দশমাস দশদিন গর্ব্ভে ধারণ করেছেন—কত কষ্টে লালন পালন করেছেন—সেই স্নেহময়ী জননীর তরেও ভাব্‌তে ত হয়। তুমি বই এ পৃথিবীতে মার আর কে আছে? তোমারই মুখ চেয়ে তাঁর থাকা—তুমিই তাঁর সর্ব্বস্ব। তুমি যদি এম্‌নি ক'রে নিজের শরীর ক্ষয় কর, তা হলে মা কি বাঁচ্‌বেন?—নিশ্চয় তিনি বুকে ছুরি মেরে আত্মঘাতী হবেন। আহা! তোমার কাতরাণি দেখে মাও নান্‌নি, খান্‌নি,—কেবল ছট্‌ফটিয়ে বেড়াচ্ছেন! তুমি ভাই মার মুখ চেয়ে নিজে একটু স্থির হও—স্নান, আহার ক'রে মাকে বাঁচাও।

কুসু। সই, তোমার পায়ে পড়ি,—তুমি মার কাছে যাও—মাকে মাথার কিরে দিয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে দুটি কিছু খাওয়াও গে।

কাদ। তুমি কি খেয়েছ সই? তুমি উপোস থাক্‌বে, আর মা খাবেন? মাকে রেখে ছেলে খেতে পারে—কিন্তু ছেলেকে রেখে মা খেতে পারেন না। তুমি যদি মাকে খাওয়াতে চাও, আগে আপনি কিছু খাও। আমি তোমার হাতে ধ'রে বল্‌ছি—মাকে আর দুঃখ দিও না।

কুসু। সই, আমি কি সাধ ক'রে মাকে দুঃখ দিচ্ছি? আমার প্রাণাধিকের গেল রাত্রের সেই ছট্‌ফটানি—সেই জলভরা চোখের কাতর চাউনি মনে পড়ছে আর আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! তাঁর সেই নিদারুণ যাতনা এখনও যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি। হেঁ সই আমার না হয়ে আমার প্রাণেশ্বরের তেমন শক্ত রোগ কেন হল? আর কি সই আমি তাঁরে দেখ্‌তে পাব? অব[illegible] কাছে এসে আদর মাখা হাসি হেঁসে আমা[illegible] কুস, ব[illegible]—[illegible]

কাদ। কেঁদ না সই, কেঁদ না। [illegible] দুঃখ যেত, আমি চোখের জলে একটা নদী সৃষ্টি কর্‌তেম। একটা কথা

জিজ্ঞেসা করি—যে রোগের জন্য হেমেন্দ্র উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করেন—তোমাকেও কটু কথা ব'লে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেন—তাঁর সে রোগটা কি? বায়ুরোগ না-কি?

কুসু। রোগের নাম শুন্‌তে পাই নি। তবে তিনিও বল্লেন—আমিও অনুভবে বুঝ্‌লেম, বড় কঠিন সে রোগ! আমার প্রভুর পরিবর্ত্তে সেই রোগে যদি আমি আক্রান্ত হতেম—তা হলে আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান কর্‌তম—কেন না তা হলে নিজের বিছানার পাশে আজ নিজের আরাধ্য দেবতাকে পেতেম—আর এমন কতক গুলি দুর্ল্লভ বস্তু পেতেম, যার একটি পেলে স্বর্গের দেবীও আপনারে ধন্যা মনে করে!

কাদ। সে দুর্ল্লভ বস্তু গুলি কি সই?

কুসু। প্রভুর আদর সোহাগ,—তাঁর শ্রীমুখের প্রবোধ বাক্য—শ্রীহস্তের শুশ্রূষা ইত্যাদি।

(হৈমবতীর প্রবেশ।)

হৈম। বাছা কুসু, কেশবপুর হতে প্রতাপ গোয়ালা ফিরে এলো—তার কাছে খবর পেলেম জামাই ভাল আছেন।

কুসু। প্রতাপ কাকা কি বাড়ী গেল মা?

হৈম। না বাছা, বাড়ি যায় নি। বৈঠকখানায় তামুকু খাচ্চে।

কুসু। চল সই, বৈঠকখানা হয়ে ভবানীর মন্দিরে যাই।

[কুসুম ও কাদম্বিনীর প্রস্থান।

হৈম। বাছা আমার চকিতা হরিণ শিশু—কিছু জানে শোনে না। প্রতাপ গোয়ালা জামাইটির ভাল খবর এনেছে শুনে, ছুটে তার কাছে গেল। হেমেন্দ্রনাথ বাড়ী যাওয়া অবধি বাছার দুটি চোখে কালিন্দীর ধারা বইছিল। একে জামাইটির তেমন অসুখ, তার উপর কুসুমের কাতরতা দেখে আমি পরাণে মরেছিলেম—প্রতাপ সুখবর দিয়ে আমার মৃত দেহে পরাণ দিলে। ওকে?—দিদি না?

শ্যামা। হ্যাঁ বড়গিন্নিই বটেন। কি ভেবে আস্‌ছেন, কে জানে?

হৈমে। কি ভেবে আস্‌বেন—জামাইটির অসুখ শুনে তত্ত্ব নিতে আস্‌ছেন।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ।)

কি ভাগ্যি! কি ভাগ্যি! আজ আমার বাড়ি দিদির পায়ের ধূলো পড়্‌ল।

ক্ষেম। সে কি বন—এ আমার নিজের বাড়ী—এখানে আর আমার পায়ের ধূলো না পড়ে কখন? তবে বছর ভোর রোগে ভুগ্‌ছি—তাই যাওয়া আসা নেই।

হৈম। তা বটে দিদি, কুসুমের বে অবধিই তোমার আসা যাওয়া বন্ধ হয়েছে। তা তুমি কি কর্‌বে। গায়ে রোগ নিয়ে কি কোথাও যাওয়া আসা করা যায়?

ক্ষেম। রোগ ব'লে রোগ নয়, বিষম রোগ। যখন জ্বালায় কাটা ছাগলের মত ধড় ফড় করি—যখন আসান থাকে, তখনও গায়ে সুখ পাই না। দিনরাত গা বমি বমি করে—পেট মুচ্‌ড়ে মুচড়ে ওঠে, ক্ষিধে আদবেই হয় না—কমলের ধরাবাঁধায় খেতে বসি, কিন্তু কিছুই খেতে পারি না, গায়ে বল মাত্তর্ নেই। এই টুকু যে চলে এলেম, তার ঘা এখনও সাম্‌লাতে পারি নি—এখনও মাথা ঘুর্‌ছে—চোকে ঝিম্‌কিনি দেখাচ্ছে,—তবু সারাপথ ব'সে ব'সে এলেম।

হৈম। আহ্‌! দিদি, এত কষ্ট ক'রে তোমার আসা কেন? যদি কোন বরাত ছিল, আমাকে ডেকে পাঠালেই ত হত?

ক্ষেম। যে দায়ে পড়েছি বন্, তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা না কর্‌লিই নয়। তাই এত কষ্ট করে এলেম। ডেকে পাঠালে কি তুমি যেতে বন্?

হৈম। এ কথাটিত ভাল বল্‌লে না দিদি? আমি তোমার দাসীর দাসী—তুমি আমায় ডেকে পাঠাতে, আর আমি যেতেম না? ছি—ছি! এমন ধারণাকেও কি মনে ঠাঁই দিতে হয়! তা কি দায়ের কথা বলছিলে?

ক্ষেম। আমার রোগটাই যে এক মস্তদায় বন্,—কি কুক্ষণে ধরেছে আর ছাড়্‌ছে না। এই রোগের দরুণ আমি সব দিকে মারা যেতে বসেছি। দিন এক রকমে কাটে—রাত আসে আর যেন কাল আসে,—রেতেই ত রোগের বাড়। তাই রেতের মধ্যে ঘুম হয় না—চার প্রহর রাত উঠ্‌বস্ করে কাটি—ঘন ঘন পিপাসায় তালু শুষ্ক হয়, ঘন ঘন বাইরে যেতে হয়।

কমল ছেলে মানুষ—রাত জেগে সেবা করতে পারে না। তাই ও পাড়ার শঙ্করী বেণেনীকে রেতে শোবার বন্দোবস্ত করেছিলেম। সে রোজ এসে আমার কাছটিতে শুত। কিন্তু এম্নি নশীবের ফের, আজ চার পাঁচ দিন তার মেয়ের জ্বর—তাই সে আস্‌তে পারে না—জবাব দিয়েছে। পাড়ায় এমন আপোশ কেউ নেই যে, রেতে এসে কাছে শোয়। আপোশ বল্‌তে এক তুমিই আছ—তাই নেহাৎ দায়ে পড়ে তোমার কাছে এলেম। তুমি বন্‌ এখন দশ পাঁচ দিন যদি আমার কাছে গিয়ে শোও, আমার বড় উপকার হয়—তা তোমার কুসুম যদি একা ঘরে থাক্‌তে না পারে, না হয় কমল এসে তার কাছে শোবে। তবু তোমাকে যেতে হবে। আমার এ কথাটি যদি তুমি না রাখ, তা হলে বুঝ্‌ব আমার প্রতি তোমার মায়া দয়া কিছুই নেই।

হেম। হেঁগা দিদি, এর তরে কি তোমায় এত করে বল্‌তে হয়? আমার সুখ অসুখে তুমি এসে কর্‌বে, তোমার সুখ অসুখে আমি গিয়ে কর্‌ব, তার বাড়া আর সুখ কি? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সাঁজের পরই আমি তোমার কাছে হাজির হব। আর কমল যদি কুসুমের কাছে এসে শোয়, সেত খুব ভাল হয়। কুসুমের মনে আজ সুখ নেই, কুমু রেতে তার কাছে থাক্‌লে পাঁচটা কথাবার্ত্তায় আনমন করে রাখ্‌বে। তুমি দিদি বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে কুমুকে পাঠিয়ে দেবে। এখানেই দুটি বনে খাওয়া দাওয়া কর্‌বেন।

ক্ষেম। তা বেশত। একটু বেলা থাক্‌তে কুমুকে পাঠিয়ে দেব। তারপর তুমি যাবে। দেখো বন্‌, এ কথার যেন নড় চড় না হয়।

হেম। ক্ষেপেছ দিদি, এ কথার কি নড় চড় হয়?

ক্ষেম। (স্বগত) গোঁসায়ের কাছে যা বলেছিলেম, তাই ঠিক হল। হেমা মালিনী কোন সন্দ না ক'রে সর্প শিশুকে ঘরে ঠাঁই দিতে সম্মত হল। তা ওর জোর কপাল বলেই যেন ধনের মরাই, বড়মানুষ জামাই পেয়েছে, কিন্তু বড় মানুষের বুদ্ধি, আক্কেল ত আর পায়নি—আগেও যেমন নেকা, বোকা ছিল, এখনও তেম্নি আছে। ওকে ভুলানও যা, আর একটা গরুকে ভুলানও তা। যাক্, এখন আমি এদের বাড়ী ঘর

দেখি—এত দিনের মধ্যে যা দেখি নাই, আজ তা দেখি। (চারিদিকে দেখিয়া) ওঃ। বেণে বউএর কথা ত মিছে নয়। সে এদের জিনিস্ পত্তর, বাড়ি ঘরের যে গল্প করে, তার চেয়েও আমি সব বেশি বেশি দেখ্ছি। অন্য দিন এ সব যদি আমায় দেখ্তে হ'ত, এতক্ষণ আমার বুক ফেটে যেত। কিন্তু আজ দেখে দুঃখ হয় না। এদের এ সম্পদ আর ক দিন? আমার গুণের সাগর ফেলারাম নাগর যে চাল চেলেছেন, আর দু পাঁচ দিনের ভেতর এদের লক্ষ্মী ছাড়্বে। এদের ঘরের লক্ষ্মী ত সেই জামাই ছোঁড়া—সে যদি চটে ওঠে, এ ধন দৌলত কোন্ দিকে যাবে—হয় ত সে নিজেই সব কেড়ে নেবে—সে না নেয় তখন গোঁসাইজির ডাকাত দল আছে। আসল কথা, জামাই ছাড়া হলেই হেমী মালিনীর যে দশা ছিল, আবার সেই দশা—সেই ফুল বেচা ঘট্বে। তা হলেই আমি কিন্তু একটিবার সুখের হাঁসি হাঁস্‌ব—সারা বছরটা ধরে কাঁদ্ছি, প্রভুর কৃপায় এবার প্রাণভরে সুখের হাঁসি হাস্‌ব। বলিহারি বুদ্ধি আমার প্রভুর—এমন বুদ্ধি কি মানুষের হয়? আর কেন—এখন যাই। (প্রকাশ্যে) তবে বন্ আমি যাই। যে অসাধ্য রোগ কোথাও কি দু দণ্ড বস্‌বার দাঁড়াবার যো আছে?

[প্রস্থান।

হেম। আহা! দিদি বড দায়ে পড়েই আজ আমার কাছে এসেছিলেন। আস্‌বেন না?—এ রাজপুরে আমার মত এমন আপোশ—ওঁর আর কে আছে? এতকাল যে দিদি আমায় আপোশ বলে বলেননি, আপ্‌নার মনে করেননি—সেটা ওঁর ভুল। আপনার মানুষ কি কখন পর হয়? এ বিপদের সময় আমি যেমন ওঁর যত্ন কর্‌ব, তেমনটি পরে কর্‌বে কেন? পরে সুখের সময়ে করে, দুঃখের সময়ে করে না। তা এখন যে দিদির মতি গতি ফিরেছে—আমাকে দাসী বলে মনে পড়েছে, এও আমার পরম সৌভাগ্য। আমি যত দূর পারি, ওঁর সাহায্য কর্‌ব। উনি গুরুজন—এ দুঃসময়ে যদি আমি ওঁর সেবা না করি, আমার অধর্ম্ম হবে। বাছা শ্যামা, তুই ভবানীর মন্দিরে যা—কুসুমকে আর কদমকে ডেকে আন্‌গে।

[একদিকে শ্যামা, অন্যদিকে হৈমবতীর প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুর—ফেলারামের আশ্‌ড্ডা ঘর।

(ফেলারামের প্রবেশ।)

ফেলা। (উদরে হাত বুলাইয়া) হা, হা, হা, আমাকে—এই ধন্য, মান্য, গণ্য, বন্য, জঘন্য, অবরণ্য পুরুষ প্রবর গোস্বামী মহাশয়কে গাঁয়ের লোকে কৌতুক ক'রে বুদ্ধির বিন্ধ্যাগিরি বলে। কিন্তু তারা জানে না যে, আমি এই গৌরবান্বিত নামের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। আমার কাছে চাণক্য পণ্ডিত কোথায় বা লাগে?—চাণক্যের খুব বুদ্ধি ছিল, কিন্তু আমাপা বুদ্ধি ছিল না;—এমন পেটপোরা, মাথাভরা বুদ্ধি ছিল না;—এমন পেঁচাল, ভেজাল, ধারাল—এমন প্রখরা, ঘোরা, বদ্ধপরিকরা, কার্য্য তৎপরা বুদ্ধি ছিল না। স্বীয় প্রিয়তমার মনোরঞ্জন ও হেমেন্দ্রপত্নী কুসুমকামিনীর সর্ব্বনাশ সাধন জন্য এই যে আশ্চর্য্য বুদ্ধির খেলা আমি খেলেছি—এমনটি কি চাণক্য হতে হত? চাণক্য ত চাণক্য তার বাপ ধাণক্য হতেও হতনা। আমি দণ্ড, গণ্ড, দোর্দ্দণ্ড শক্তিমন্ত—ঈশ্বরের জানিত, অনুগৃহীত ব্যক্তি; তাই আমা হতে কার্য্য সিদ্ধির এমন অমোঘ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন কৃষ্ণের কৃপায় কার্য্য টা সিদ্ধ হলেই হয়। তা হলেই আমার প্রেয়সী দুঃখ শোক ভোলেন—হেঁসে হেঁসে সুখের সায়রে ভেঁসে বোলেন—আর আমাকে একেবারে রাজা ক'রে তোলেন! রাজা ক'রে?—হ্যাঁ তাই বটে। প্রেয়সী আমায় সত্য ক'রে বলেছেন—কাজ সিদ্ধ হলেই আমার নেশার ব্যয়ভার আমার স্কন্ধ ছাড়িয়ে তিনি আপন কোমল স্কন্ধে চিরদিনের জন্যে গ্রহণ কর্‌বেন—অর্থাৎ আমাকে আর তখন ভিক্ষার পয়সা ভেঙ্গে গেঁজা, আফিম, চরস কিন্‌তে হবে না---আমার প্রণয়রাজ্যাধিশ্বরীই আমার প্রজাস্বরূপে সন সন, মাস মাস, কিস্তি কিস্তি, সে রাজস্ব আমার বরাবর সরবরা কর্-

বেন। সুতরাং আমাকে রাজা করা হবে। এ সংসারে যার নেশার আঞ্জাম বাইরে হ'তে হয়; তার মত ভাগ্যবান্ কে?—তাকে রাজা বল্লেও হয়—বাদসা বল্লেও হয়। কৃষ্ণ হে! তুমি দয়া ক'রে দাসকে সেই রাজপদে বসাও। প্রভো! আমি তোমার ভক্তের চূড়া—অবশ্য গরজ না পড়্লে কখন তোমার নাম মুখেও আনি না, কিন্তু হরিনামের থলেটি অষ্ট প্রহর হাতে রাখি—সদত কণ্ঠে তুলসী মালা, শ্রীঅঙ্গে নামাবলী, কটিতে ডোরকৌপিন, বহির্ব্বাস ধারণ করি—প্রতিদিন ললাটে, বক্ষে বাহুতে প্রভৃত তিলক মৃত্তিকা লেপন করি; লোক দেখ্‌লেই সুর হেঁকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করি;—তোমার ব্রজলীলার অনুকরণে ক্ষেমঙ্করী, বণিকবধূ, মোদক বধূ, প্রভৃতির সহ মিলিত হয়ে নানাবিধ সরস লীলার অভিনয় করি; নিকটে কোথাও হরি সংকীর্ত্তন হলে তথায় শুভাগমন ক'রে হাঁসি, কাঁদি, নাচি, গাই—ক্বচিত দশার ভাণ করি। তোমার মহিমা বাড়াবার তরে যেখানে সেখানে শাক্ত শৈবদের নিন্দা করি;—আর পাঁটা খাব কি প্রভো, সে অপকৃষ্ট দ্রব্যটার নাম শ্রবণ মাত্র ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি;—গোপনে অন্ন জল গ্রহণ ক'রে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতোপবাস করি। আর কত গুণ ব্যাখ্যা কর্‌ব। পৃথিবীর রেণু, আকাশের তারা গণা যায়, কিন্তু এই গুণধামের গুণ গণা যায় না। তা আমি যখন তোমার এত গুণের সেবক হে প্রভো—তখন আমায় ইন্দ্রপদ, ব্রহ্মপাদ দিতে হয়। কিন্তু সে সব কিছুই আমি চাই না—চাই নেশার স্বচ্ছলতারূপ রাজপদ। তাও যদি তুমি আমায় না দেবে—তা হলে কেউ আর ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হবে না। সুতরাং তোমার দল পাত্‌লা প'ড়ে যাবে। অতএব অন্য সহস্র কাজ ফেলে সত্বর আমার প্রেয়সীর কাজ হাঁসিল ক'রে দেওয়াই তোমার উচিত। ঐ যে, সহচরী-সনে কুঞ্জরবর মন্থরগমনে কুঞ্জরবদনী মৎপ্রণয়িনী আস্‌ছেন!

(ক্ষেমঙ্করী ও শঙ্করী বেণেনীর প্রবেশ।)

এসো, এসো, শ্রীমতী, এসো হে দূতি!—অহহ এযে—'গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ স্যন্দৌ ত মনুদৌ।' বুঝ্‌লে, দূতি, এবিতাটার মর্ম্মার্থ?

শঙ্ক। মেয়ে মানুষে কি ও সব কবিতে বুঝ্‌তে পারে গোঁসাই?

কেলা। তা বটে। তবে তোমরা প্রণিধান কর—আমি শ্লোক ব্যাখ্যা করি। গৌড়ের পাহাড়ে চাঁদা মামা, সুজ্জি মামা এক যোগে দেখা দিলে যেমন শোভা হয়, তোমাদের আগমনে আমার ভবনের তত্তুল্য শোভা হয়েছে। পুনঃ কিম্ভুত হয়েছে?—না'চিত্রৌ স্যন্দৌ। কি না তস্বীরো আনন্দো—অর্থাৎ তস্বীর দেখে লোকের যে আনন্দ হয়—সেইরূপ আনন্দ আমার হয়েছে।' বল দেখি কবিতাটি কেমন সরস?

শঙ্ক। প্রভুর কবিতের রসের কথা বল্‌তে হবে কেন? সে যা হক্ এদিকের কি হল, বলুন?

কেলা। এ দিকের আর কি হবে? প্রাণেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রত্যূষে যে সেরত্রয় পরিমিত ছেনক বটিকা ও তোলকত্রয় পরিমিত অহিফেণ প্রেরিত, তদ্দ্বারা আমার বিপুল আমোদ সজ্বটিত। আমি অনল তাপে সেই অহিফেণ বিগলিত ক'রে ভর্জ্জিত অঙ্কির পত্র সংযোগে ছিটক প্রস্তুত করি এবং ছেনক বটিকা—যাকে তোমরা ছানাবড়া বল—সেই সুমিষ্ট সরস দ্রব্য সহযোগে ছিটক রূপী অমৃত সেবনারম্ভ করি। এক, দুই, তিন, চার—ক্রমে সেবন কর্‌তে কর্‌তে সমস্ত ছিটক এবং ছেনক বটিকাই ফাঁক, সুতরাং নেশারও বড় ডাঁক।

শঙ্ক। তা বলিনি গোসাই, বলি দিদির কাজের কি হল? ওঁরত দারুণ আনচানানি ধরেছে।

কেলা। আনচানানির কোনও কারণ নেই। অদ্যই প্রিয়ার প্রিয়কার্য্য সিদ্ধ হবে।

ক্ষেম। হবার কোন চিন্ ত দেখিনে। তবে যদি আপ্‌না হতেই হয়।

কেলা। আপনা হতে না হক্, তোমার এই বুদ্ধিবংশীধর শ্যাম-নটবর হতেই হবে। তুমি ভেবেছ আমি নিশ্চিন্ত ব'সে আছি। কিন্তু সেটা তোমার ভুল। এই দেখ, আমি হেমেন্দ্রকে এই পত্র লিখে রেখিছি।

ক্ষেম। ও পত্রে কি লিখেছ আমি শুনব।

কেলা। বেশ ত শোন্। (পত্র পাঠ)

সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজপুরের বৈঠকখানায় বসিয়া মহাশয়ের নিকট আমি যে প্রতিজ্ঞা করি—তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া অদ্য মধ্যরাত্রে যদি আমার আখড়ায় আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারি। এই বৈকালে কুসুমের লেখা একখানি প্রণয়পত্র আমার হস্তে পড়ে। সেই পত্র পাঠে অবগত হইয়াছি যে, অদ্য রাত্রিযোগে বিলাস-মন্দিরে মহা বিলাস হইবে, কুসুমের শয়ন মন্দিরকেই এ গ্রামের লোকে বিলাসমন্দির বলে। সেই মন্দিরেই অদ্য রাত্রে কুসুম-বিষ্ণুরামের শুভ সংমিলন ঘটিবে—সেই ভবনেই পতিপত্নীর ন্যায় অদ্য পরমানন্দে তাঁহারা যামিনী যাপন করিবেন। অতএব মহাশয় অবশ্য অবশ্য আসিবেন। আমি আপনার সঙ্গে বিলাস-মন্দিরে গিয়া বিলাসিনীর বিলাস মাধুরি, মহাশয়কে দেখাইব এবং প্রমাণিত করিব যে, ফেলারাম ভণ্ড, শঠ, মিথ্যাবাদী, প্রতারক বা পরনিন্দক নহে—আপনার দয়িতা মহোদয়াই পরের উপপ্রণয়িনী বটে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান জানেন, ইহাতে নিজের আমার কোন স্বার্থ নাই। শুদ্ধ মহাশয়ের হিতসাধন ও সত্যে পার পাইবার জন্যই ফেলারাম এ কার্য্যে ব্রতী। অন্যথা পরের অন্ন মারা কাজে ফেলা-রাম কখনই হস্তক্ষেপ করিত না। শ্রীকৃষ্ণ বাবুজিকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা ও কুশলভাজন করুন, নিবেদন ইতি।

লেখাটা কেমন হয়েছে প্রিয়ে?

ক্ষেম। লেখা ত বেশ হয়েছে। কিন্তু হেমেন্দ্র কি আসবে?

ফেলা। আসবে না? সে পা বাড়িয়ে বসে আছে—পত্রপাঠ মাত্র আসবে।

শঙ্ক। প্রভুকেও ত তার সঙ্গে যেতে হবে?

ফেলা। হবে বৈ কি—ইচ্ছা না থাকলেও আমায় যেতে হবে। আমি হেমেন্দ্রের সঙ্গে না থাকলে যে আসল কাজে খারাপি হবে। হেমেন্দ্র যখন জানালায় উকি ঝুঁকি মারবে আমি তখন কাশব—সেই কাশি শুনে ভবে ত কমলমাতা অভ্যস্ত কথা গুলি আওড়াবেন। তার পর যদি বেগতিক দেখি, খুব জোরে আবার কাশব—সেই কাশি শুনে কমল খিড়কি দোর দিয়ে চম্পট দেবেন। আমি সঙ্গে না থাকলে এগুলো কি প্রকারে হবে?

ক্ষেম। তা বটে—তোমার সঙ্গে থাকা চাই!

শঙ্ক। বলিহারি বুদ্ধি গোঁসাই তোমার! এত আগু পাছু না ভাব্‌লে কি কাজ ফলে? তা আমরা এখন আসি। সাঁজের পর আবার দেখা হবে।

ক্ষেমা। আমিও বাগ্‌দি পাড়া যাই—বিষু বাগ্‌দিকে রওনা করে দিইগে। বেলা বেশি নেই। এখন রওনা হলে তবে বিষু প্রথম রেতে হেমেন্দ্রকে পত্র দিতে পার্‌বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেশবপুর—হেমেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা।

(হেমেন্দ্রের প্রবেশ।)

হেমে। (পাঁওচারি করিতে করিতে) ফেলারাম না দর্প করে, বলেছিল—সাতদিন মধ্যে আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌ব, কিন্তু সাত দিন ত গত হয়, তবু ফেলারামের কোন খবর নাই কেন? তবে কি ফেলারাম মিথ্যাবাদী? সে কি কোন অসৎ অভিসন্ধিতে কুসুমের পবিত্র চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করেছিল? ভগবান্ জানেন্, আমি তার মনের কথা কেমন করে জান্‌ব? ফেলারামের যেরূপ বয়স, যেরূপ স্বভাব, চরিত্র, আমার সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ, সে সব ভাব্‌তে গেলে কার মনে হয় যে, সে আমার প্রিয়পত্নী'র নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার ইহজীবনের সুখ শান্তি নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হবে? পরম যে শত্রু, সেও সহসা এমন কাজ করে না—ফেলারাম সুহৃদ হয়ে কি প্রকারে কর্‌বে? কিন্তু এ সব জেনে শুনেও কেন আমার হৃদয় তারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়? কেন আমার অন্তরাত্মা সহস্র সহস্র বার গম্ভীর নির্ঘোষে বলে—ফেলারাম মিথ্যাবাদী, পাতকী—কুসুম নিরপরাধিনী। হতে পারে আমার অন্তরাত্মার কথা মিথ্যা—কিন্তু কুসুমের সরল স্বভাব, সরল ব্যবহার, ভার-

মুখের সেই পবিত্র কিশোরভাব, চোখের সেই সরল প্রেমপূর্ণ চাউনি—তার এক এক ফোঁটা চোখের জল, এক একটি কথা, এক একটি কার্য্য যখন স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন কি ভুলেও মনে হয় তাতে কোন পাপ আছে? অতি অল্পকাল—সবে এক বৎসর কুসুমকে আমি পত্নী-রূপে পেয়েছি। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই মর্ম্মান্তিক স্নেহ ও অকৃত্রিম প্রগাঢ় প্রণয়ের পরিচায়ক সহস্র সহস্র কার্য্য সে করেছে। মনে পড়ে—এক দিন রাজপুরে আমি শিরঃপীড়ায় শয্যাগত হলে, কুসুম কত যত্নে আমার শুশ্রূষা করে? পৃথক আমি, পৃথক তার মাতাঠাকুরাণী, পৃথক্ দাসীরা আহারার্থ অনুরোধ কর্‌লেও সে তিলেকের তরে আমার বিছানা ছেড়ে ওঠে না—রেতে শোবার তরে আমি কত জেদ করি, তবু একটিবার শোয় না আমার পাশে বসে সারা রাত বাতাস করে। মনে পড়ে? অন্য একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্নে আমার কি একটা অমঙ্গল দেখে, কুসুম আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন ক'রে ওঠে। আমি কত বুঝাই, সে বোঝে না। পরে প্রভাতে পাড়ার পাঁচজন প্রবীণা যুটে যখন বলেন—'স্বপনে নিজের অমঙ্গল দেখ্‌লে পরের হয়'। তখন তার কান্না থামে। মনে পড়ে?—আর একদিন কুসুমের পাশে বসে আমি আলবোলা টান্‌ছি, হঠাৎ এক খণ্ড পোড়া টিকে বাতাসে উড়ে এসে আমার পায়ে পড়্‌ল—পায়ে এক ঠাই দগ্ধ হওয়ায় ফোসকা উঠ্‌লো—জ্বালা করতে লাগ্‌ল। নিকটে শ্যামা চাকরাণী দাঁড়িয়ে ছিল—সে বল্ল, টাট্‌কা রক্ত লাগাইলে এ জ্বাল এখনি যাবে—রান্না ঘরে মাগুর মছ জীয়ন আছে, একটা কেটে রক্ত আনি। এই বলে শ্যামা ছুটে গেল। কিন্তু কুসুমের তত-ক্ষণ দেরি সইল না—কুসুম তৎক্ষণাৎ দাঁত দিয়ে নিজের অঙ্গুল কেটে আমার দগ্ধ স্থানে রক্ত ঢেলে দিলে।

হা ভগবান্, যার এমন আচরণ, যে আমার সামান্য যন্ত্রণা উপশম জন্য গায়ের রক্ত দেয় সে না কি অবিশ্বাসিনী? আর এক দিন—মনে পড়ে? আমি বৈঠকখানা হতে কুসুমের শোবার ঘরে যাচ্ছি, মাঝ পথে একটা কেউটে সাপ প'ড়ে, অনবধানতা প্রযুক্ত দেখি নাই—আর দুএক পা আগে গেলেই সাপটার গায়ে আমার পা পড়ে, এমন সময়

কুসুম কোথায় ছিলেন, তীরবৎ বেগে ছুটে এসে ফণায় ধরে সেই কাল সাপকে প্রাচীর পারে নিক্ষিপ্ত কর্‌লেন। এই দুঃসাহসের কাজ দেখে আমি শিউরে উঠ্‌লেম—তিরস্কার কর্‌লেম—কুসুম উত্তর দিলেন না, আস্তে আস্তে আমার কাছ হতে সরে গেলেন! হা ভগবান্! যার এমন আচরণ—যে আমার প্রাণরক্ষার তরে অকাতরে সর্পমুখে হাত দেয়, সে কুসুম পরানুরাগিণী? পরের উপপত্নী? না, না, এ বিশ্বাসকে আর মনে ঠাঁই দেব না। পাপিষ্ঠ ফেলারাম আমায় নেহাৎ বোকা বনিয়ে ছিল, তাই তার কথায় ভুলে ছিলেম। ফেলারামের মাথায় বাজ পড়ুক। আর আমি তার সলায় চলব না; কাল প্রত্যূষে রাজপুর গিয়ে কুসুমের মুখখানি দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌ব সব কথা কুসুমকে খুলে বলব—আর যে গুরুতর অপরাধ তার কাছে করেছি, সে জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ব।

(দেওয়ানের প্রবেশ।)

দেও। লাট সেরপুরের নাএবের এক খান চিঠি পেলেম। সেখানকার কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে, সুরেন্দ্র বাবু নৌকাযোগে বাড়ি আস্‌ছেন। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছবেন।

হেমে। এ সংবাদ ওঁদের বাড়ীতে জানিয়ে দেবেন। (স্বগত) কালকের দিন এখানে থেকে সুরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পর্শু রাজপুর গেলে হয় না? না, না, আর দেরি সয় না কুসুমকে যে ক্লেশ দিয়েছি, যে কাতর দেখে এসেছি, একবার তার মুখখানি না দেখ্‌লে মন স্থির হয় না। কাল সকালে তার কাছে যাব—তার পর কুসুম ছেড়ে দিলে, না হয় পর্শু এসে সুরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব। (প্রকাশ্যে) দেওয়ানজি, রাত ভোরেই আমি রাজপুর যাব। আপনি বন্দোবস্ত করে রাখ্‌বেন।

দেও। যে আজ্ঞে, আমি বাহকদের বলে রাখ্‌ব।

[প্রস্থান।

হেমে। রাত ভোরেই বা কেন? খাওয়া দাওয়ার পর রেতেই গেলে হয় না? মনে ভাবনা ঢুকেছে—ঘুম ত হবে না—বিছানায়

পড়ে থাকাই সার হয়। আর রাতটাও বেশ ফরসা—বাহকদের চল্‌তে ক্লেশ হবে না।

(একজন দ্বারবানের প্রবেশ।)

তোমার হাতে কি রাম সিং ?

দ্বার। একঠো চিট্‌ঠি। রাজপুরকা এক আদ্‌মি লে আয়া।

হেমে। (চমকিয়া উঠিয়া) দাও, দাও, দেখি। (পত্রগ্রহণ ও মনে পাঠ) শুভ! সংবাদ শুভ!—রাম সিং—

দ্বার। বাবু সাহেব —গোলাম না জান্‌কে এ চিঠি লেয়া। কসুর হোয় ত মাফ কি জিয়ে।

হেমে। তোমার কসুর কি ? তুমি জল্‌দি বখরের কাছে গিয়ে এক যোড়া পিস্তল ভরে আন।

দ্বার। যো হুকুম, গরিব নেওয়াজ।

[প্রস্থান।

হেমে। হেমেন্দ্র!—মূর্খ, নির্ব্বোধ হেমেন্দ্র! আর তুমি কি বল্‌তে পার ? সে পাপিষ্ঠার স্বাপক্ষে বল্‌বার আর ত কোন কথাই নাই? তবু কি তুমি মনগড়া মিছে কথায় মনকে প্রবোধ দেবে ? এখনও কি তুমি বল্‌বে ফেলারাম মিথ্যাবাদী—কুসুম পতিব্রতা সতী ? তুমি সে কুহকিনীর কুহকে মুগ্ধ—তার পোষা বানর, কেনা চাকর! পথ থাক্‌লে এখনও তার টান টান্‌তে—কিন্তু আর যে পথ নাই! ফেলারাম তোমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে—এখন তুমিও দেখ্‌তে পাচ্চ, তোমার সাধের স্বর্ণপ্রতিমা সোণার আবরণে ঢাকা অঙ্গার আবর্জ্জনার রাশি—এখন তাকে জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য, না ? (সজোরে ভূমে পদপ্রহার) অবশ্য, অবশ্য, সেই আমার কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশে আমি এখনি ফেলারামের কাছে যাব—যা ফেলারাম দেখাতে চেয়েছে দেখ্‌ব—তার পর যা মনে আসে কর্‌ব। আসল কথা পাপিষ্ঠা কুসুমকে, আর তার উপপতি বিষ্ণুরামকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতেই হবে। (সদন্তে অঙ্গাস্ফালন করিয়া ক্রোধকাম্পিতস্বরে) আমি, আমি হেমেন্দ্রনাথ রায়, ধনে মানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকক্ষ

আমাদের কুল নির্ম্মল, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক; যে পাপিষ্ঠা এ কুলে কালি দিয়ে আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের মাথা হেঁট করেছে—যে পাপিষ্ঠা আমার পবিত্র প্রণয়ের বিনিময়ে পাপপূর্ণ প্রতারণা মাত্র আমায় প্রতি-দান দিয়েছে—সে পরিণীতা পত্নী হলেও ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমার বধ্য! আর যে পাপিষ্ঠ পশু তার পাপের সহায়—যে মনে মনে আমায় তাচ্ছিল্য ক'রে তার রূপ যৌবন সম্ভোগে রত—সেই পরস্ত্রী কামুক লম্পট ব্রাহ্মণ পুত্র হলেও ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমার বধ্য। অতএব তাদের উভয়কেই আমি অদ্য শমন ভবনের অতিথি কর্‌ব। সে শূকর শূকরীর এত বড় সাহস, এত বড় স্পর্দ্ধা যে, আমার অবমাননা করে? বোধ হয় তারা আমায় নিতান্ত কাপুরুষ মনে করে, নতুবা এমন করে আমার মস্তক পদদলিত কর্‌বে কেন? তারা জানে না যে, একমাত্র হেমেন্দ্রের ক্রোধানলে তাদের ন্যায় সহস্র সহস্র কৃমি কীট পুড়ে ভস্মীভূত হতে পারে—তাদের সমুদয় রাজপুর অগ্নিময় হতে পারে—তা জান্‌লে কি এ কাজে দাঁড়ায়? ওঃ! পাপিষ্ঠা কুসি কালামুখী যে দুর্ব্ব্যবহার আমার সঙ্গে করেছে, এমনটা পিশাচীতেও কর্‌তে পারে না। পাপিষ্ঠার কথা ভাব্‌তে আমার সর্ব্বশরীরে যেন ছুঁচ ফুট্‌ছে—ধমনীতে রক্তের পরিবর্ত্তে যেন বিদ্যুৎ বহিছে! তার নাম মুখে আন্‌তে আমার মনের মাঝে দাবা-নল জ্বলে উঠ্‌ছে—আর সেই আগুণের উত্তাপে আমার মস্তিষ্ক যেন স্ফুটিত হচ্চে—খর জ্বালে চুল্লির উপর কড়ায়ের তেল যেমন টগ্‌বগিয়ে ফোটে, তেমনি স্ফুটিত হচ্চে! আমি সে দুষ্টারে কি দিই নেই? তুচ্ছ ধন সম্পদ ধরি না—কিন্তু যে অকৃত্রিম, প্রগাঢ় স্নেহ, অনন্ত অপরিমিত ভালবাসা আমি সেই অসতীরে দিয়েছিলেম, পতিব্রতা পত্নীরেও কেউ তেমন দিতে পারে না। আমি ত তারেই আপনার দেহ, প্রাণ, মনের অধিশ্বরী করেছিলেম—তাই এমন ক'রে সে আমার গালে চুণকালি দিয়েছে! পাপিয়সী উপপতির অঙ্কে উপবিষ্ট হবার পূর্ব্বে কি একবারও আমার ভালবাসার কথা ভাবে না? একবারও মনে করে না, সে কেমন লোকের পুত্রবধূ, কেমন লোকের স্ত্রী? ধিক্ রমণী জাতিকে! এ সংসারে রমণীর অকরণীয় কোন দুষ্কৃত কোন মহাপাপ নাই। কি দিয়ে স্রষ্টা রমণী

সৃষ্টি করেছেন, বল্‌তে পারি না—বোধ হয়, তিনি পাপের সাগর মন্থন ক'রে এ গরল তুলেছেন। কিন্তু পৃথিবীকে স্ত্রীজাতির বাসভূমি কর্‌লেন কেন?—তারা নরকের জীব—নরকেই ঠাঁই দিতে হত। কি বল্‌ব, মহাবীর পরশুরামের ন্যায় আমার বাহুতে বল নেই। তা থাকলে পৃথিবীকে আজ রমণীশূন্য কর্‌তেম। রমণীশোণিতে নুতন সমস্ত পঞ্চক নির্ম্মিত করে প্রতিহিংসা বৃত্তিকে তর্পিত কর্‌তেন!

(বখরুদ্দীনের প্রবেশ)

বখ। সেলাম বাবু সাহেব, রামসিংহের বাত মাফিক গোলাম একযোড়া পিস্তল ভরে এনেছে।

হেমে। কই পিস্তল?—দেও আমায়—জল্‌দি দেও।

বখ। এই যে হুজুর——

[পিস্তল দান ও সভয়ে প্রস্থান।

হেমে। (দুই হস্তে দুই পিস্তল ধরিয়া) আজ আর সে পামর পামরীর নিস্তার নাই—যদি তাদের সহস্র প্রাণ থাকে, কি তারা অমৃতরস পান করে থাকে, তবু আজ তাদের নিস্তার নাই। আমার হাতে কেউ আজ তাদের প্রাণরক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। শূকর শূকরীর তরল শোণিতে আজ আমার অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হবে। বাম করের এই পিস্তল দিয়ে পাপিষ্ঠা কুসি রাক্ষসীর আর ডানি করের এই পিস্তল দিয়ে তার উপপতি মনুষ্যনামের অযোগ্য বিষ্ণুরামের প্রাণবধ করে, তাদের পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান কর্‌ব কি?—পাপের উপযুক্ত প্রতিফল? সে পিশাচ পিশাচীর ঘৃণিত প্রাণ নিলেই বুঝি তাদের মহাপাপের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হবে? হায়! হায়! হায়! সে নারকীয় প্রাণীদ্বয়কে উত্তপ্ত তৈল কটাহে ফেলে পুটি মাছ ভাজা ক'রে ভাজ্‌লে, অথবা উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে, জীবন্ত ভূগর্ভে সমাহিত কর্‌লেও যে এ পাপের উপযুক্ত প্রতিফল হয় না। তাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ড মনুষ্যলোকে নাই—আছে নরকে। অতএব

নরকেই আজ তাদের পাঠাব। তার পর মুখের কলঙ্ক কালি লোকে না দেখ্‌তে দেখ্‌তে আত্মঘাতী হয়ে নিজেও সেই নরকে যাব।

[প্রস্থান।

তৃতীয়—দৃশ্য।

রাজপুর—ফেলারামের আখ্‌ড়ার সম্মুখ।

(হেমেন্দ্র ও ফেলারামের প্রবেশ।)

ফেলা। একটা নিবেদন শুনুন।

হেমে। সংক্ষেপে বলুন।

ফেলা। সংক্ষেপেই বলি। অনুভবে বুঝা যাচ্চে, আপনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছেন—সেখানে পৌছেই একটা গণ্ডগোল বাধাবেন! তা হলে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হবে। বাড়ীর বাইরে আপনার কণ্ঠস্বর শুন্‌লে, যে কোন উপায়ে আপনার চতুরা পত্নী নিজ দুষ্কৃত গোপন কর্‌বে—হয় ত খিড়্‌কি দোর দিয়ে উপপতিকে বিদায় করে দেবে। অতএব গোল-যোগের দরকার নেই। চুপে চুপে আমরা সেখানে যাব—যা দেখ্‌বার চুপে চুপে রাস্তা ধারের জানালা দিয়ে দেখ্‌ব।

হেমে। জানালা যদি রুদ্ধ থাকে?

ফেলা। (স্বগত) জানালাই যদি রুদ্ধ থাক্‌বে, তবে আর ফেলা-রামের কৌশল কি? (প্রকাশ্যে) গ্রীষ্মকাল, জানালা রুদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। যদিই থাকে, তখন অন্য উপায় করা যাবে। কিন্তু জানালা খোলা থাক্‌লে, জানালা দিয়েই আপনি দেখ্‌বেন। চুপে চুপে দেখে চুপে চুপে ফিরে আস্‌বেন। আজ সে পাপিষ্ঠাকে কোন কথাই বল্‌তে পাবেন না, যা মনে আছে কাল সকালে কর্‌বেন। এইটি আমার কাছে অঙ্গীকার করুন।

হেমে। (স্বগত) যখন যোড়া পিস্তল আমার কটিবস্ত্রে লুক্কায়িত, তখন মুখে সে পাপিষ্ঠাকে কোন কথা বলার দরকার কি? (প্রকাশ্যে) আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি—তাকে আধ কথাও বল্‌ব না।

ফেলা। ভাল, ভাল! বড় তুষ্ট হলেম। কি জানেন, আমি যে

একাজে লিপ্ত আছি, সেটা এখানকার কেউ না টের পায়, এই আমার অভিলাষ।

হেমে। তা বেশ। এখন চলুন।

ফেলা। একটুকু অপেক্ষা কর্‌তে হবে। একজন লোক পাঠিয়েছি, সে ফিরে আসুক, তার পর যাব। ততক্ষণ আপনি আমার আখ্‌ড়ায় চলুন—আমার আখ্‌ড়াটিকে পবিত্র করুন গে। আপনার মত লোকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না।

হেমে। তা যাচ্ছি, কিন্তু বেশিক্ষণ বস্‌তে পার্‌ব না।

ফেলা। বেশিক্ষণ বস্‌তে হবে না, আমার সে লোক এলো বোলে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুর—কুসুমকামিনীর শয়নাগার।

(কুসুম ও কমল আসীনা।)

কম। আজ কি কেশবপুরের খবর পাওনি কুসুম?

কুসু। খবর পেয়েছি।

কম। সু খবর ত—বনাই ত ভাল আছেন?

কুসু। হুঁ দিদি, তোমার বনাই ভাল আছেন।

কম। তবে বন্, তুমি অমন ক'রে কেন?

কুসু। কি ক'রে দিদি?

কম। তোর মুখখানি পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদখানির মত মলিন হয়েছে। চোখ দুটি ছল ছল কর্‌ছে। কুসুম, আমি তোর বড় দিদি—আমার কাছে লুকুস্‌নে। কি হয়েছে বল্?

কুসু। তোমার কাছে লুকুবনি দিদি। এই সাঁজে হতে আমার

মনের ভিতর কেমন একটা দুর্ভাবনা ঢুকেছে—কে যেন আমার কাণের কাছে বল্‌ছে—'অভাগিনি, তুই তোর প্রাণপতির বিষ নয়নে পড়েছিস্।' আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি—অস্ত্র ধরে আমার প্রভু আমার প্রাণ নিতে আস্‌ছেন। তাই ভয়ে, উদ্বেগে প্রাণ চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে! মন বড় ব্যাকুল হয়েছে! তা দিদি, আমার যে অমঙ্গল হয় হক্ তাতে দুঃখ নেই, মা সর্ব্বমঙ্গলা আমার প্রভুকে কুশলে রাখুন।

কম। ছি কুসুম, এমন ভাবনাকেও কি মনে ঠাঁই দিতে আছে? তুই হেমেন্দ্রের কি দোষ ক'রেছিস্ যে, তাঁর বিষনয়নে পড়্‌বি? হেমেন্দ্র তোরে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, তিনি কি শুধু শুধু তোর প্রাণ নিতে আস্‌তে পারেন? তুমি বন, এ মিছে ভাবনা ছেড়ে দেও। একে এ কয় দিন তুমি ভাবনা নিয়েই আছ—দিন রাত ভেবে ভেবে নিজের সোণার অঙ্গ কালি করেছে—তার উপরে আবার ভাবনা? আহা! ভাবনায় তোর শরীর মাটি হচ্চে বলে ছোট মা আমার কাছে আজ কত কাঁদ্‌লেন—আমার দুটি হাতে ধরে বল্লেন, "বাছা, রেতে তুমি কুসুমের কাছে থাক—তাকে ভাব্‌তে দিও না, কথা বার্ত্তায় আনমন ক'রে রেখো।' তা আমি কি কর্‌ব, কুসুম যে কথার বাধ্য নয়!

কুসু। অবশ্য দিদি, তোমাদের কথা আমায় নিতে হয়। কিন্তু এ ভাবনা ভুলবার যে কোন উপায় খুঁজে পাই না।

কম। সহজ উপায় আছে। তুই হাঁসি খুসি কর্—আমোদে মন লাগা—এ ভাবনা কোন্ দিকে যাবে।

কুসু। এ রেতে আর কি আমোদে মন লাগাব দিদি? একটা রূপকথা বল, শুনি।

কম। রূপ কথা ত আমি জানি না। একটা সং দেখ্‌বি? দেখ্‌না বন্।

কুসু। সংগের কথা ত রোজ তুমি বল। দেখাতে ত পার না।

কম। ও বন্, সকালে তোর কাছে বলে যাই, রেতে সং দেখাব। কিন্তু সাঁজে ঘর হতে আস্‌বের সময় পোশাক আনতে ভুলে যাই। আজ পোশাক এনিচি।

কুসু। কই পোশাক?

কম। শ্যামার কাছে রেখে এইচি। তুমি ব'স—আমি সেজে আসি।

কুসু। রাত ঢের হ'য়েছে। আজ না হয় থাক্, আর একদিন তখন সাজ্‌বে।

• কম। কেন তোর ঘুম পাচ্চে না কি?

কুসু। ঘুম এখনও পায়নি। কিন্তু তোমার কাছে মনের কথা ভেঙ্গে বলায়, মনটা কতক খোলসা হল—আন্‌চানানিটা কতক ব'ম্‌ল। ঘুম আজ হবে।

কম। বেশ বন্, ঘুম হলেই ভাল। তবে তুমি শোও। আমি যাব আর সেজে আস্‌ব। সং টং দেখ্‌লে আমোদে মন লাগালে মন প্রফুল্ল হয়।

[প্রস্থান।

কুসু। দিদি মন্দ লোক নন্, আমাকে খুসি কর্‌বার তরে নিজে উঠে সং সাজ্‌তে গেলেন। উনি আবার কি সং সাজ্‌বেন, জানি ত না। (হাই তুলিয়া) আমার বা সং দেখা হয় না। ঘুমে চোক ঘেরে আস্‌ছে। পাঁচ সাত রাত ত ভাল করে ঘুমুইনি।

(পুরুষবেশে কমলের পুনঃপ্রবেশ।)

কম। তোম্‌ কোন্ হ্যায়? হাম্ বাবু লোগ আয়া—বৈঠ্‌নে কো চৌকি দেও—তামাকুভি ভেজ দেও।

কুসু। ও পোড়ার মুখ! দিদি,—আমি বলি সত্তির্ কোন পুরুষ। এ কি সং দিদি?

কম। এ হটাৎ বাবুর সং। সত্তি বল্, কেমন সেজেছি? আমাকে আর মেয়ে মানুষ বলে চেনা যায়?

কুসু। না দিদি, চেনা যায় না—তুমি সেজেছ ভাল। এ সাজ কোথা পেলে?

কম। দক্ষিণ পাড়ার জগা বহুরূপো পাঁচ টাকায় তিন সাজ পোশাক মার কাছে বাঁধা রেখেছে। কালির সাজ, নরসিংহির সাজ

আর বাবুর সাজ। আজ বাবুর সাজ এনেছিলেম, সাজ্‌লেম। আর একদিন সাজ এনে কালি সাজ্‌ব।

কুসু। আমার বড় ঘুম পাচ্চে দিদি, আমি শুই। (শয়ন) তুমি এ বেশ ছেড়ে বিছনায় এসো।

কম। আমি এক খিলি পান নিয়ে তার পর বিছনায় যাব। ঘরে সাজা পান আছে?

কুসু। না দিদি, সাজা পান ঘরে নেই। ছ সাত দিন কে পান সেজেছে? কুলুঙ্গিতে বাটা আছে। তুমি আপনি সেজে নেবে না আমি সেজে দেবগে?

কম। তোমাকে আর উঠ্‌তে হবেনি তোমার ঘুম এয়েছে। আমি আপনি সেজে নিচ্চি। (পানের বাটা পাড়িয়া প্রদীপ নিকটে বসিয়া পান সাজিতে সাজিতে স্বগত) লোকে যে বলে মানুষের মন জান— সে কথা মিছেত নয়। এ অভাগির কপালে যে আজ কি সর্ব্বনাশ হবে, তা এ নিজে জানে না, কিন্তু ওর মন তা জান্‌তে পেরেছে। এও একটা সুলক্ষণ বল্‌তে হয়। এখন পোড়ারমুখী ঘুমুলে হয়। ঘুম ঘুম ত কচ্ছিল, দেখি ঘুমুল না কি?—ও কুসুম, কুসুম, এক খিলি পান নিবি? (উত্তর না পাইয়া) ভালই হল—কুসি শোবা মাত্র ঘুমিয়ে পড়্‌ল। এখন প্রদীপটায় তেল শল্‌তে দি—এমন মিট্‌মিটে আলোর কাজ নয়। (প্রদীপে তেল, শলিতা দেওন) বেশ উজ্জ্বল হল, এবার আস্তে আস্তে গিয়ে শিয়রের দিকের জানালাটা খুলেদি। (পালঙ্কের শির-দেশে গিয়া জানালার দোর খুলিয়া) কই, কেউ ত এখনও আসেনি— এই বেলা আস্তে আস্তে খাটে উঠে শুই। তার পর কাশির সাড়া পেলেই, মা যে কথাগুলি পাখ পড়া করে শিখ্‌য়েছেন, সেই সব কথা আওড়াব। (কুসুমের পার্শ্বে শয়ন) এ কি? এ আবার কি? এ পোড়ারমুখীর মুখখানা দেখে যে আমার মনটা কেমন কেমন করে! এর সর্ব্বনাশ কর্‌তে যেন একটু দুঃখ হয়, কিন্তু দুঃখ ত মিছে। এর সুখ সম্পদ দেখে মার মনে যে আগুণ জ্বলেছে, সে আগুণ ত নিবিতেই হবে। নইলে মাকে হারাব। মা আগু না কুসি আগু? (গৃহ পশ্চাতে

কাশি—শুনিয়া চমকিত হইয়া স্বগত) এই কাশির সাড়া বটে। এবার সে কথাগুলি বল্‌তে হয়েছে। (প্রকাশ্যে) একি কুসুম, পাখাখানি যে তোমার হাত হতে পড়ে গেল—ঘুম এসেছে না কি? (চিবুকে হস্ত দিয়া) ও কপাল! কুসুম যে ঘুমিয়ে পড়েছেন—তবে আর জাগাব না, বরং আমিই একবার বাতাস করি। (পাখা গ্রহণ) আমার আবার শুয়ে শুয়ে বাতাস হয় না—উঠে বস্‌তে হল। (বসিয়া বাতাস করিতে করিতে) আহা! আজ আমার প্রাণের কুসুম বড়ই পরিশ্রান্ত হয়েছেন। এখনও ওঁর গা বয়ে ঘাম পড়ছে। এ ননীর শরীরে কি অত মেহনৎ বরদাস্ত হয়? আমরা পুরুষ জাতি—স্বভাবতঃ আমাদের মন বড় কঠিন, বিশেষ আমি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, আত্মসুখপর—তাই মধুলোভে এ হেন কোমল কুসুম কলিকারেও নানা প্রকারে ক্লেশ প্রদান করি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমি যে এত ক্লেশ দি, এই সুকুমারী ত তাকে ক্লেশ মনে করেন না। বরং তাতে ইনি আমার প্রতি তুষ্টাই হন। কেন কুসুম, তুমি আমায় এত ভালবেসে ছিলে? আর কিছুদিন পরে তোমার স্বামী যখন তোমায় আপনার ঘরে নে যাবে, তখন এ অভাগার দশায় কি হবে? কুসুম জাগরিতা থাক্‌লে বল্‌তেন, 'আমি স্বোয়ামির ঘর কর্‌ব না, স্বামির মুখে ছাই দিয়ে, তোমার সঙ্গে এ দেশ ত্যাগ ক'রে যাব।' ইদানীং এই ধূয়াই উনি ধরেছেন। আমারও ইচ্ছা—এ অমূল্য নিধি বুকে তুলে নিয়ে এখান হতে পালিয়ে যাই। কিন্তু এ রাজপুরে অনেকটি বিষয় আশয়, পুকুর, বাগান জমা জাওরাত করেছি—নূতন বাড়ি ঘর করেছি, এ সব ছেড়ে যাওয়াও মুস্কিল হচ্চে। আমাদের সুখের কণ্টক হেমাটা এখন মরে ত——

গৃহপশ্চাতে। (ক্রোধকম্পিতস্বরে) কে মরে দেখ্‌রে নরাধম! (জানালায় বন্দুক ধ্বনি—মস্তকে গুলি লাগায় বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া কমলের পালঙ্ক হইতে ভূমিতলে পতন ও মৃত্যু।)

কুসু। (কম্পিতা ও জাগরিতা হইয়া চক্ষু কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে) একি? ঘরে এত ধুঁয়ো কেন? পাড়ায় কারো ঘরে আগুন লেগেছে না কি?

গৃহপশ্চাতে। (ঘোর ক্রোধের স্বরে) ছোড়্ দেও—হাম্‌কো ছোড় দেও।

কুসু। (স্বগত) এ কি? কার কণ্ঠস্বর?—এ স্বর যে চেনা চেনা বোধ হয়।

গৃহ পশ্চাতে। না বাবু, আর তোমায় ছাড়্‌ছিনে—তুমি যে পিস্তল ছুঁড়েছ, তাতেই কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, কে জানে? আবার তোমায় পিস্তল ছুঁড়্‌তে দেব? তোমার এমন মত্‌লব আছে জান্‌লে, কোন্ বেটা সঙ্গে আস্‌ত?

গৃহপশ্চাতে। আলবাত্ ছোড়্‌নে হোগা—ছোড়্ দেও, হাম্‌কো ছোড্ দেও। হাম্ এক গুলিসে শূয়ারকো জান লিয়া—দোসরে গুলিসে শূকরীকো জান লেঙ্গে। ছোড়্ দেও।

কুসু। (স্বগত) আবার সেই স্বর! হা কৃষ্ণ কি এ?

গৃহপশ্চাতে। অমন করো না বাপু—আস্তে আস্তে পালিয়ে চল। নইলে এখনি ফাঁড়ির লোক এসে ধর্‌বে। নিকটেই ফাঁড়ি।

গৃহপশ্চাতে। (কিছু দূরে) "পাকড়ো, পাকড়ো এজুনো আদমীকো পাক্‌ড়ো।" "ও নিমে, ওরে বিযে, তোরা ঐ গলির মোড়ে দাঁড়া—অনো আমার সাথে আয়।" (পাঁচ সাত জন লোকের পদশব্দ) "জমাদার সাহেব, ধরেছি, ধরিচি, ধরিচি।"

"অরে বিযে অই মোটা লোকটাকে ধর, বেটা ছুট্‌ছে।"

"ধর্ শালাকে, ধর্ ধর্।"

"বাবা আমাকে কেন?—আমি বৈষ্ণব ভিকারী লোক, তোমরা আমায় ছেড়ে দেও। ঐ বেটা স্ত্রীহত্যা করেছে, ওকে শূলে চড়াওগে।"

"ইস্, আর তুমি শালাকে ছেড়ে দেব। চল্ শালা বদ্‌মাস, ফাঁড়িতে চল্।"

"আমি মিনতি করি, তোমরা একটিবার আমায় ছেড়ে দাও। আর ঐ ভরা পিস্তলটি আমার হাতে দাও। আমি নরকবাসযোগ্যা পাপিষ্ঠারে নরকে প্রেরণ করি। তার পর তোমরা যেখানে যেতে বল্‌বে যাব—ইচ্ছা পূর্ব্বক যাব। ধরে লয়ে যেতে হবে না। দোহাই ঈশ্বরের—একটিবার ছেড়ে দাও।"

" না বাপু, আমরা আর কারেও ছাড়্‌ছিনি। চল।"

দূরে। " কেন ছাড়্‌বি নি ?—ছেড়ে দে—আমায় ছেড়ে দে—ভাল চাস্ ত ছেড়ে দে।

দূরে। " ওরে তোরা খুব জোরে ওরহাত দুটো ধরিস্। যে জোরে টান দিচ্চে, এখনি হাত ছাড়িয়ে নেবে। "

কুসু। কি এ সব ? কিসের এ গোলমাল ?—দুজন লোককে চৌকিদারে ধরে নিয়ে গেল। লোক দুটি কে ?—এক জনের গলা অচেনা—অবশ্য সে আমার আপোশ বা চেনা লোক নয়, কিন্তু আর এক জনের—হা কৃষ্ণ ! আর মনকে চোক ঠারা ত মিছে—আর এক জনের গলা ঠিক আমার প্রভুর গলার মত ! মত কেন সে তাঁরই গলা ! কিন্তু তাঁকে কেন চৌকিদারে ধর্‌বে—তিনি করেছেন কি ? আর এ রেতেই বা তিনি কি জন্যে এখানে আস্‌বেন ? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি নি—আমার গা কাঁপ্‌ছে—বুক দুর্ দুর্ করছে ! দিদি কোথায় গেলেন ? দিদি, দিদি—(চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) ও কপাল ! ঐ যে, দিদি ওখানে পড়ে—ওঁর কি আজ এতই ঘুম চেপেছে যে খাট ছেড়ে ভুঁয়ে পড়েছেন ? সে সাজটাও ছাড়েননি। ও দিদি, দিদি, উঠে শোওসে। সাড়া নেই কেন ? (পালঙ্ক হইতে নামিয়া) ওমা, এ কি ! এ কি ! রক্তে যে দিদির গা ভেসে যাচ্চে—ভুঁই ভেসে যাচ্চে ! (গায় হাত দিয়া) ও দিদি, দিদি—ওমা, কি হবে, দিদিকে যে কেমন লাগ্‌ছে ! (ক্রন্দনের স্বরে) ও শ্যামা, শ্যামা, ও বামা।

নেপথ্যে। কেন গা দিদি ঠাকুরুণ, কি বল্‌ছ ?

কুসু। ওরে তোরা শীগ্‌গীর আয়্—শীগ্‌গীর আয়্। সর্ব্বনাশ হয়েছে ?

(শ্যামা ও বামার প্রবেশ।)

বামা। কি হয়েছে দিদি ঠাকুরুন ?

কুসু। তোরা আমার দিদিকে দেখ্—উনি কি হয়েছেন দেখ্।

শ্যামা, বামা। ওমা, তাইত গো ! তাই ত গো ! রক্তে যে নদী বয়ে যাচ্চে ! এমন কাজ কে কল্লে গো ?

কুসু। কে কল্লে হরি জানেন। দিদি তোদের কাছ হতে সং সেজে এসে একটু আমোদ ক'রে পান সাজ্‌তে বস্‌লেন—আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লুম, তার পর কি হল গেল জানিনে—কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখি ধূঁয়ায় ঘর পরিপূর্ণ। সেই সময় রাস্তায় একটা গোল উঠ্‌ল—দুজন লোককে ফাঁড়ির লোকে ধরে নিয়ে গেল। তোরা গোল শুন্‌তে পাস্‌নি ?

শ্যামা। শুন্‌তে পেয়েছিলুম—আমরা বলি কারো ঘরে ডাকাত পড়েছে। তাই সাড়া সুড়ি দিইনি।

কুসু। শ্যামা, তুই গিয়ে মাকে আর বড় মাকে ডেকে আন্‌। তাঁরা এক টেরে রইলেন—এখানে এমন বিপদ, কিছুই জান্‌লেন না।

[শ্যামার প্রস্থান।

বামা। হেঁগা দিদি ঠাকুরুণ, এই দিকে গুড়ুম্ ক'রে যে একটা শব্দ হয়, সেটা কি বন্দুকের শব্দ ?

কুসু। সম্ভব—আমি ঘরে ধূঁয়ো দেখ্‌তে পেয়েছিলেম।

বামা। তবে কি বন্দুকের গুলি লেগেই কুমু দিদির এ দশা হ'য়েছে ! রসো—রক্ত কোথা হতে পড়্‌ছে, দেখি। (প্রদীপ হস্তে লইয়া) এই দেখ গো, মাথা হতে রক্ত পড়্‌ছে—মাথাতেই গুলি লেগেছে। আহা ! আহা ! দেখে বুক ফেটে যায়।

কুসু। আমাদেরই যখন এমন হচ্চে, না জানি এ রক্তারক্তি দেখে বড় মার কি দশাই হবে। তিনি কি আর বাঁচ্‌বেন ?—এই খানেই আজ তাঁর পরাণ বেরবে। হেঁ বামা, আমার ঘরে দিদির এ দশা কেন হল ? আমি কেমন করে বড় মাকে মুখ দেখাব ?

বামা। তোমার দোষ কি দিদি, বিধাতা যার কপালে যা লিখেছে, সে কি রদ হবার বটে, তা এ কাজটা কার ? এ দুকুর রেতে এসে চোরা ঘায়ে কে বন্দুক ছুঁড়ে গেল ? কে এমন সর্ব্বনাশ করে গেল ? তোমাদের তেমন মুদ্দই ত গাঁয়ে কেউ নাই।

কুসু। যখন কপাল ভাঙ্গে, তখন আপনার জনও মুদ্দই হয়।

(স্বগত) আমার মনের ধারণা মনেই থাক্। হে মা দুর্গে! হে হরি! হে ঠাকুর! আমার সে ধারণা যেন মিথ্যা হয়

নেপথ্যে। কই, কই, আমার কুমু কই—আমার সোণার যাদু কই?

কুমু। অই বড় মা আস্‌ছেন। কি হবে বামা, কি হবে?

(হৈমবতী, ক্ষেমঙ্করী এবং শ্যামার প্রবেশ।)

ক্ষেম। (কপালে করাঘাত করিতে করিতে) কই আমার কমল-চাঁদ—কই আমার ননির পুতুল—আমার পরাণের পরাণ—দুঃখপাসরা ধন কই? দেখা, দেখা, আমার বাছাকে একবার দেখা।

বামা। এই এখানে রয়েছেন।

ক্ষেম। (বেগে নিকটে আসিয়া) ওমা, এ কি! এ কি! উহুঁ হুঁহু! (পার্শ্বে পতন—মূর্চ্ছা, অন্য সকলের ক্রন্দন।)

কুমু। শ্যামা, বড় মাকে দেখ্—ওঁর মুখে চোখে জল দে। আমি বাতাস করি। (ব্যজন)।

শ্যামা। বড় গিন্নি, বড় মা—আহা! আহা! দাঁতকপাটি লেগেছে।

হৈম। তাই ত গো—তাই ত গো—উনিও ফুরুলেন না কি? দিদি, দিদি!

ক্ষেম। (চেতন পাইয়া) কি? কি?—আমার জীবনধন কই, আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক কই—আমার কমলচাঁদ কই!

হৈম। এই যে দিদি তোমার সোণার কমল ধূলায় লুটাচ্চে! আহা! বাছার দশা দেখে—(ক্রন্দন)।

ক্ষেম। কি, কি? আমার সোণার কমল ভুঁয়ে লুটাচ্চে, আর আমি এখনো বেঁচে? এখনও আমার পাপ পরাণ দেহে রয়েছে? বের রে কঠিন পরাণ, এখনি বের। (সজোরে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে) বের, বের, বের!—ভাল চাস্ ত বের! কি রে পাষাণ, এখনও তুই বেরিলি নি—এখনও দেহের মায়া ছাড়্‌লি নি? রঃ! রঃ! পাজি, তোরে দেখাই। (বসনাঞ্চলে ফাঁসি প্রস্তুত করিয়া কণ্ঠে দেওন)।

হৈম। ওগো, তোরা দিদির দুটি হাতে ধর্—আমি ওঁর গলের

ফাঁসি খুলে দি। ওঁর যে রকম, এখনি আত্মঘাতী হবেন। (বামা শ্যামার হস্ত ধারণ—হৈমবতীর ফাঁশি খুলিয়া দেওয়ন)

ক্ষেম। কি, কি! তোরা আমায় মর্‌তে দিবিনি—কায়দা করে রাখ্‌বি?—তা পার্‌বি নি—পার্‌বি নি, আমি মর্‌ব—নিশ্চয় মর্‌ব। আমার কমলচাঁদ আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে—আমার সোণার ডিঙ্গি তুফানে ভেসে গেছে—আমার পরাণের অধিক ধন যম চোর চুরি করেছে—তবু আমি মর্‌ব নি? তোমরা বল কি?—আমি এখনি মর্‌ব—যে পথে আমার কমলচাঁদ গেছে, সেই পথে আমিও যাব। কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না।

হৈম। আহা! বাছার দশা দেখে, সত্য সত্যই মর্‌তে ইচ্ছে হয়। আমরা দুজনে রইলুম, আর কুমু চলে গেল! ধিক্ আমাদের জীবনে! ধিক্ আমাদের পোড়া কপালে!

কুসু। বড় মা, তোমার পায় পড়ি, একটু স্থির হও। মলে কি মা দিদিকে পাবে?

ক্ষেম। (স্বগত) পোড়ারমুখি, এখনও তোর খেদ মেটে নি—এখনও তুই আমায় মা বলে ডাক্‌চিস্? এখনও আমার বুকে বিষ কাঁড় বিঁধ্‌চিস! তুই যদি না হবি, তবে আমি কুমুকে হারাব কেন? (প্রকাশ্যে) ওগো তোমরা আমার হাত ছাড়, তোমাদের পায় পড়ি—আমার হাত ছাড়। আমি একবার পরাণের কমলকে কোলে করি—একবার আমার বুকযুড়া ধনকে বুকে ধরি—একবার বাছার মুখ চুম্বন করি। (বলে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া কমলের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ ও মুখ চুম্বন) কুমু, মা আমার, চাঁদ আমার, একটিবার চোক মিলে আমার পানে চাও! জনম-দুঃখিনীকে একটিবার মা বলে ডাক! জনমের মত তোর চাঁদ মুখে আমি মা বোল শুনি। তুমি বই আমার আর কে আছে মা! কেন মা কথা শুন্‌ছনি, তুমি ত আমার তেমন ছেলে নও! কে কথা শুন্‌বে? আমার বাছা যে নেই! আমার বাছা নেই! ওহো! হো! হো! (মূর্চ্ছা)

হৈম। আবার যে দিদি মূর্চ্ছো হলেন শ্যামা—কি করে ওঁরে বাঁচাই বল দেখি?

শ্যামা। এখানে থাক্‌লে উনি মারা যাবেন। চল, আমরা সবাই মিলে ধরে বাইরে নে যাই।

হৈম। চেটা না হলে কেমন ক'রে নে যাব? আহা! আবার দাঁত কপাটি লেগেছে! জাতি আন, নৈলে দাঁতের খিল ছাড়্‌বে না।

শ্যামা। জাঁতি চাই নে। ঐ দেখ, ওর চেটা হচ্চে! উনি চোক মিলে চাইছেন।

ক্ষেম। রাক্ষস! রাক্ষস! তুই আমারই সর্ব্বনাশ কর্‌লি! আমারই সোণার কমলের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেলি। হায় হায়, আমি যে এত দিন রাক্ষসের সেবা করেছিলেম, এই বুঝি তার পুরস্কার হল। হবে না কেন? আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি প্রতিফল হরি আমায় দিয়েছে! দোষ কারো নয়—সব দোষ (কপালে করাঘাত করিতে করিতে) এই পাপিষ্ঠার—এই পাপিষ্ঠার—এই পাপিষ্ঠার!!

হৈম। অমন করো না দিদি, একবার বাইরে চল। আমার মাথা খাও চল।

ক্ষেম। না, না, আমি যাব না—আমার পরাণ কুমুকে ছেড়ে কোথাও যাব না। (মৃতদেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া) এমনি করে বাছাকে কোলে নিয়ে বসে থাক্‌ব। দেখি, মার কোল হতে যম কেমন করে বাছাকে নিয়ে যায়।

হৈম। যম যে আমাদের আগেই ফাঁকি দিয়েছে দিদি! অভাগিনীদের চোখে ধূলো দিয়ে সে যে আমাদের হৃদয়ের ধন চুরি করেছে! উহু হুহু! কথা বল্‌তে বুক ফাটে। (ক্রন্দন)

শ্যামা। ও বাবা! এরা কে?

(দুই জন বরকন্দাজ ও চারি জন চৌকিদার সঙ্গে জমাদারের প্রবেশ)।

জমা। এ বাড়িতে খুন্ জখম কিছু হয়েছে? এই যে একটা লাস পড়ে, ভবেত খুন হওয়া বটে। বাপু আমিন, একটা বাত শোন।

১ বর। আজ্ঞে করুন।

জমা। (জনান্তিকে) তুমি জল্‌দি ফাঁড়িতে যাও। দারোগা সাহেবকে খুনের খবর জানাও গে। আর বল গে—আসামীদের ফাঁড়িতে রেখে কাজ নেই। রেতেই মুর্শীদাবাদ চালান করে দিন্।

১ বর। সে কি চাচা জি? এত তাড়াতাড়ি আসামী চালান করা কেন? চৌকীদারেরা বল্‌ছিল একটা আসামী মস্ত জবরলোক জমীদার, তাকে এক আধ দিন আটক রাখ্‌লেত দু একশ মিল্‌তে পারে।

জমা। তুমি ছেলে মানুষ, হালে কাম পেয়েছ—কিসে কি হয় তাত জাননা। আসামী হেমেন্দ্র রায়ের চার পাশে এলেকা—চার পাশের যত লোক সবাই তার তাঁবেদার—কেউ পেজা কেউ খাতক, কেউ চাকর—কেউ কিছু। এ সেওয়ায় ওর বাড়ীতে অনেক গুলা ভোজপুরে এসাওল আছে—অনেকগুলা দেশী পাইক আছে। এরা সব কোন রকমে যদি হেমেন্দ্রের গ্রেপ্তার হওয়া শোনে, পিঁপ্‌ড়ের পালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়্‌বে, আমাদের মার পিট ক'রে তাকে ছিনিয়ে নেবে। খুনী আসামী কোন রকমে হাত ছাড়া হলে সঙ্গীন দায় আমাদের ঘাড়ে পড়বে, হয়ত—আমাদের রুটি মারা যাবে। আপদ রেখে কি ফল?—কেউ না টের পেতে পেতে চুপে চুপে আসামীদের চালিয়ে দেওয়াই ভাল। আর তুমি যে বাত বল্‌ছ, চালিয়ে দিলে তারও সুবিধে হবে। তখন ঐ হেমেন্দ্রের আপোশ দোস্ত যে যেখানে আছে, আমাদের কাছে এসে সেলাম ঠুকবে আর দুশর জায়গায় পাঁচশ দিতে চাইবে। তাই দারোগায় আমায় আসামীদের তড়িঘড়ি চালান দেবার সলা করেছি। যাও, তাঁকে খবর বল গে।

১ বর। বহুত আচ্ছা চাচাজি, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

জমা। কে এ খুন করেছে, তোমরা জান?

হৈম। না বাপু, আমরা কেমন ক'রে জানব? রেতে চুপে চুপে এসে কে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

জমা। তারা দু আদমী ধরা পড়েছে। (চৌকীদারদের প্রতি) তোরা দেখ্‌ছিস্ কি? লাস উঠা।

১ চৌকী। মা ঠাক্‌রুণরা একটু তফাৎ হও। আমরা লাস নে যাব।

হৈম। সে কি বাপু? আমাদের বামুনের ঘরে শব দাহ কর্‌তে হয়।

জমা। সে সব আমি জানি নি। উপর ওয়ালার হুকুম মত কাম কর্‌ব। এখনি খোদ দারোগা সুরত হালে আস্‌বেন—যা বল্‌বার থাকে, তাঁর কাছে বল্‌বে। (চৌকীদারদের প্রতি) তোরা হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন?—লাস নে চল্‌।

ক্ষেম। কি? তোরা আমার কুমুকে নে যাবি? আমার পরাণ ধন নে যাবি? তা দেব নি—কিছুতেই আমি বাছাকে ছাড়্‌বনি। (সাপটিয়া মৃতদেহ বক্ষে ধারণ)।

বামা। বড় গিন্নি, মিছে কেন অমন কর। ছেড়ে দেও। এরা ফাঁড়ির লোক।

ক্ষেম। হলই বা ফাঁড়ির লোক—ওরা আমার হৃদয়ের ধন কেড়ে নেবার কে? আমি কোনমতে আমার বাছাকে ছাড়্‌ব নি—ওরা যদি আমায় কেটে দুফাঁক ক'রে তবু ছাড়্‌ব নি।

জমা। কি রে মাগী, আমার হুকুম মান্‌বি নি? (চৌকীদারদের প্রতি) তোরা এ মাগীকে ঠিলে তফাত ক'রে লাস কেড়ে নে।

হৈম। দিদি, আর কেন সরে বস। (সকলে ধরিয়া ক্ষেমঙ্করীকে অন্তর করণ।)

[মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া চৌকীদারগণের গমন।

ক্ষেম। (বেগে গিয়া মৃতদেহ ধরিয়া) ওরে, তোরা আমার কমলচাঁদকে কোথায় নে যাস? তোদের পায় পড়ি—আমার বাছাকে আমায় দে। আমার যে আর নেই রে!—আর নেই! (রোদন)

[কুসুম ও শ্যামা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কুসু। শ্যামা, আমার বড় ধোঁকা হচ্চে। দিদিকে খুন ক'রে যারা ধরা পড়েছে, তাদের নাম তুই ঐ বুড়াকে জিজ্ঞেসা করি গে। চল্‌, আমিও তোর পিছে পিছে যাই।

শ্যামা। তা এতক্ষণ বলনি কেন? এই খানেই জিজ্ঞেস কত্তেম।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপুর—ভবানীর মন্দির।

(হৈমবতীর প্রবেশ।)

হৈম। কুসুম, ও কুসুম, এসো মা শুভ সংবাদ শোন সে।

(কুসুম ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

কাদ। কি শুভ সংবাদ সই মা?

হৈম। মা সর্ব্বমঙ্গলা বিল্বপত্র গ্রহণ কর্‌লেন।

কুসু। তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌লে মা?

হৈম। হ্যাঁ বাছা, স্বচক্ষে দেখ্‌লেম। প্রভু ভৈরবাচার্য্য পূজা ও চণ্ডীপাঠের পর বিশ্বেশ্বরীর শ্রীপাদপদ্মে তিনটি বিল্বপত্র দিলেন—কৃপাময়ী তিনটিই গ্রহণ কর্‌লেন। তাই দেখে আচার্য্য ঠাকুর বল্‌লেন, "তোমার জামাতার যদি কোন অমঙ্গল হয়, আমি পৈতে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।" আমি পাঁচ মোহর দক্ষিণে দিয়ে তাঁর চরণ বন্দন করলেম।

কুসু। আচার্য্য ঠাকুর কোথায় মা?

হৈম। আমাদেরই জন্য ওধারের বিল্ববৃক্ষমূলে ব'সে শতরুদ্রী জপ কর্‌ছেন। জপ সাঙ্গ হলেই তোমায় ডাক্‌বেন। তুমি কাছে গিয়ে আর পাঁচ মোহর দক্ষিণে দিয়ে তাঁরে প্রণাম কর্‌বে—তিনি প্রসাদী ফুল দেবেন, সে ফুল ভক্তিভাবে মাথায় নেবে। তার পর পায়ে ধরে তাঁরে আমাদের ঘরে নে যাবে। সেইখানেই আজ তাঁর সেবা হবে। আমি উদ্যোগ করিগে।

[প্রস্থান।

কুসু। মা সর্ব্বমঙ্গলে! আমি অবোধ বালিকা—জ্ঞানহীনা;

স্তব জানি না, স্তুতি জানি না—মন্ত্র জানি না, পূজা জানি না—জানি কেবল কাঁদ্‌তে ;—তাই দুঃখে শোকে অবসন্না হয়ে তোমার কাছে কাঁদ্‌তে এসেছি। তুই কি মা দুঃখিনীর কান্নায় কাণ দিবিনে—দুঃখিনীর পানে মুখ তুলে চাইবিনে ? হায় মা ! তা হলে যে তোর দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হবে। মা, এ অভাগিনীর তোমার পদে ভক্তি নেই—সাধনা, সুকৃতি কিছুই নেই, তবু ত দয়া করে তুমি হতভাগিনীর পূজা গ্রহণ কর্‌লে—তোমার যে মা অনন্ত, অপরিমিত দয়া ! দাসী সকাতরে তোমার চরণে এই প্রার্থনা জানাচ্চে—এই দয়া দাসীর পতির প্রতি দেখাও—এবার দুঃখিনীর জীবনসর্ব্বস্ব দুঃখিনীরে দান দেও। মাগো ! বরং আমায় পরাণে মার, তবু মা আমায় পতি ধনে—প্রাণাধিক ধনে বঞ্চিত করো না ! (ক্রন্দন।)

কাদ। কেঁদ না সই, কেঁদনা। মা সর্ব্বমঙ্গলা অবশ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন। অবশ্য তোমার প্রাণাধিক ধন তোমায় দান কর্‌বেন। তোমার ন্যায় অনিন্দ্য চারু স্বর্ণপ্রতিমারে দয়াময়ী কখনই অকূল পাথারে ভাঁসাবেন না। তুমি ভক্তি সহকারে মহাদেবীকে কিছু মানসিক কর।

কুসু। মহাদেবীকে সোণার মুকুট, সোণার ছাতা, পাকা লাট মন্দির, শাঁকা, সাড়ি, এয়োজাত, একশ আট টাকার সন্দেশ আর একশ আট জয়ঢাক মানসিক করেছি। আমার প্রভু ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে এলে শোধ দেব।

কাদ। তবে নিশ্চয়ই মার অনুগ্রহে তোমার প্রভু ভালয় ভালয় বাড়ি আসবেন। আচ্ছা সই, গাঁয়ে যে একটা গুজব উঠেছে, সে কথা কি সত্য ? সত্যই কি ফেলারামের এক খানা পত্র সুরেন্দ্র এনেছেন ?

কুসু। হেঁ সই, সে কথা সত্য।

কাদ। কিন্তু সুরেন্দ্র ত প্রবাসে ছিলেন, তিনি সে পত্র কোথায় পেলেন ?

কুসু। সুরেন্দ্র কাল বিকালে বাড়ি এসে কেশবপুরের বৈঠকখানায় সে পত্র কুড়িয়ে পান। সেই পত্র পড়েই ত তিনি তাড়াতাড়ি এখানে এসেছেন।

কাদ। তুমি সে পত্র পড়েছ ?

কুসু। পড়েছি। পড়ে অবধি লজ্জায়,ঘৃণায়, শোকে, দুঃখে আমার মর্‌তে ইচ্ছে হচ্চে। যদি বসুমতী দ্বিধা হতেন, তাঁর গর্ভে প্রবেশ ক'রে আমি মুখের কলঙ্ক কালি ঢাক্‌তেম—লোককে এ পোড়ামুখ আর দেখাতেম না। শুন্‌তে পাই ফেলারাম বড় বৈষ্ণব—সে তিলক করে, হরিনাম করে—ডোর কৌপিন পরে—সে কি ক'রে আমার প্রাণেশ্বরকে অমন পত্র লিখ্‌লে ? শুধু শুধু পরের নামে অমন অপবাদ দিতে ভ নেই। উপরে ভগবান আছেন।

কাদ। ও বন্, ফেলারামের মত লোকে কি ভগবানকে ভয় করে না ধর্ম্ম ভয় করে ? ওর তিলক ফোটা নামাবলী, রসকলি, হরিনামের থলি, ভিক্ষার ঝুলি—সব লোক ভুলাবার ফন্দি—সব ভণ্ডামি। নইলে পোড়ারমুখো মিন্সে নিরপরাধিনী বালিকার সর্ব্বনাশ কর্‌তে এত খেলা খেলে ? ওঃ! তার কেমন ফেরেবি বুদ্ধি দেখ,—সে ওদিকে হেমেন্দ্রকে আস্‌তে পত্র লেখে—এদিকে কমলকে পুরুষ সেজে তোমার পাশে শুয়ে থাকতে ব'লে দেয়। তার কথা ভাব্‌তে রাগে আমার গা গুর্‌ গুর্‌ করে! পেতেম এখন সে পেট মোটা পশুটার দেখা ত মাথা মুড়িয়ে তার মাথায় ঘোল ঢাল্‌তেম—মুড়োখেঙ্গুরা দিয়ে তার পিঠে বিষ ঝাড়্‌তেম আর তার মুখে বাসি আখার ছাই দিতেম।

কুসু। ফেলারামের যে ব্যবহার তার উপর রাগ সবারই হয়!

কাদ। আর ফেলারামের কথায় ভুলে যিনি তোমার প্রাণ নিতে উদ্যত হন, তাঁর উপর—তোমার সেই আরাধ্য দেবতার উপর কি হয় ?

কুসু। যথার্থ বল্‌ছি সই, তাঁর উপর আমার রাগ হয় না। কখন তাঁর উপর রাগ হয় নি—কখন হবেওনি। কিন্তু আজ সেই দেবতার উপর আমার চার পোয়া অভিমান হয়। এতকাল্ নেড়ে চেড়ে দেখেও যে তিনি আমায় চিন্‌তে পারেন নি—এই জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। পাপিষ্ঠ ফেলারামের কথায় তিনি কি ব'লে আমায় অসতী ভাব্‌লেন ? হেঁ সই, সতী কি কখন অসতী হতে পারে ? যে নারী পতি

প্রেমে মজেছে—পতিপদে আপনাকে বেচেছে, সে কি কখন পতি ছেড়ে উপপতি ভজ্‌তে পারে ?

কাদ। না সই, পতিব্রতা সতী কখনই তেমন কু কাজ কর্‌তে পারে না—কেননা ধর্ম্মকে সতী নিজের হৃদয়ের শোণিতাপেক্ষা জীবনের অপেক্ষাও বহুমূল্য জ্ঞান করে। কিন্তু যে পোড়ারমুখীদের স্বভাব মন্দ—যাদের লজ্জা শরম নেই, ধর্ম্ম ভয় নেই, লোকনিন্দার ভয় নেই—তাদের অসাধ্য কি ?—সেই পিশাচীরা কাণা কড়ির দরে নারীর সারধন সতীত্ব রত্ন বিক্রয় কর্‌তে পারে। সাক্ষী তোমার বিমাতা। রাগ করোনা সই, তোমার বড় মার চরিত্র দেখে, শুনে, আমাদেরও লাজে মুখ তোলা ভার হয়। কোন্ কুকাজ তাঁর বাকি আছে ? এই যে তোমার মাথার উপর এত বিপদ গেল, বড়মাই এর মূল। তাঁরই মনস্তুষ্টি তরে ফেলা-রাম তোমার অনিষ্ট সাধন কার্য্যে ব্রতী হয়। তাঁরই কথায় কমল পুরুষ সেজে তোমার পাশে শোয়। তিনিই নাটের গুরু, তাই এ ঘটনার পর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারেন নি—কোথায় চলে গেছেন।

কুসু। তা বটে সই—বড় মারই এ কাজ বটে। কিন্তু এই আমি ভাবি—এতে তাঁর লাভ কি ?—আমি যদি প্রাণেশ্বরের হাতে মারা যেতেম, বড় মার ত কোটা বালাখানা হত না ?

কাদ। হিংসুকেরা কোটা বালাখানা চায় না, অন্য লাভ চায় না—চায় কেবল যার উপর হিংসে তার মন্দ দেখ্‌তে—তাকেই কত টাকা পাওনা মনে করে। বড় মা অমন হিংসুকে ত নন্—ত্রিভু-বনের হিংসে তার মনের ভিতর জমে আছে। তাঁর মুখে হাঁসি কখন দেখেছ ? আমার এত খানি বয়স হল—আমি ত তাঁকে হাঁস্‌তে কখন দেখি নি। মনে সুখের ঢেউ না বইলে মুখে হাঁসি ফোটে না। বড় মার মনে সুখ কোথায় ?—তোমাকে দেখ্‌লেই যে তাঁর অন্তর জ্বলে যায়—তোমার ভাল দেখ্‌লেই তাঁর বুকে বোলদ্বার হুল ফোটে, আঁতে জল বিছিতি লাগে। তোমার উপরেই তাঁর জেয়াদা হিংসে।

কুসু। কি জানি ভাই, আমি ত বড় মার কোন দোষ করি নি, তবে আমার উপর তাঁর হিংসে কেন ? যেমন নিজের মাকে—বড়

মাকেও আমি তেম্‌নি ভাল বাসি, তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা করি—তাঁর দুঃখকে আমি আপনার দুঃখ মনে করি। এই যে তিনি দিদিকে হারিয়েছেন—দারুণ শোক পেয়েছেন—গাঁ ছেড়ে চলে গেছেন—এতে আমার মনে যে দুঃখ হয়েছে, তা আমিই জানি আর হরি জানেন। তা আমি যখন বড় মাকে মায়ের মত দেখি, তখন তিনিও কেন আমায় মেয়ের মত দেখেন না? আমি ত তাঁর পাতান মেয়ে নই—দিদি তাঁর যেমন্‌ মেয়ে—আমিও তেম্‌নি মেয়ে—তবে কেন তিনি শুধু শুধু আমার মন্দ কর্‌তে যান? তিনি কি জানেন না যে, আপনার মেয়ের মন্দ কর্‌তে নেই?

কাদ। তা বেশ জানেন। কিন্তু তুমি তাঁর সতীনের মেয়ে—তোমাকে ত তিনি আপনার ভাবেন না—পরের অধিক পর ভাবেন—দোস্‌মন মনে করেন—তাই তোমার সুখের হাট ভাঙ্গ্‌তে—তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে তাঁর এত যত্ন, এত উদ্যুগ। কিন্তু 'পরের মন্দ কর্‌তে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।' বড় মারও তাই হয়েছে। তিনি যান তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে, কিন্তু কমলকে মেরে হরি তাঁরই দরুণ সর্ব্বনাশ করেছে। তোমার আবার সব হবে—আবার তুমি হেমেন্দ্রকে পাবে, তাঁর স্নেহ ভালবাসা পাবে—কিন্তু বড় মা কমলকে আর পাবেন না।

কুসু। আহা! দিদির সে রক্তমাখা মূর্ত্তিটি মনে পড়্‌লেই আমার চোখে জল আসে!—আবার যখন মনে হয় তাঁর সে দশা আমার প্রাণেশ্বর হতে—তখন যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! আমার প্রভুর মত ধীর, বুদ্ধিমান্‌, বিচক্ষণ লোক ত এ তল্লাটে নেই। ভগুরাম ফেলারামের কথায় হটাৎ এমন কাজ তিনি কেন কল্লেন?—কেন একটিবার মুখ ফুটে আমায় জিজ্ঞাস্‌লেন নি? আমার কাছে যদি কথা তুল্‌তেন, তা হলে আর এ অনর্থ ঘট্‌ত নি। আমি তাঁরে বুঝিয়ে বল্‌তেম,—আমি অবিশ্বাসিনী নই, যদি সহজে বিশ্বাস না হত, না হয় তাঁর চরণ ছুঁয়ে দিব্বি কর্‌তেম—তার বড় দিব্বি কি আছে আমি ত জানি নে। যদি তাতেও তাঁর মনের ধোঁকা না মিট্‌ত, তখন ছুরি দিয়ে নিজের

বুক চির্‌তেম—তাঁরে দেখাতেম যে আমাতে কোন পাপ নেই। না হয় আমিই মরতেম, তবু তিনি ত বুঝ্‌তেন—আমি অসতী নই। হায়! হায়! তা হলে আমাকে নিয়েই সব চুকে যেত—দিদিও মারা যেতেন না, আর দিদিকে খুন করে আমার প্রভুও খুনের দায়ে পড়্‌তেন না!

(সুরেন্দ্রের প্রবেশ।)

কি ভাই, কি ক'রে এলে?

সুরে। এখানকার দারোগা জমাদার উভয়কেই বাগিয়ে এলেম, তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে না। এ কি? আপনার চোখ ছুটি জলে ভরে গেল কেন? আমার মাথার দিব্য সাধের বউ, আপনি কাঁদ্‌বেন না—এ সময় আপনি কাতর হলে আমাদের কোমর ভেঙ্গে যাবে। আমরা মামলার তদ্বির কর্‌তে পার্‌ব না—কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।

কুসু। না ভাই, তা বল্‌লে হবে না। তোমাকে ভাল করে এ মাম্‌লার তদ্বির কর্‌তে হবে। তুমি যে বল্‌ছিলে—তদ্বিরেই মাম্‌লা পাওয়া যায়।

সুরে। তা যথার্থ। বিশেষ মুসলমানের আদালতে টাকা যার, মাম্‌লা তার। আমরা টাকা খরচের কসুর কর্‌ব না, এক টাকার জায়গায় দশ টাকা দিয়েও পেয়াদা অবধি উজির পর্য্যন্ত নবাবের যত কর্ম্মচারী সকলকেই হাত কর্‌ব।

কুসু। সকল রাজকর্ম্মচারীই কি ঘুঁস খোর? সবাই কি টাকা খেয়ে আমাদের পক্ষ হবে?

সুরে। যাঁরা ঘুস খোর নন্‌, তাঁরা অবশ্যই ধার্ম্মিক—ন্যায়বান্‌; তাঁদের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁরা সকল সময়েই ন্যায়পক্ষ অবলম্বন করেন—ন্যায্য কথা বলেন। কিন্তু এরূপ কর্ম্মচারী নবাবের দরবারে দু একটিও আছেন কি না সন্দেহ। নবাবের অধিকাংশ আমলার স্বভাব এই—তাঁরা আসামী ফরিয়াদির মধ্যে যারে টাকার মানুষ বলে জান্‌তে পারেন, টাকা না পেলে তার স্বাপক্ষে কোন কথা বলেন না, কিন্তু বিরুদ্ধে পঞ্চমুখে ব্যক্তৃতা করেন। সেই সব মহাপুরুষকেই অর্থ দ্বারা বশীভূত কর্‌তে হবে। ফল কথা, আমরা

টাকা দিয়ে অবিচার কিন্‌তে চাই না—সুবিচার কিন্‌তে চাই।

কুসু। বল কি ভাই—সুবিচার হলে কি আমাদের মঙ্গল হবে? সুবিচার হলে কি তোমার প্রিয়বন্ধু খালাস পাবেন?

সুরে। যে ভ্রান্তির বশে প্রিয়বন্ধু এ খুন করেছেন, তাতে কোরাণ শরার মতে কি যুক্তিমতে তাঁর কোন দোষ হতে পারে না। সকল দোষ সেই পাপিষ্ঠ কুচক্রী ফেলারামের ঘাড়ে পড়ে। অতএব ফেলা-রামই সাজা পাবে—তিনি খালাস পাবেন—বড় সাজা হয় ত কিছু জরিমানা হবে।

কুসু। ভাই, এ মাম্‌লার তদ্বির কর্‌তে বিস্তর টাকা চাই। তুমি কি প্রকারে এত টাকার যোট কর্‌বে? আমার যে দু লাখ টাকার গয়না আছে, সে গুলি তোমায় দিচ্চি, কোথাও বাঁধা রেখে টাকা আন।

সুরে। কেন সাধের বউ, আপনার কেশবপুরের ধনাগারে কি টাকা নেই, যে আপনি গায়ের গহনা বাঁধা দেবেন? আপনি অনুমতি কর্‌লে এই দণ্ডে কেশবপুর হতে পাঁচ লাখ টাকা যোট ক'রে আন্‌তে পারি। টাকায় বেঙ্‌ছুর্‌ ছুরি খেলাতে পারি। এ মাম্‌লার তদ্বির জন্য দু লাখ টাকা সঙ্গে দিয়ে দেওয়ানজিকে আজ মুর্শীদাবাদ পাঠয়েছি। আরও কিছু টাকা নিয়ে কাল প্রাতে আপনাদের সঙ্গেই আমি রওনা হব।

কুসু। আমাদের চার জনকেই যেতে হবে?

সুরে। চার জনকেই যেতে হবে। নবাবের মোহরযুক্ত পরো-য়ানা অমান্য করা চল্‌বে না।

কুসু। আমরা কেমন ক'রে সে রাজ-দরবারে গিয়ে দাঁড়াব?

সুরে। পরদানশিন স্ত্রীলোকদের প্রকাশ্য দরদারে হাজির হওয়া রীতি নাই। তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে। সেই ঘরে আপনারা থাক্‌বেন। বিশ্বাসী রাজকর্ম্মচারী এসে এজাহার নে যাবে।

কুসু। সুরেন্দ্র, তুমি আমার সোদর তুল্য। তোমাকে একটি কথা বল্‌ব। আটমঙ্গলার সময় সেখানে গিয়ে তোমায় লজ্জা করি নাই। এ বিপদের সময় লজ্জা কর্‌ব কেন?

সুরে। কি, বলুন।

কুসু। তোমার প্রিয়বন্ধু মুর্শীদাবাদের কোথায় আছেন?

সুরে। হাবুজ-খানায়।

কুসু। রাজধানী পৌঁছেই আমাকে একটিবার সেখানে নে যেতে হবে?

সুরে। সে কি?—সে নরকপুরে আপনি কেন যেতে চান?

কুসু। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর মতি গতি ফিরাব। তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌ব যে, আমি অবিশ্বাসিনী নই। আর এই অনুরোধ কর্‌ব—নবাবের হুজুরে হাজির হয়ে খালাসের তরে যেন তিনি নিজে একটু যত্ন পান। বুঝ্‌তেই ত পাচ্চো—ফেলারামের মুখে আমার দুর্নাম শুনে—আমার পাশে পুরুষবেশী কমল দিদিকে দেখে তাঁর মন কত খারাপ হয়েছে। মনের সে অবস্থায় মানুষের বোধ সোধ থাকে না—নিজের প্রাণের প্রতি মায়া মমতা থাকে না। অতএব এ সময় তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করা নিতান্ত আবশ্যক। নইলে তোমাদের সকল উদ্যোগ বিফল হবে।

সুরে। আপনি উত্তম বিবেচনা করেছেন। আমি যে রূপে পারি হাবুজখানাতেই তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করাব। হাবুজখানার রক্ষককে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

নেপথ্যে। বৎসে কুসুম, এদিকে এসো—আশীর্ব্বাদি ফুল নাও সে।

কুসু। আচার্য্য ঠাকুর ডাক্‌ছেন—চল ভাই সুরেন্দ্র, তুমিও চল—ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম কর্‌বে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মুর্শীদাবাদ—কারাগারের এক প্রকোষ্ঠ।

(হেমেন্দ্র দণ্ডায়মান—তাঁর হাতে হাতকড়ি)।

হেমে। আঃ! আর কত কাল এরা আমায় এ নরকে পচাবে—আর কত কাল আমায় এ অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে! ভাল, আমাকে হাজতে রাখা কেন? আমি ত গ্রেপ্তার হয়ে অবধিই সিপাই, শান্ত্রি, আমলা যারে দেখি, তারেই বলি—'তোমরা আমার প্রাণ নাও, আমায় জল্লাদ হস্তে দাও,' কিন্তু সে কথা শোনে না কেন? তা শুন্‌লে যে সকল জ্বালা মিটে যায়—আমার পাপ জীবনের সঙ্গে দুর্বিসহ নরক যন্ত্রণার অবসান হয়! কিন্তু তা কি নিষ্ঠুর বিধি হতে দিবে? সে আরও অনেক যাতনা, অনেক লাঞ্ছনা না ভুগিয়ে আমায় ছাড়্‌বে না। শুন্‌ছি আমার মামলা কাজির এজলাসে হবে না, কাজি মফস্বলে আছেন। নবাব নিজে আমার বিচার ক'র্‌বেন—আমায় আম-দরবারে হাজির ক'রে এজেহার নেবেন। হা ধিক্! আমি কেমন ক'রে সে প্রকাশ্য রাজ-দরবারে গিয়ে দাঁড়াব? কেমন করে রাজসভার শত শত লোককে মুখের কলঙ্ক কালি দেখাব? যারে এক দিন পত্নী সম্বোধন করেছি, কেমন ক'রে তার কলঙ্কের কথা দেশাধিপতির কাছে, দেশের সম্ভ্রান্ত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের কাছে—বড় বড় আমির ওমরাহ রাজকর্ম্মচারীগণের কাছে নিজ মুখে ব্যক্ত কর্‌ব? তা প্রাণান্তেও পার্‌ব না। নবাব জোর ক'রে আমায় দরবারে হাজির কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু এজেহার নিতে পার্‌বেন না। তিনি যদি আমায় কেটে খণ্ড খণ্ড করেন—কি জ্বলন্ত অনলে একে একে আমার এক একটি অঙ্গ ধরে দেন—অথবা ডালকুকুর দিয়ে আমায় ছিঁড়িয়ে ক্ষত স্থানে লুণ, লঙ্কা, নেবুর রস দেন, তবু আমি এজেহার দেব না। নবাবের হুজুরে হাজির হয়েই করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ব,

আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করুন। আহা! নবাব যদি আমার এ প্রার্থনা শোনেন—এজেহার না নিয়েই আমার প্রাণ বধের আদেশ দেন—আমি সেই সুবিচারক রাজ্যেশ্বরকে শত মুখে ধন্যবাদ দিয়ে মহা-সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। মহাসুখে—কেন না আমার ন্যায় দুর্নিবার দুঃখ ভারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর আলিঙ্গন লাভই পরম সুখকর। নবাব যদি প্রাণদণ্ড না ক'রে আমায় খালাস দেন, তা হলেও আমি এ অনন্ত যন্ত্রণাময় পাপ প্রাণ রাখ্‌ব না—যে কোন রূপে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌ব। কিন্তু দু এক দিন পরে। আগে বাড়ি গিয়ে প্রিয়বন্ধু সুরেন্দ্রের সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎ কর্‌ব—তার পর দানপত্র দ্বারা সুরেন্দ্রকে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান ক'রে, আমার পিতৃকীর্ত্তিগুলি বজায় রাখ্‌তে তাঁকে বিশেষ মতে অনুরোধ কর্‌ব। আর কি কর্‌ব? আর কিছু কর্‌বার আছে কি? (বিকট ভ্রূভঙ্গি ও ভূমিতলে সজোরে পদ প্রহার করিয়া) আছে!—আর একটা কাজ আছে, আমার পত্নী—কিঃ! আমার পত্নী? সে পাপিষ্ঠা পিশাচী—সে রাক্ষসী আমার পত্নী?—না, না, সে আমার পত্নী নয়! সতী লক্ষ্মী পদ্মাবতী আমার পত্নী ছিলেন, তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন। আমার বল্‌তে এ পৃথিবীতে কেউ এখন নেই—তবে কেন তাকে আমার পত্নী বলি?—আর তা বল্‌ব না। বিষ্ণু-রাম ঘোষালের উপপত্নী কুসুমকামিনী নামে এক পাপিষ্ঠা রমণী আমার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার কাছে সে কোন লঘুদণ্ডও পায় নি—এ পর্য্যন্ত তার দেহ হতে বিন্দুমাত্র রুধির নির্গত হয় নি—পাপিষ্ঠা সুস্থ অক্ষত শরীরে জীবিতা আছে। ঈশ্বর কৃপায় নবাবের কাছে খালাস পেলে, সুরেন্দ্রের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়ে, আমি সেই সাপরাধিনী কলঙ্কিনীরে কিঞ্চিৎ শাস্তি দেব। পিস্ত-লের গুলির আঘাত যেমন তার উপপতি মনুষ্যকুলকলঙ্ক বিষ্ণুরামকে নরকপুরে পাঠিয়েছি, সেইরূপ কুলকলঙ্কিনী কুসুমকেও নরকপুরে পাঠাব। হে হরি! আমার এ সাধ কি পূর্ণ হবে? আমি কি সেই পাপিষ্ঠারে মেরে মর্‌তে পার্‌ব। প্রভো! তুমিই ত জীবের সদসৎ কর্ম্মের সাক্ষী—তুমিই কর্ম্মফলদাতা, পাপের শাস্তা;—তুমি কি সে

দুষ্টার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান কর্‌বে না? নাথ, আমি যুক্ত করে তোমায় চরণে প্রার্থনা করি, তুমি সে দুষ্কৃতকারিণীরে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর। এই বই ইহজীবনে আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। আর কি প্রার্থনা কর্‌ব প্রভু? কার জন্য কর্‌ব? তবে এই প্রার্থনা করি—অন্তে দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিও। (নেপথ্য পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে) কি এ! কি আশ্চর্য্য! কে ঐ স্ত্রীলোক এদিকে আস্‌ছে? চেহারা দেখে ত পিশাচী বলেই বোধ হয়। না, না, আমার দৃষ্টি ভ্রম। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে বলি। ঐ যে, মায়াবিনী কক্ষে প্রবিষ্ট, হল। (অনিমেষ লোচনে দর্শন।)

(কুসুমকামিনীর প্রবেশ।)

কুসু। (স্বগত) আহা! আহা! আমার প্রাণাধিকের যে সে চেহেরাই নাই! ওঁর দেহ যষ্টিখানি যেন ভেঙ্গে পড়েছে! শরীর অস্থি-চর্ম্মসার হয়েছে। কে যেন সোণার গায়ে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। এ গারদে না জানি কতই ক্লেশ পাচ্চেন! এখানে কি ভাল খেতে পাচ্চেন, না ভাল জায়গায় শুতে পাচ্চেন। আ মরি! হাত দুটি পর্য্যন্ত বেঁধে রেখেছে! কোন্ চণ্ডাল ও নরম হাত দুটি এমন শক্ত ক'রে বেঁধেছে! তার মনে কি মায়া মমতা কিছুই নেই! হাঃ ভগবান! আমার কপালে এত দুঃখ ছিল!! (ক্রন্দন।)

হেমে। (স্বগত) দেখেছ, রাক্ষসী এখানে পা দিয়েই কান্না যুড়ে দিয়েছে! এত কান্না নয়—বশীকরণ মন্ত্র। বোধ হয়, কুহকিনীর এখনও আমায় বশ কর্‌বার অভিলাষ আছে। (প্রকাশ্যে) ও শূর্পণখা! ও মায়াবিনি! তোর মনের মতলব কি? কি মনে করেছিস্—চোখের জল ফেলে, মিষ্টি কথা বলে, পাঁচ রকম ভেল্‌কি বুজরুকি দেখিয়ে আবার আমায় মুগ্ধ কর্‌বি? আবার তেম্‌নি ক'রে আমার ধনাগার লুট্‌বি?—আর তা পার্‌বি না। হেমেন্দ্র তোকে এখন বেশ চিনেছে। আর তোর কুহকে ভোলে না—বরং তোর রক্তে স্নান কর্‌তে চায়। কি বল্‌ব, আমার হাতে হাতকড়ি রয়েছে। নৈলে তোর কান্না বের কর্‌তেম—প্রথমেই নখ দিয়ে তোর চোখ দুটো তুলে নিতেম।

কুসু। তুমি আমায় মার কাট কি আমার চোখ তুলেই নাও—কিছুতেই দুঃখ নেই। আমার এ দেহই তোমার। তুমি যা খুসি—তাই কর্‌তে পার।

হেমে। ইস্‌! কথার ছাঁদ দেখ। যেন কত সতী লক্ষ্মী! আমি মেলে কি চাখ তুলে নিলে ওঁর দুঃখ নেই—ওঁর দেহটাই আমার! ও পাপিষ্ঠা কুল কলঙ্কিনী!—তোর পাপ দেহ আমার কেন হবে?—ও দেহ সেই পাপিষ্ঠ পশুর। ধিক্‌! ধিক্‌! আমার কাছে কালিমাখা মুখ নিয়ে ব্যক্তৃতা কর্‌তে তোর লজ্জা করে না? বুঝ্‌লেম—পিশাচীদের লজ্জা শরম নেই।

কুসু। প্রাণাধিক তুমি—তোমার কাছে আমার লজ্জা কি? আমি সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হলেও তোমারই দাসানুদাসী। তুমি বই এ সংসারে আমার কে আছে? আর কার কাছে বিপদের সময় গিয়ে দাঁড়াব? কার কাছে দুঃখের সময়ে কাঁদ্‌ব? (ক্রন্দন)

হেমে। (ভেংচাইয়া) কেঁন যাঁর তুঁমি প্রেঁয়সী, সেঁই বিঁষ্ণু-রাঁমের কাঁছে যাঁও।

কুসু। বিষ্ণুরাম কে—আমিত জানি না। তুমিই—

হেমে। এখন আর তাকে জান্‌বে কেন? যখন তার কড়ি খেতে তার সঙ্গে ব্রজবিলাস কর্‌তে—তখন তারে জান্‌তে। তা তুমি জান বা না জান, আমি কিন্তু তোমায় আজ ঘোষাল মশাইয়ের কাছে পাঠাব। তোমার চুলে যম ধরেছে, তাই এ সময় এখানে এসেছ।

কুসু। তোমাকে বলি শোন। তুমি যা ভেবেছ, তা নয়। আমার অন্য হাজার দোষ থাকৃতে পারে, কিন্তু আমি অসতী নই। তুমি পুরুষ ভেবে—

হেমে। (ঘোর স্বরে) কি? কি? তুমি অসতী নও? ওরে আঁমার সঁতী সাঁবিত্রীরে! এখনও উনি সতীগিরি ফলাচ্ছেন! রহ! কুহকিনী তোর চালাকি বের করি। (সজোরে বক্ষে পদাঘাত।)

কুসু। মা গো! মলেম! (ভূমিতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা।)

হেমে। হা, হা, হা! কি আনন্দ, কি মজা! পিশাচী মলো!

রাক্ষসী মলো! যেমন নির্ব্বোধ পতঙ্গ আপনা হতে এসে জ্বলন্ত অনলে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি পাপিষ্ঠা এসে আমার প্রচণ্ড ক্রোধানলের আহুতি হল—এখন আমি কৃতার্থ হলেম।

নেপথ্যে। প্রহরী, বুঝি স্ত্রীহত্যা হল। আমায় দ্বার ছেড়ে দাও, দেখিগে।

(দ্রুতপদে সুরেন্দ্রের প্রবেশ।)

সুরে। এ কি, ভাই হেমেন্দ্র? তোমার সোণার কুসুম যে ভুমে গড়াগড়ি যাচ্চেন? তুমি কি এঁকে প্রহার করেছ?

হেমে। কে সুরেন্দ্র!—আমার পরম ভাগ্য যে, এ সময় তোমার দেখা পেলেম। বুঝ্‌লেম, কৃপাময় হরি আমার শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছেন; তাই তোমাকে আর এই দুষ্কৃতকারিণীকে এ সময় এখানে এনে দিলেন। আমার মনে যে দুটি সাধ ছিল, পূর্ণ হল। এখন আর মর্‌তে আমার কোন দুঃখ নেই। তুমি এ পিশাচীর কথা জিজ্ঞাস্‌ছিলে? আমিই শিপাচীর এ দশা করেছি।

সুরে। কেন তুমি এমন কুকাজ কর্‌লে? আহা! ইনি যে এত কষ্ট ক'রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এলেন, এই বুঝি তার প্রতিফল হল।

হেমে। কি? প্রতিফল হল?—পাপিষ্ঠা যে কুকাজ করেছে, তার প্রতিফল কিছুই হয় নি। তুমি দেখ, আমি ওর মুখে একশ আট বাঁ পায়ের নাথি মারি।

সুরে। আগে মন স্থির করে আমার গোটাকত কথা শোন। তার পর যা প্রাণ চায় কর। তুমি এই কুসুমকে কুলটা ভেবে এঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ; কিন্তু বাস্তবিক ইনি সে রূপ নন্—ইনি পতিপ্রাণা সতী, অশেষ গুণে গুণবতী—

হেমে। আর না সুরেন্দ্র, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। তোমার অসঙ্গত ব্যক্তৃতা আর শুন্‌তে পারিনে। তুমি এ পাপিষ্ঠার চরিত্র জান না, সেই ভাল। বেশি কথার দরকার নেই।

সুরে। আমি কেন জান্‌বনা তুমিই জান না। তুমিই পাপিষ্ঠ,

কুচক্রী ফেলারামের চক্রে পড়ে সত্য নির্ণয় কর্‌তে পার নাই—পুষ্প-হারকে কালসর্প জ্ঞান করেছ—দেবীকে পিশাচী ভেবেছ। কিন্তু তুমি যাই ভাব, কুসুম যে দেবী সেই দেবীই আছেন, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু এঁর চরিত্রে কোন কলঙ্ক নেই। এক কথায় তোমার ভ্রম ভেঙ্গে দি। তুমি এঁর জার ভেবে যারে হত্যা করেছ, সে পুরুষ নয়—স্ত্রীলোক!!

হেমে। (সবিস্ময়ে) কি? কি?—সে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক! তুমি কি জ্ঞান পূর্ব্বক এ কথা বল্‌ছ?

সুরে। জ্ঞান পূর্ব্বক বল্‌ছি। সে কুসুমের বৈমাত্র ভগিনী কমল-কামিনী, ফেলারামের পরামর্শে পুরুষ সেজে এঁর কাছে শুয়েছিল।

হেমে। বল কি সুরেন্দ্র?—সে কমলকামিনী! না, না, এ মনে ধরে না।

সুরে। মনে ধরে না—কেন না তোমার সে মন নেই। কিন্তু তোমাকে বলি, আমি রাজপুর গিয়ে পুরুষবেশী কমলকামিনীর মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখেছি; প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে তদন্ত করে জেনেছি—কুসুমের কোন দোষ নেই—সকল অনর্থের মূল এর বিমাতা। সে এই নিরপরাধিনী বালিকার সুখ সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিতা হয়ে উপপতি ফেলারাম ও কন্যা কমলকে এর অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করে। তোমার ধোঁকা মিট্‌ছে না—ভাল, একবার তুমি এই কাগজ খানায় চোখ বুলাও। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখান কাগজ বাহির করণ)

হেমে। ওটা কি সুরেন্দ্র?

সুরে। রাজপুরের দারোগা খুনের তদারক ক'রে নবাবের কাছে যে এত্তেলা পাঠিয়েছে, এ তারই নকল। এ ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত এতে লিখিত হয়েছে।

হেমে। (পাঠান্তে) শোন সুরেন্দ্র, আমি এখন জগতের প্রতি বিশ্বাস হারায়েছি। অতএব তোমাকে একটা কথা বলি—আমার উপর রাগ ক'র না। তুমি আমাকে প্রবোধ দেবার তরে মনগড়া কতকগুলা মিথ্যা কথা ত লিখিয়ে আননি? তোমাকে আমার দিব্য—এসময় আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না—এ সব কথা সত্য কি না বল?

সুরে। ছি হেমেন্দ্র! আমাকে এত অবিশ্বাস—আমি ফেলারাম নই যে তোমায় প্রতারিত কর্‌বার জন্য মিথ্যা কৌশল উদ্ভাবন কর্‌ব? আমি তোমার প্রাণের বন্ধু সুরেন্দ্র—তোমার দিব্য, আর ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ ক'রে বল্‌ছি—এ সব কথা সম্পূর্ণ সত্য। আরও বল্‌ছি, তোমার কুসুম আদর্শ সতী—ইনি মনে মনেও কখন পরপুরুষ ভজনা করেন নাই।

হেমে। তবে ত সুরেন্দ্র আমার মত নির্ব্বোধ, গণ্ডমূর্খ—আমার মত কৃতঘ্ন, পামর জগতে আর নাই। তবে ত সুরেন্দ্র কুসুমের কাছে আমার অপরাধের সীমা নাই! আমি যে দুর্ব্যবহার কুসুমের সঙ্গে করেছি, এমনটি ত নরখাদক রাক্ষসেও কর্‌তে পারে না। আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারে, আমার মর্ম্মচ্ছেদী কর্কশ বাক্যে না জানি কুসুম কতই যন্ত্রণা, কতই মর্ম্মপীড়া পেয়েছেন। আহা! আহা! এই এখনি কুসুম এখানে এসে রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, হিমানি পীড়িত কমলের ন্যায় দুঃখ ক্লিষ্ট মলিন মুখখানি নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন—অতি বিনীত, অতি কোমল ভাবে আমায় বুঝিয়ে বল্‌লেন, 'আমি অসতী নই'। কিন্তু সে কথায় আমি কাণ দিলেম না। কুসুমের মুখে মিষ্টি কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠ্‌লেম, গরম তেলে জলের ছিটে দিলে যেমন সে তেল ঠাণ্ডা না হয়ে জ্বলে ওঠে, তেমন্‌নি জ্বলে উঠ্‌লেম। তার পর সুরেন্দ্র, কুসুমের কোমল বুকে পদাঘাত কর্‌লেম। আমাকে ক্রোধভরে পা তুল্‌তে দেখে—ভয়ে, উদ্বেগে মুগ্ধা, বিবশা হয়ে অতি কাতর ভাবে কুসুম আমার মুখ পানে চেয়ে রইলেন, তবু দয়া না ক'রে আমি ওঁর কোমল বুকে পদাঘাত কর্‌লেম। আমি হিংস্র পশু! (নয়ন মার্জ্জন) সুরেন্দ্র তোমার পায়ে পড়ি, আমার প্রাণের কুসুমকে দেখ—কুসুম আছেন কি না দেখ। বুঝি নাই! (ক্রন্দন)

সুরে। ভাই, কেঁদনা—কেঁদ না। অই দেখ তোমার কুসুমের চৈতন্য সঞ্চার হচ্চে, অই দেখ প্রভাতারুণ কিরণ সংস্পর্শে কমলের ন্যায় সংজ্ঞার আলোকে ওঁর নয়ন কমল দুটি ধীরে ধীরে ফুট্‌ছে। সাধের বউ, ভগিনী, ওঠ ওঠ—তোমার ভূমি শয়ন সাজে না।

কুসু। (গদ্‌গদ্ কণ্ঠে) ভাই সুরেন্দ্র, এখানে থেকে আর আমি তোমার প্রিয়বন্ধুর ক্রোধ বাড়াব না, আমি চল্লেম—গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ কর্‌তে চল্লেম। তুমি জন্মের মত দুঃখিনীরে বিদেয় দেও। আর দয়া ক'রে একটিবার ওঁকে আমার পানে মুখ তুলে চাইতে বল। আমি জন্মশোধ ওঁর মুখখানি দেখে মর্‌তে যাই। ওঁর শ্রীমুখ না দেখেই যদি আমি মরি—তবে মরণেও আমার সুখ নেই।

হেমে। (কুসুমের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে) কুসুম, প্রাণের কুসুম, আমার জীবনসর্ব্বস্ব কুসুম—আমি তোমার কাছে গুরু-তর অপরাধে অপরাধী। আমার অপরাধের সীমা নাই—অন্ত নাই—পরিমাণ নাই! আমি তোমার ন্যায় উন্নতচরিত্রা পতিব্রতা সতীরে দুশ্চরিত্রা ভেবে—হো! হো! হো!

কুসু। (স্বগত) বোধ হয় সুরেন্দ্র সব কথা বুঝিয়ে বলেছেন। নইলে এঁর এ ভাব কেন? (প্রকাশ্যে) একি নাথ? একি? একি? তোমাকে কি এমন কর্‌তে হয়? তোমাকে কি দাসীর পায় গড়াগড়ি দিতে হয়? (গায়ে হাত দিয়া) ওঠ, ওঠ, আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার কাতরাণি দেখে—তোমার কোমলাঙ্গ ভূমে লুণ্ঠিত দেখে আমার ছাতি ফেটে যায়। আমার মাথা খাও ওঠ, তোমার দোষ কিছুই নেই—সব দোষ আমার অদৃষ্টের!

হেমে। না কুসুম, তা নয়। সব দোষ আমার। আমি পাপিষ্ঠ ফেলারামের কুহকে ভুলে তোমার রক্ত দর্শন জন্য লালায়িত হয়েছি-লেম—তোমার প্রাণ নেবার জন্য স্বহস্তে পিস্তল উঠিয়ে ছিলেম। যদি সেই কাল রাত্রে চৌকিদারেরা আমায় গ্রেপ্তার না কর্‌ত—নিশ্চয় আমি তোমার মস্তকলক্ষে পিস্তল ছুড়্‌তেম। আর আজ?—আজ তোমার বুকে পদাঘাত ক'রেও আমি পরিতৃপ্ত হই নাই—তোমার শিরিষ-কুসুম-কোমল অঙ্গ চরণে মর্দ্দিত কর্‌বার ইচ্ছা ক'রে ছিলেম। যদি সুরেন্দ্র সময়ে এসে না পড়্‌তেন, আমি তোমার গলে পা দিতেম। ধিক্, আমায় শত ধিক্! আমি হিংস্র পশু—আমার মত পাপিষ্ঠ নরা-ধম নরকেও নাই।

কুসু। কেন তুমি আপনার এত নিন্দে কর? তোমার কোন দোষ নেই!

হেমে। তা নয় কুসুম, আমার অপরাধ গুরুতর—আমার পাপ সীমাশূন্য, পরিমাণশূন্য। আমি তোমার সাক্ষাতে এ মহাপাতকের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করি—হাতের এই হাতকড়ি দিয়ে নিজের মাথাটা ভেঙ্গে ফেলি। কেননা যে বিকৃত মস্তিষ্কের ফলে আমি তোমায় নিগ্রহ করেছি, সে মস্তিষ্কের আধার এই মাথা। অতএব মাথাটাকে আমি চূর্ণ করি। (পুনঃ পুনঃ কপালে হাতকড়ির আঘাত)

কুসু। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সুরেন্দ্র, সত্য সত্যই যে উনি মাথা ভেঙ্গে ফেল্‌লেন, তোমার পায় পড়ি, ওঁর হাত দুটি ধর। আ মরি! মরি! কপালের চামড়া ফেটে রক্ত পড়্‌ছে। এ আর আমি দেখ্‌তে পারি নে।

সুরে। (হস্ত ধারণ করিয়া) ভাই, স্থির হও। তুমি মলে কি কুসুম বাঁচ্‌বেন? ওঁকে অনেক দুঃখ দিয়েছ—আর কেন ক্লেশ দাও।

হেমে। বল কি সুরেন্দ্র? আমি মলে কি কুসুম অসুখী হবেন? আমার ন্যায় নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, কৃতঘ্ন, অত্যাচারী স্বামির মৃত্যুতে কি কোন স্ত্রীর মনে ক্লেশ হয়?

কুসু। প্রাণাধিক তুমি—তোমার মাথা ধর্‌লে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে—তুমি তিলেকের তরে চোখের আড় হলে আমি সংসার আঁধার দেখি। তুমি আত্মঘাতী হবে—পৃথিবী ছেড়ে যাবে, আর তোমার আশ্রিতা দাসী কুসুম পাপ পৃথিবীতে থাক্‌বে? কেন—কুসুমকে ত বিধাতা পাষাণী ক'রে গড়ে নাই—যমের বাড়ী ত তার অগম্য করে নাই—তবে সে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌বে কেন? যেমন দেহের সঙ্গে ছায়া যায়—দিনমণির সঙ্গে দিবা যায়, তেমনি কুসুমও তোমার সঙ্গে যাবে। আজও যে তুমি আপন দাসীরে চিন্‌লে না—এই তার বড় দুঃখ!

সুরে। দুঃখ ক'র না সাধের বউ—যে চোখে মানুষ চেনা যায়, সে চোখ ওঁর নাই। তা থাক্‌লে কি উনি এমন কথা মুখে আনেন? না পাপিষ্ঠ ফেলারামের কথায় তোমায় অবিশ্বাসিনী ভাবেন?

কুসু। আমার মাথা খাও সুরেন্দ্র, ফেলারামের কথা নিয়ে আর ওঁকে তিরস্কার করো না! বরং উনি যাতে আত্মহত্যার পাপ সংকল্প পরিত্যাগ করেন, সেই অনুরোধ কর। নইলে আমার পোড়া কপাল আবার পুড়তে পারে।

হেমে। অনুরোধ কর্‌তে হবে না। আমি আত্মঘাতী হব না—যাতে তুমি ক্লেশ পাবে; তেমন কাজ এ জনমে আর কখন কর্‌ব না। তুমি আমার দোষ মার্জ্জনা কর। আমার দোষ মার্জ্জনার নয়—মানবীর কথা কি—যিনি স্বর্গের দেবী, ক্ষমা মূর্ত্তিমতী তিনিও এমন গুরুতর অপ-রাধ মার্জ্জনা কর্‌তে পারেন না। কিন্তু তুমি কুসুম দেবীর দেবী—রত্নগর্ভা ভারতমাতাও তোমার ন্যায় রত্ন অল্পই প্রসব করেছেন। তাই তোমার কাছে মার্জ্জনার প্রত্যাশা করি। বল কুসুম, একটিবার মুখ ফুটে বল যে এ পামরের সকল দোষ তুমি মার্জ্জনা কর্‌লে! বল কুসুম, দয়া করে একটিবার বল যে, এ পাষণ্ডের উপর তুমি প্রসন্ন হলে! (ক্রন্দন)।

কুসু। (অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া) ছি ছি! তুমি কেঁদো না। আমি ত বারবার বল্‌ছি, তোমার কোন দোষ নাই—তবে কেন তুমি এত কাতর হচ্চ? আমি সব দেখ্‌তে পারি, তোমার চোখে জল দেখ্‌তে পারিনে।

সুরে। ভাই হেমেন্দ্র, তোমার কুসুমের তুলনা নাই। উনি আদৌ তোমায় দোষী বিবেচনা করেন না—তোমার এত দোষেও কোন দোষ দেখ্‌তে পান না। ধন্য কুসুম! ধন্য তোমার মহত্ত্ব! ধন্য তোমার ঔদার্য্য!—ধন্য তোমার পতিবাৎসল্য! এ সংসারে স্বর্গের পবিত্র ছায়া আর কোথাও নাই—আছে পতিপ্রাণা সতীর হৃদয়ে।

হেমে। সুরেন্দ্র, আমার কুসুম যে পতিব্রতা সতী, অশেষ গুণে গুণবতী—তা আমি জান্‌তেম;—আমি বরাবর ওঁর হৃদয়ে স্বর্গের পবিত্র ছায়াই দেখ্‌তেম। কিন্তু পাপিষ্ঠ ফেলারাম আমার চোখে কি ধূলোপড়া দিলে, জানি না—আমি যেন একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেম।—সেই রাক্ষ-সের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সব বিস্মৃত হলেম। নৈলে কি প্রাণের অধিক ধন

কুসুমের উপর আমি অত অত্যাচার কর্‌তে পারি ? আহা ! একদিকে কুসুমের সেই কাতরাণি, ছটফটানি—সেই মলিন মুখখানি, সেই জল-ভরা চোখের কাতর চাউনি, অন্যদিকে আমার সেই নিষ্ঠুরতা, সেই পাশব ব্যবহার, পদপ্রহার আমার মস্তিষ্কে যেন অঙ্কিত হয়েছে ! যে বিজাতীয় যন্ত্রণা আমার হচ্চে, তা আমিই জানি, আর জানেন সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্‌ ! তুমি যদি এ যন্ত্রণার স্বরূপ অনুভব কর্‌তে চাও, তবে মনের ভিতর একটা ভীষণ চিত্র অঙ্কিত কর। মনে কর, একজন মানুষ দহ্যমান গন্ধকের খনিতে পড়েছে, চারিদিক হতে তীব্র জ্বালাময়ী তরল অনল-স্রোত গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ভীমবেগে ছুটে এসে তাকে গ্রাস কর্‌ছে, সেই অনলে তার সর্ব্ব শরীর পুড়্‌ছে, অথচ কোন অলৌকিক কারণে হতভাগার মৃত্যু হচ্চে না। আমার অবস্থা সেইরূপ। স্মৃতির আগুণ তেম্‌নি ভয়ঙ্কর ভাবে আমায় পোড়াচ্ছে ! তবু যে কঠিন প্রাণ যাচ্চে না, এই আশ্চর্য্য !

সুরে। ভাই, এই কুসুমের উপর সামান্য একটুকু অত্যাচার করে তুমি এত যন্ত্রণা পাচ্চ। কিন্তু বল দেখি যদি এঁর প্রাণবধ কর্‌তে, এখন তোমার কি দশা হত ?

হেমে। তুমি কি মনে করেছ সুরেন্দ্র, আমার কুসুম আমায় ছেড়ে যেতেন, আর আমি এ পৃথিবীতে থাক্‌তেম ? এক মুহূর্ত্তও না।—বসন্ত শোভার অনুগামী মলয়ানিলের ন্যায় যে পথে আমার প্রাণাধিকা যেতেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেই পথে যেতেম।

সুরে। দয়াময় ঈশ্বর যে এ ঘোর বিপদে তোমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন, তার জন্য তাঁকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করি।

কুসু। আর সুরেন্দ্র, তোমাকেও আমি সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করি। তোমা হতেই আজ আমায় প্রাণেশ্বরের প্রাণরক্ষা হল।—তোমা হতেই উনি দাসীরে নিরপরাধিনী বলে জানলেন—তোমা হতেই উনি মন্দভাগিনীর প্রতি আবার প্রসন্ন হলেন। তোমার ধার আমি শত জনমেও শুধ্‌তে পার্‌বনি। এখন আমার এই নিবেদন—ও সব বাজে কথা রেখে এবার কাজের কথা তোল। যে জন্য এখানে আমরা এসেছি, তা ওঁরে জানাও।

সুরে। এই কর্ত্তব্য বটে। শোন হেমেন্দ্র, তোমার কাণে কাণে বলি। (কাণে কাণে কথন)

হেমে। ছি! ছি! এমন কাজ তুমি কেন কর্‌লে? ঘুঁশ দিয়ে খালাস হওয়ার চেয়ে ফাটকে বা শূলে যাওয়াও ভাল।

সুরে। গলার আওয়াজ একটু খাটো কর—কোন্‌ দিক হতে কে শুন্‌তে পাবে। এ যবন রাজ্যে বিনা ঘুঁশে কাজ পাওয়া যায় না— সুবিচার পাওয়া যায় না। যে আসামী কেবল অদৃষ্ট বিপাকে আসামী শ্রেণীভুক্ত—কিন্তু বাপ পিতামহের আমল অবধি অপরাধ কারে বলে জানে না—তেমন আসামীকেও ঘুঁশ দিয়ে মুসলমানি আদালতে খালাস হতে হয়। তাই বুঝেই আমি নবাব দরবারের বড় ছোট সকল আমলার মুখে মধু দান করেছি।

হেমে। কিন্তু খালাস ত আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি স্ত্রীহত্যা-কারী, রাজদণ্ডে প্রাণ না দিলে ত আমার পাপ ধৌত হবে না।

সুরে। তুমি যে মহদ্‌ভ্রান্তির বশে কমলকে হত্যা করেছ, তাতে তোমার স্ত্রীহত্যার পাপ হয় নাই। যে কিঞ্চিৎ পাপ হয়েছে, তার অধিক দণ্ড তুমি ভোগ করেছ। এই যে পাঁচ দিন পাঁচ রাত হাতে হাতকড়ি নিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় তুমি এ যমালয়ে রুদ্ধ আছ—সামান্য গ্রাম্য চৌকিদার বরকন্দাজের গ্রেপ্তারিতে এখানে এসেছ, তোমার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এ বড় সাধারণ দণ্ড নয়। এ দণ্ড ভোগের পর আবার কেন রাজদণ্ডে প্রাণ দিতে চাও? তুমি রাজদণ্ডে প্রাণ দিলে, আর একটি স্ত্রীহত্যার পাপ তোমার শিরে পড়্‌বে। তা হলে এই নিরপরাধিনী কুসুমকে গলে পা দিয়ে তোমার বধ করা হবে।

কুসু। আমাকে প্রাণে মারাই যদি তোমার মতলব হয়, তার জন্যে এত ফিকির ফুকির কেন? তাই খুলে বল না, আমি এখনি গিয়ে বিষ পান করি।

হেমে। শোন কুসুম, তোমাদের অনুরোধে আমি জলে ডুব্‌তে, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি—অনন্তকাল নরকে পচ্‌তে পারি—কিন্তু

হলপ নিয়ে মিথ্যা কথা ব'লে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের নিরয়গামী কর্‌তে পার্‌ব না।

স্বরে। তোমাকে মিথ্যা বল্‌তে হবে না। আমি এ অঞ্চলের বড় বড় মৌলবি, মুফ্‌তি ও ব্যবহারবিৎগণের মত জিজ্ঞাসা করেছি—তাঁরা নবাবের হুজুরে তোমায় মিথ্যা কথা বল্‌তে বিশেষ মতে নিষেধ করেছেন যথার্থ ঘটনা বিবৃত কর্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস—তোমার কথা যথার্থ বলে বিশ্বাস হলেই নবাব তোমায় খালাস দেবেন। অতএব যা খাঁটি সত্য—তাই তুমি বল্‌বে আর উপযুক্ত সময়ে ফেলারামের এই পত্রখানা দাখিল করে দেবে। (পত্র বাহির করণ)

হেমে। (সবিস্ময়ে) এ ত সেই সর্ব্বনেশে পত্র! এ পত্র তুমি কোথায় পেলে?

স্বরে। তোমার বৈঠকখানায় কুড়িয়ে পাই, কাজে লাগ্‌বে জেনে সঙ্গে এনেছি। পত্রখানা তোমার কাপড়ের কোণে বেঁধে দি। (বাঁধিয়া দেওন)।

হেমে। স্বরেন্দ্র, এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করা হয় নি—তোমরা কখন এলে? কেন এলে—মামলার তদ্বিরের জন্যই এসেছ বোধ হয়।

স্বরে। তাও বটে। আর রাজপুরের দারোগা সাধের বউ, এঁর মাতা ঠাকুরাণী আর এঁর দুজন দাসীর নাম সাক্ষীর স্থলে লিখে দেওয়ায় এঁদের নামে পরোয়ানা হয়। তাই আমি এঁদের সঙ্গে করে এনেছি। কাল বিকালে এখানে পোঁছে জগত শেঠের চক্ চাদ্‌নীর বড়বাড়িতে বাসা ক'রে আছি।

(ত্রস্তভাবে একজন প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহ। (স্বরেন্দ্রের প্রতি) মশাই, আসামীদের তলব হয়েছে। আপনারা এই খানে চুপ করে বসে থাকুন। আমি আসামীকে হরকরাদের জেম্বা করে দিয়ে আসি—তার পর আপনাদের পার করে দেব। এসো আসামী।

হেমে। (কুসুম ও স্বরেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া) তবে আমি—(কণ্ঠরোধ)

সুরে। হ্যাঁ ভাই, তুমি যাও। আমরাও অন্য পথ দিয়ে এখনি সেখানে যাব। কোন চিন্তা করোনা। বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন নাম জপ্‌তে জপ্‌তে যাও। ছি! সাধের বউ, কেঁদনা। যাত্রাকালে রোদন শুভসূচক নয়।

কুসু। (চক্ষু মুছিয়া স্বগত) মা সর্ব্বমঙ্গলে! আমার জীবনের জীবন, প্রাণের অধিক ধন তোমার হাতে সঁপে দিলেম। দেখিস্‌ মা, এ ধন্‌ আমায় ফিরে দিস্‌। নইলে মা দাসীকে অকূল পাথারে ভাসান হবে! দাসী অপমরণে মর্‌বে!

প্রহ। আসেন মোশাই, আর দেরি করেন না।

সুরে। শ্রীহরি! শ্রীহরি! শ্রীহরি! (ধেনু বৎস প্রযুক্তা ইত্যাদি যাত্রিক বচন আবৃত্তি)।

[হেমেন্দ্র ও প্রহরীর প্রস্থান।

কুসু। সুরেন্দ্র, আমার প্রাণ বড় আনচান্‌ কর্‌ছে! মনে হচ্চে, আর বুঝি এ জনমে তোমার প্রিয়বন্ধুর সাক্ষাৎ পাবনা। হায়! হায়! তা হলে অভাগিনীর গতি কি হবে! (ক্রন্দন)

সুরে। কেন আপনি শুধু শুধু চোকের জল ফেলেন? যেরূপ যোগাড় করেছি, প্রিয়বন্ধু নিশ্চিন্ত খালাস পাবেন; বড় সাজা হয়ত, কিছু জরিমানা হবে।

কুসু। ভাই তুমি দরবারে হাজির হয়ে নবাবকে বল্‌বে, আমাদের যা কিছু আছে—তালুক, মুলুক, জমাজাওরাত, টাকা কড়ি, ঘর বাড়ি সর্ব্বস্ব নিন্‌, তবু ওঁকে খালাস দিন্‌। আহা! আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়েও যদি নবাব ওঁকে ছেড়ে দেন, আমি হাতে স্বর্গ পাই। না হয় ফুল বেচে, কাটনা ফেটে খাব—তবুত ওঁর চরণ সেবা কর্‌তে পাব। সেই যে আমার স্বর্গ সুরেন্দ্র!

(প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ।)

প্রহ। আসুন মোশাই, এই বেলা আপনাদের পারকরে দি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ—আমদরবার।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ও তাঁহার পরিষদগণ উপবিষ্ট;—কাঠগড়ার ভিতর হেমেন্দ্র, ফেলারাম এবং উপযুক্ত স্থানে সুরেন্দ্র, হেমেন্দ্রের দেওয়ান, প্রহরীগণ, শাস্ত্রিগণ, হরকরাগণ, নকীব, আরদালি প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

১ পারি। উজির সাহেব, এ বেটাকে লাল চোখ দেখান—খুব ধম্‌ক দেন। বেটা নষ্টের ধাড়ি—দারুণ ফন্দিবাজ—পিঠে বাড়ি না পড়্‌লে রাস্ত কথা বল্‌বে না। খেজুরগাছের ঘাড়ে ছোরা না বসালে সে রস দেয় কি?

উজি। ধমক দিতেও ত কসুর করি নি। (ফেলারামের প্রতি) আসামী ফেলারাম, তুমি এই দরবারে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে যে ক পাঁত লিখ্‌লে, এ লেখার সঙ্গে হেমেন্দ্রের দাখিলি চিঠির লেখার কোন তফাৎ নেই—দুই লেখাই এক ছাঁদের—তবু তুমি কোন্ সাহসে বল্‌ছ, এ চিঠি তোমার লেখা নয়?

ফেলা। (স্বগত) বাপ্, সওয়ালের উত্তর দিতে দিতে মুখে ফেণা ভেঙ্গে গেল, তবু ত উজিরে বেটা ছাড়ে না। বেটা বড় বদ্‌জাত—শোণের নুড়ির মত দেড় হাত লম্বা সাদা দাড়ি নেড়ে যে ধম্‌ক দেয়, ভয়ে পরাণ চম্‌কে যায়। কিন্তু ভয়ের সময় এ নয়। এখন ভয়কে শিকেয় তুলে সাহসে বুক বাঁধ্‌তে হবে—ফেলারামি ফন্দি ফেঁদে হয়কে নয়, হক্‌কে বেহক্ কর্‌তে হবে, নইলে পরাণ নিয়ে টানাটানি পড়্‌বে। বুদ্ধির জোরে কতবার কত অসাধ্য সাধন করেছি, আজ যদি নেড়ে বেটাদের চোখে ধূলো দিয়ে খালাস হতে পারি—তবেই জানা যাবে বাহাদুরি।

উজি। আমার কথা কি শুন্‌তে পাওনি ফেলারাম?—তুমি কোন্ সাহসে বল্‌ছ এ চিঠি তোমার লেখা নয়?

ফেলা। তা বাবা, পরের লেখা চিঠিকে ত নিজের লেখা বল্‌তে

পারিনে। বৈষ্ণব প্রাণ গেলেও ছুটি কাজ করে না—মিছে কথা মুখে আনে না আর পাঁঠা খায় না।

উজি। তুমি হেমেন্দ্রকে মুখে কখন ওর স্ত্রীর কু চরিত্রের কথা বলেছিলে ?

ফেলা। রাম! রাম! আমি কি তা বল্‌তে পারি ?—ওর স্ত্রী কালো না গোরা আমি চোখে কখন দেখিনি। আপনারা আমায় দোষী ভাব্‌ছেন বটে,—কিন্তু ভগবান্‌ জানেন, আমার কোন দোষ নেই। তবে আমার অপরাধ এই—হেমেন্দ্র পিস্তল ছোড়ার পর ছুটে গিয়ে ওকে ধরেছিলেম। তার কারণ আমি মনে ক'রেছিলেম—এ বেটা বদ্‌মাইস, একে গ্রেপ্তার ক'রে দিলে সরকার বাহাদুর হতে খোশ্‌নাম পাব—শেরপা পাব। কিন্তু তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে, আমার পোড়া কপালে হিতে বিপরীত হবে—বুঝ্‌তে পারিনি যে, খুনি আসামীর কাছে গেলে আমাকেও খুনের দায়ে মারা যেতে হবে। হায়! হায়! এ টুকু যদি তখন আমার বুদ্ধিতে আস্‌ত, তা হলে হেমেন্দ্রের নিকটেও যেতেম না।

উজি। তুমি যখন হেমেন্দ্রকে গ্রেপ্তার কর, তখন রাত কত ?

ফেলা। আন্দাজ ছুপর।

উজি। তত রেতে তুমি সেখানে কি কর্‌ছিলে ?

ফেলা। করছিলেম মাথা! প্রিয়শিষ্য বিশ্বম্ভরের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেম—মাঝ পথে এই কাণ্ড। বাবা, আমি গো-বেচারা—নিজে কোন দোষের দোষী নই। তবে দোষীর সঙ্গে ধরা পড়েছি। এতে হজুরদের তজবীজে যা হয়—করুন।

নেপথ্যে। (কোলাহল)

(মলিনবসনা, রুক্ষকেশা, ধুলিকর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী ক্ষেমঙ্করী এবং তাহার পশ্চাৎ দ্রুতবেগে একজন প্রহরীর প্রবেশ।)

ক্ষেম। দোহাই নবাবের—দোহাই নবাবের! আমার নালিস শুন্‌তে হবে।

নবা। কে এ ?

প্রহরী। (অভিবাদনপূর্ব্বক যোড়করে) জাঁহাপনা, এ পাগলিনী দরবার না বস্‌তে এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। হটাৎ কি ভেবে এদিকে ছুটে এলো। বারণ শুন্‌লে না।

ক্ষেম। দোহাই নবাবের! আমি পাগলিনী নই—আমি কমলের মা ক্ষেমঙ্করী! তোমার কাছে নালিশ কর্‌তে এসেছি। আমার কুমুকে কে খেয়েছে জান ?—এই ফেলা রাক্ষস—এই কুম্ভকর্ণ আমার দুধের বাছাকে খেয়েছে। তোমরা রাক্ষসের পেট ফেড়ে আমার পরাণের কুমুকে বের ক'রে দেও। আমার আর নেই! (ক্রন্দন)

নবা। উজির, রাজপুরের দারোগা যার খোঁজ না পেয়ে ফেরার ব'লে এত্তেলায় লিখেছে ? এই কি সে ক্ষেমঙ্করী—ফৌত্তি কমলের মা ?

উজি। আলম্‌পনা, এই সে ক্ষেমঙ্করী—ফেলারামের নামে নালিশ আন্‌তে আপন খুসিতে হজুরে হাজির হয়েছে—হজুরে আরজ কর্‌ছে যে, ওর মেয়ে কমলকে এই ফেলারাম খুন করেছে।

নবা। আন্দাজ হয়—এর এজেহারে ফেলারামের দোষ সাবুদ হবে। তুমি এর এজেহার নাও।

উজি। ওগো বাছা, নেজামৎ তোমার নালিশ নেবেন। তুমি রাস্ত বল—ফেলারাম কেমন ক'রে তোমার মেয়েকে খেলে ?

ক্ষেম। সব কথাই ত হেমেন্দ্র তোমাদের বলেছেন। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলুম—ওঁর একটি কথাও মিথ্যা নয়। আমার অনুরোধে এই পেট মোটা রাক্ষস কুসুমের সুখের হাট ভাঙ্গিতে রাজি হয়—হরিনামের মালা ছুঁয়ে বলে যে, "কুসুমকে হেমেন্দ্রের চোখের বালি"—অই দেখ গো সভার লোক, রাক্ষস চোখের ইশারায় আমায় বল্‌তে বারণ কচ্চে। ও কুম্ভকর্ণ, আর আমি তোর বারণ শুনি ? তুই আমার পরাণের কুমুকে পেটে পূরেচিস্, আমার দুধের ছেলের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়েছিস্! আর আমি তোর মানা শুনি ?

ফেলা। মাগি বলে কি গো! আমি তোরে কখন ইশারা কর্‌লেম রে মাগি ?

ক্ষেম। করিস্‌নি রাক্ষস—তুই ইশারা করিস্‌নি? (পার্শ্বের প্রহরীগণের প্রতি) তোমারা ত অই মুখে দাঁড়িয়ে—তোমরা দেখনি?

প্রহরীগণ। দেখেছি—ওর ইশারা করা বটে।

ক্ষেম। আর পোড়ারমুখো বল্‌ছে, ইশারা করি নাই। (সভাসদগণের প্রতি) তোমরা এ রাক্ষসের কথায় বিশ্বাস করো না। ফেলা রাক্ষস মায়া জানে—কুসুমের সর্ব্বনাশের জন্য যে মায়াজাল পেতেছিল—সে কাহিনী শুন্‌লে অবাক হবে!

ফেলা। বাবা, আপনারা ধর্ম্মের অবতার—ধর্ম্ম তাকিয়ে এইটি বিচার করুন—আমি কেন কুসুমের সর্ব্বনাশ কর্‌তে যাব? কুসুম আমার ইষ্টতেও নেই অনিষ্টেতেও নাই—তার কি তার মায়ের সঙ্গে আমার কোনরূপ শত্রুতা নেই, বাদ বিসম্বাদ নেই। তবে কেন আমি কুসুমের অনিষ্ট কর্‌তে যাব? যে অতি বড় পাপিষ্ঠ, সেও খাম্‌খা পরের অনিষ্ট করে না। আমি হরিচরণপরায়ণ বৈষ্ণব—অকারণ নিরপরাধিনী অবলার অনিষ্ট চেষ্টা কর্‌তে কি আমি পারি? এ কালামুখীর সব কথাই মিথ্যা। আমার সঙ্গে ওর আখেজি আছে, তাই সব দোষ আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চে।

ক্ষেম। কি বল্‌লি ছুঁচো? তোর সঙ্গে আমার আখেজি আছে? আমার মুখের উপর একথা বল্‌তে কি তোর লজ্জা করে না? তোর তরে আমি না করেছি কি? রমনীর সার ধন যে সতীত্ব, তোর কুহকে ভুলে আমি সে ধন খোয়াইচি—তোর কুহকে ভুলে বাপ কুল শ্বশুর কুলের নাম ডুবিয়েছি—নিত নতুন কলঙ্ক কিনেছি। তোর তরে স্বোয়ামীকে স্বোয়ামী বলিনি—মেয়েকে মেয়ে বলিনি। তবু তুই বলিস্‌ আখেজ আছে? ধিক্‌! ধিক্‌! নরকেও তোর ঠাঁই হবে না। (সভ্যগণের প্রতি) বাবা, তোমরা শোন। এ পাজি খামখা কুসুমের মন্দ কর্‌তে যায়নি। কত ক্ষীর, শর, ছেনা, লুচি, সন্দেশ আমি ওর পেটে পূরেছিলেম—ভরি ভরি আফিম, গেঁজা, চরস ওর মুখে ঢেলে ছিলুম—নগদ দুশ টাকা দেব বলেছিলেম আর ওর বারমেসে নেশার

খরচ চালাতে চেয়েছিলেম, তবে ফেলারাম এ কাজে দাঁড়িয়েছিল। লোভে পড়ে এই লোভী কুসুমের অনিষ্ট কর্‌তে গিয়েছিল।

উজি। কেন তুমি ওরে লোভ দেখিয়েছিলে? কুসুমের অনিষ্ট হলে তোমার কি ইষ্ট হত—সেইটি খোলসা করে বল?

ক্ষেম। শোন বাবা, সব কথা ভেঙ্গে বলি। কুসুম আমার সতীনের মেয়ে, তাই তার উপর আমার বড় হিংসে ছিল। ছেলে বেলায় কুসুম পথে পথে খেলা করে বেড়াত—দেখে আমার অন্তর পুড়ে যেত। কুসুম কদমের সঙ্গে সই পাতিয়ে তার ঠাকুরদাদার কাছে লেখাপড়া শিখ্‌ত, আমার অষ্টাঙ্গ জ্বলে যেত—সেই কথা নিয়ে কতই ঠাট্টা কর্‌তেম। লোকের মুখে কুসুমের প্রশংসা শুন্‌লে কি তার ভাল দেখ্‌লে আমার অন্তর্দ্দাহ হত। আসল কথা, কুসুম বরাবর আমার দু-চোখের বিষ ছিল। তবু যে আগে ওর কোন মন্দ করি নাই, তার কারণ তখন আমার সতীনের অবস্থা বড় খারাপ ছিল—ফুল বেচে কাটনা কেটে গুজ্‌রান্ হত। তার পর অই কুসুমকে হেমেন্দ্র বে করায় ওদের অবস্থা ফিরে গেল—এক দিনে গরিবের মেয়ে রাজরাণী হল। তখন আমার বুকে কাল সাপের ডিম্ব পড়্‌ল—পুত্রশোকের অধিক শোক আমার হল। তাই ফেলারামকে বল্‌লেম, "আমি যত কাল বাঁচ্‌ব, তোমার গেঁজা আফিম চরসের খরচ চালাব—আর দুশ টাকা তোমাকে নগদ গুণে দেব, তুমি কুসুমের সঙ্গে হেমেন্দ্রের চির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও।"—ফেলারাম লোভে পড়ে রাজি হল। তোমরা একে বৈষ্ণব মনে করো না। এ মায়াবী, লোক ভুলিয়ে টাকা রোজগার কর্‌বার তরে বৈষ্ণবের সাজ পরে। এর অসাধ্য কাজ নাই। হায়! হায়! এ যদি না হবে, এ শকুনি যদি না যুট্‌বে, তবে আমার এ দুর্দ্দশা কেন? এই শকুনির শলাতেই আমি কুমুকে কুসুমের ঘরে শুতে পাঠাই—এর সলাতেই বাছাকে পুরুষ সাজ্‌তে বলে দি। পুরুষ সেজে হেমেন্দ্রকে শুনিয়ে কমল যে কথাগুলো বলেছিল—সে গুলো এ শকুনির রচা—এ শিখায় আমাকে, আমি শিখাই কমলকে। নবাব তুমি রাজ্যেশ্বর রাজা—হক্ বিচের কর। হেমেন্দ্র নির্দ্দোষী ওকে ছেড়ে দিয়ে এই কুম্ভকর্ণকে ডাল কুকুরের মুখে দাও।

তারা একে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক। এই রাক্ষসই আমার সোণার কুমুকে খেয়েছে! আর আমি নিজেও মহাপাপিষ্ঠা—কিন্তু আমার পাপের উচিত প্রতিফল ভগবান আমায় দিয়েছে—কুমুকে মেরে হরি আমার বুকে দারুণ শেল হেনেছে! তোমরা আর আমায় কি সাজা দেবে? কুমুর শোকে দিনরাত আমার পরাণ পুড়্‌ছে, এত দিন আমি তারই কাছে যেতেম, কিন্তু তোমাদের কাছে এ সব কথা বল্‌ব বলেই যাইনি। তোমরা যে দেবতাকে মান তার দিব্বি—এই রাক্ষসকে সাজা দিও। আমি বাছার কাছে যাই, তাকে না দেখে আর থাকৃতে পারি না। (বসনাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত ও মৃত্যু। সভাসদগণের চমকিত হওন।)

উজি। একি? এত লোকের সাম্‌নে স্ত্রীলোকটা আত্মহত্যা হল। কেউ বাধা দিলে না। খোদার মর্জ্জি!

নবা। (মৌলবী, মুফ্‌তিগণের প্রতি) আমার বিশ্বাস এ স্ত্রীলোকের সব কথাই রাস্ত। আপনারা কি বলেন?

১ মৌল। জাঁহাপনা, যে ভাবে এ স্ত্রীলোক এজেহার দিলে, এরূপ ভাবে কেউ মিছে কথা বলে না।

অন্য মৌল, মুফ্‌গণ। ঠিক্, ঠিক্, ওর কোন কথা মিছে নয়!

ফেলা। একি বাবা? সবাই যে এক দিকে ঝুঁকে পড়েছেন? ও মাগি আস্ত পাগল, ওর কথা সত্য কেমন করে হল? একি? কে আমার নাম ধরে ডাকে? (পশ্চাতে দৃষ্টিপাত)

(অদূরে জ্ঞানানন্দ স্বামির প্রবেশ।)

জ্ঞানা। (ফেলারামের প্রতি খরতর দৃষ্টিপাত করিয়া) পাপিষ্ঠ, সত্য কথা বল্?

ফেলা। (সভয়ে) বলি, বলি বাবা। (নবাবের দিকে চাহিয়া) ধর্ম্মাবতার, এ স্ত্রীলোকের সব কথাই সত্য। আমিই কমলকামিনীর মৃত্যুর কারণ।

[জ্ঞানানন্দ স্বামির প্রস্থান।

উজি। তবে তুমি দোষ একড়ার কচ্চো।

ফেলা। আজ্ঞা হ্যা—(পশ্চাতে চাহিয়া স্বগত) কই, ওখানে ত সে জটাজূটমণ্ডিত মহাকায় পুরুষ নেই। হায়! হায়! কেন তার কথায় জ্ঞানশূন্য হয়ে দোষ স্বীকার কর্‌লেম! এখন উপায়! (চিন্তা) বাবা, আপনারা আমার একটি কথা শুনুন। ঐ ওধারে একটা জটাধারী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়েছিল—দেখেছেন বোধ হয়। সে বেটা মহামায়াবী। বেটা বিজ্‌ বিজ্‌ করে কি মন্ত্র আওড়ালে, আর আমার বুদ্ধি শুদ্ধি উড়ে গেল। তাই এক বল্‌তে আর বলে ফেল্‌লেম, আমার শেষে বলা কথা কটা ধর্‌বেন না। সে কথা গুলো——

নবা। চপ্‌রও শয়তান পুৎ! আমি আর তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তোর মত ফেরেববাজ বদ্‌মাস্‌ দুনিয়ায় নেই। তুমি বেটা তেলক কাটে, তস্‌বী জপে, বুনো বয়ারের মত সব গায় কাদা মাখে, আর গুলশ্‌করির মত মিঠে কথা কয়ে লোককে জানায় বড় এমানৎ, বড় সাঁচ্চা আদমী। কিন্তু তলে তলে লোকের মন্দ করে। তোমার তরে দুটো আওরাতের জান গেল। এখনও তুমি আপনাকে বেতস্কির সাবুদ কর্‌তে চায়? কম হিম্মৎ নয়। তোর মত মানুষখোর জঙ্গিকে জীয়ন্ত কবর দিতে হয়, কিন্তু সে সাজা মৌখুব ক'রে আমি তোরে জল্লাদ হস্তে দেব। (সভাসদ্‌গণের প্রতি) সাহেবদের কি মত? প্রাণদণ্ডই কি এর উপযুক্ত নয়?

১ মৌল। আলম্‌পনা, আল্লার নাএব—আলম্‌পনার মর্জ্জি মবারকে যা হয়, সেই উত্তম—সেই ঠিক। প্রাণদণ্ডই এ আদমীর উপযুক্ত বটে।

২ মৌল। এরূপ অপরাধীর অন্য দণ্ড কোরাণ সরায় লেখে না।

৩ মৌল। এ আদমীকে অন্য দণ্ড দিলে দুষ্ট লোকে প্রশ্রয় পাবে।

নবা। জল্লাদ, ওস্কো শের্‌ লেও।

জল্লাদ। যো হুকুম জনাব।

(তরবার হস্তে ফেলারামের নিকটে আগমন)

ফেলা। (ভূমিতলে পতিত হইয়া যুক্তকরে) দোহাই ধর্ম্মাবতার—হুজুর গরিবের মা বাপ্—এবার কৃপা ক'রে গরিবের প্রাণ ভিক্ষে

দিন্, আল্লা আপনাকে চিরজীবি ক'রে রাখ্‌বেন। বাপ্‌রে! ও ধারাল, চক্‌চকে হেঁতের হাতে যমদূতকে কাছে দেখে আমি জ্যান্ত নেই—আমার পরাণ উড়ে গেছে! হুজুর ওরে সবে যেতে বলুন। আপনি না রাখ্‌লে গরিবকে কে রাখ্‌বে বাবা? গরিবের আর আছে কে বাবা? আমি নাকে খত দিয়ে বল্‌ছি, এমন কুকাজ আর কখন কর্‌ব না। এবার কাঙ্গালের প্রাণ রক্ষা করুন। উহু হুঁ! (ক্রন্দন)

নবা। এ আদ্‌মীর কাতরাণি দেখে আমার মেহেরবানি হয়। আপনাদের মত হলে ওরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিশ বৎসর মেয়াদ দি।

১ মৌল। হজরত দণ্ড মুণ্ডের মালেক—সব কর্‌তে পারেন।

২ মৌল। গরিবের প্রতি গরিব নেওয়াজের এ মেহেরবানি আশ্চর্য্য নয়।

নবা। সেরেস্তাদার, আসামী ফেলারামের বিশ বৎসর মেয়াদ হুকুম লেখ। জমাদার ওরে ফাটকে নে যাও।

ফেলা। দোহাই হজুর, এ গরিবকে ছেড়ে দিন্। গরিব আশী-র্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে চলে যাক্।

নবা। চপ্, লে যাও ওস্কো।

জমাদার। চল্ বে চল্।

[ফেলারামকে লইয়া জমাদারের প্রস্থান।

নবা। এখন আপনারা ভজ্‌বিজ্ করে বলুন আসামী হেমেন্দ্রের প্রতি কি হুকুম দেওয়া যায়?

(মৌলভি, মুফতিগণের চুপে চুপে পরামর্শ)

১ মুফ্‌তি। শাহন্ শা, নফরদের মতে আসামী হেমেন্দ্র বেকসুর খালাসের যোগ্য।

নবা। সে কি? কিসে আসামী বেকসুর খালাসের যোগ্য হল? ওর ত খুন করা বটে।

১ মুফ্। তা বটে। দারুণ ফেরেবিতে পড়ে রোখ সাম্লাতে না পেরে হেমেন্দ্র এ খুন করেছে! এইরূপ এই সহরের চম্মন শেখ আপন আওরতকে এক কাফ্রি গোলামের সঙ্গে পাপে লিপ্ত দেখে উভয়কেই একই ওক্তে কাটে। সে আদমীর বিচার এই নেজামতেই হয়। হুজুরালির ন্যায় বিচারে সে অব্যাহতি পায়। সেই নজির ধরেই মৌলভি মুফতি সাহেবেরা আসামী হেমেন্দ্রকে খালাসের যোগ্য মনে করেন। ওয়াজীব পক্ষেও হেমেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই। আপন কবিলার পাশে দোসরা মর্দ্দ দেখ্‌লে জেন্দাপীরেরও দেলে রোখ চড়ে—জেন্দাপীরও তত বেয়াদবি বরদাস্ত কর্‌তে পারেন না। হেমেন্দ্র ত সামান্য মানুষ—ও কেমন করে পার্‌বে ?

নবা। তা মানি। তবে কথা এই হচ্চে—হেমেন্দ্র যাকে খুন করেছে সেত পুরুষ নয়—সেও আওরাত। তাকে যখন খুন করেছে, তখন আর ওকে বেতক্সির বলা যায় না। উজির কি বল ?

উজি। হুজরতকে মিছিল বুঝাতে যাওয়া গোলামের পক্ষে নেহাৎ ঝকমারি। কিন্তু হুকুম তামিল না কর্‌লেই নয়—বিধায় দুএক বাত বল্‌তে হচ্চে; বেয়াদবি মাফ্ হয়। মৌলবি মুফ্‌তি সাহেবেরা যাই ফতওয়া দেন, নফর কিন্তু আসামী হেমেন্দ্রকে নিরপরাধ মনে করে না। আসামীর কিঞ্চিৎ কসুর আছে। ফেলারামের কথা রাস্ত কি না সেটা তদন্ত করা আসামীর উচিত ছিল। পিস্তল ছোড়্‌বার আগেই আপন আওরাতের কামরা ঢুকে আসামী যদি দুএকটা সওয়াল কর্‌ত, তা হলে এ দুর্ঘটনা হত না। তা যে করে নাই, এইটিই ওর অপরাধ। এ অপরাধের জন্য কোন কঠিন সাজা—প্রাণ দণ্ড কি ফাটক হতে পারে না, কিন্তু জরিমানা না হবে কেন ?

নবা। আলবাত জরিমানা হবে। আসামী হেমেন্দ্র দারুণ ফেরেবিতে পড়ে ক্রোধের বশে হটাৎ এ খুন করেছে—এবিধায় আমি কোন কঠিন সাজা দিলেম না। ওর দশ হাজার আস্‌রফি জর্‌মানা। এ আদমীর ধনবান্ খ্যাতি আছে, এ সাজা এর পক্ষে বেশি নয়। সেরে-

স্তাদার আসামীর কাছে জরিমানার সব টাকা আদায় ক'রে নিয়ে ওরে ছেড়ে দেবে। এবার দরবার ভঙ্গ হক্।

[সভাভঙ্গ সূচক ঘটিকাধ্বনি—হেমেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, সেরেস্তা-
দার ও কয়েক জন প্রহরী ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

সেরে। আপনারা জরিমানার টাকাটা দাখিল ক'রে দিন্।

সুরে। বাঁসায় গিয়ে দেব। আমাদের সঙ্গে লোক দেন।

সেরে। তা বেশ। আটজন কাস্ত্রল বাস আপনাদের সঙ্গে যাক্। অই সঙ্গে আমার মেহনৎআনাটা পাঠিয়ে দেবেন। কত মেহনৎ কল্লেম দেখ্‌লেন ত।

সুরে। (স্বগত) বড়ত মেহনৎ কর্‌লে। (প্রকাশ্যে) আপনার জন্য আলাদা একশত টাকা পাঠাব! এঁর হাতকড়ি খুল্‌তে বলে দেন!

সেরে। ছি! ছি! একশ টাকা আপনি কেমন করে বল্লেন? আপনার কি কবুল ছিল?

সুরে। বেকসুর খালাস হলে আর চারশ টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু সে রকম ত হল না। এদিকে যে সঙ্গীন জরিমানা হল। যাহক্ দুটিশ টাকা পাঠিয়ে দেব—আর কিছু বল্‌বেন না। এঁর হাত-কড়ি খুলিয়ে দিন্।

সেরে। ও পাশে চলুন—কামারকে দিয়ে খুলিয়ে দেব। মুদ্দ-ফরাস বেটারা কোথায় গেল? ঐ যে—ওরে তোরা এই লাসটা নে যা।

(দুইজন মুদ্দফরাসের প্রবেশ—ক্ষেমঙ্করীর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।)

আপনারা আমার সাঁথে আসুন।

প্রহরীগণ। বাবু সাহেব, এমন সব ক্ষেত্রে আমরাও কিছু কিছু বখ্‌শীশ পাই।

সুরে। তোমরা আমাদের বাঁসায় যাবে।

প্রহরীগণ। চলুন হজুর, আপনাদের সঙ্গেই আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ——বাঁসাবাটির এক প্রকোষ্ঠ।

(হেমেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

সুরে। নরেন ভায়াত দর্শন শাস্ত্রের শানে ঘশে ঘশে বুদ্ধি খানির ধার বাড়িয়েছ। একটা সহজ কথার উত্তর দেও দেখি—বল দেখি কেন স্বামি ঠাকুর হেমেন্দ্রকে পরহিত ব্রত গ্রহণ কর্‌তে বল্‌লেন ?

নরে। কমলকামিনীর প্রাণ বধ ক'রে হেমেন্দ্র যে দুষ্কর্ম্ম করেছেন, জ্ঞানানন্দ স্বামি পরহিত ব্রতকেই সেই অকার্য্যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান করেন। তাই সে ব্রত নিতে বল্‌লেন।

সুরে। বা ! তুমিত ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ। আমি বলি, অতদূর তোমার দার্শনিক বুদ্ধি যাবে না।

নরে। সুরেন্দ্র, তুমি দার্শনিকদের যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখ, তারা সেরূপ ঘৃণার যোগ্য নয়। তোমাদের সঙ্গে দার্শনিকদের প্রভেদ এই— তোমরা অনেক সময়েই অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে সত্য নিরূপণ কর্‌তে যাও,কিন্তু দার্শনিকেরা কোন কালেই অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেননা—তাঁরা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যেই সত্য নিরূপণ করেন। এইজন্যই তোমা-দের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁদের মত ভেদ হয়। একটা উদাহরণ দি। জ্ঞানানন্দ স্বামি অন্যান্য কথার পর হেমেন্দ্রকে ঈশ্বর চিন্তায় চিত্ত নিবেশ কর্‌তে উপদেশ দিলেন—অমনি তুমি ভক্তি-গদ্‌গদ্‌ চিত্তে তাঁর চরণধূলি মাথে নিলে ; কিন্তু সেই কথাটি শুনেই আমি মনে মনে তাঁর নিন্দা কর্‌লেম—ভাব্‌লেম, স্বামি মহাশয়কে অকারণ লোকে দার্শনিক বলে, ইনি বড় দরের দার্শনিক হলে ঈশ্বর চিন্তার ন্যায় বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট কর্‌তে হেমেন্দ্রকে পরামর্শ দিতেন্‌ না।

সুরে। তোমার ন্যায় লোকায়তবাদীদের মতে ঈশ্বর চিন্তা বৃথা কার্য্য বটে, কিন্তু স্বামিঠাকুর তোমাদের দলের দার্শনিক নন্‌। ভগবদ্‌-গীতা ও ভাগবতকার যে শ্রেণির দার্শনিক, তিনিও সেই শ্রেণির দার্শনিক—তাঁর হৃদয়খানি অমিত জ্ঞান ও ভক্তির আধার। সেই সাধু পুরুষ ঈশ্বর চিন্তাকে বৃথা কার্য্য মনে করা দূরে থাক্‌, দানাদির

অপেক্ষা পবিত্র সৎকার্য্য জ্ঞান করেন—আহার নিদ্রাদির অপেক্ষা প্রয়োজনীয়, অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য জ্ঞান করেন। তিনি জানেন, একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা অপবিত্র মানব মন পবিত্র, নির্ম্মল এবং ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হয়; তিনি জানেন—ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা মহাপাপের পাপীও সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হয়;—তাই পাপভয়ভীত হেমেন্দ্রকে ঈশ্বর চিন্তায় চিত্ত নিবেশ কর্‌তে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তুমি তা না বুঝে——

নরে। ভাল সুরেন, ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা যে এত গুলি ফললাভ হয়, তার প্রমাণ কি?

সুরে। এ সকল বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধু পুরুষদের বাক্যই বলবৎ প্রমাণ, অবশ্য তোমাদের পক্ষে নয়—কিন্তু আমাদের পক্ষে বটে। আমরা আপ্তবাক্যকে প্রত্যক্ষ অনুমানের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ জ্ঞান করি। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুমানে ভ্রান্তি থাকৃতে পারে—কিন্তু ঋষিবাক্য ভ্রম প্রমাদশূন্য।

হেমে। এ কথা নিয়ে তর্কের দরকার নেই, নরেন ভায়া, সদরে গিয়ে দেখত দেওয়ানজি বাজার হতে এসেছেন কি না। যদি এসে থাকেন, তাঁরে বল্‌বে—আহারাদির পরই আমরা এখান হতে উঠ্‌ব—যেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করে রাখেন।

[নরেন্দ্রের প্রস্থান।

শোন সুরেন্দ্র, তোমাকে মনের কথা বলি। জ্ঞানানন্দ ঠাকুরের শ্রীমুখারবিন্দ নিঃসৃত উপদেশামৃত পান ক'রে আমি কৃতার্থ হলেম। তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম, কমলকামিনী-বধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ অবধি পরের কার্য্যে জীবন সমর্পণ কর্‌ব—ঈশ্বর অনুগ্রহ ক'রে আমায় যে কিঞ্চিৎ বিষয়, বিভব, সহায় সম্পত্তি দিয়েছেন, অদ্যাবধি সে সমস্তই পরের কার্য্যে লাগাব—যে হস্ত দ্বারা একটি রমণীর প্রাণ নাশ করেছি, সেই হস্ত দ্বারা অন্ততঃ এক সহস্র দুঃখিনী অবলার দুঃখ মোচন কর্‌ব;—আর প্রতিজ্ঞা করলেম, আজ অবধি ঈশ্বর চিন্তায় চিত্তনিবেশ কর্—দুঃখে, সুখে, বিপদে, সম্পদে সকল অবস্থায় ভক্তিভাবে ঈদাময়কে ডাকৃব।

সুরে। এ প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হলে নিশ্চিত তোমার পরম শ্রেয় হবে। এখন আমার কাছে একটি প্রতিজ্ঞা কর।

হেমে। কি প্রতিজ্ঞা সুরেন্?

সুরে। তোমার বুদ্ধি ও কার্য্য দোষে ক্লেশ ভোগের অযোগ্যা হয়েও কুসুম অনেক ক্লেশ পেয়েছেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আর কখন তাঁকে ক্লেশ দিবে না—তোমার কাছে যেরূপ ব্যবহার তিনি প্রত্যাশা করেন, সেইরূপ ব্যবহার তাঁর সঙ্গে কর্‌বে—প্রাণপাত ক'রেও এবার তাঁরে সুখী কর্‌বে। কুসুম তোমার গৃহের লক্ষ্মী—তিনি সুখে থাক্‌লে সুখ, সন্তোষ তোমার পদতলে লুঠিয়ে পড়্‌বে।

হেমে। ভাই সুরেন, এর তরে কি তোমায় এত করে বল্‌তে হয়? কুসুম আমার বড় সাধের ধন—কুসুমের গায়ে সামান্য ছড় লাগ্‌লে আমার গায় তরবালের চোট পড়ে।—তবু যে কুসুমকে আমি নিদারুণ ক্লেশ দিয়েছি—সে আমার নশিবের ফের। যা হক্, আজ তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—এবার কুসুমকে সুখী কর্‌ব—কুসুম না চাইতে তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু তাঁরে দেব—মুখের কথা না খসাতে তাঁর অভিলষিত সম্পাদন কর্‌ব—কুসুম আমায় জলে ডুব্‌লে বলেন ত জলে ডুব্‌ব—আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন ত আগুনে ঝাঁপ দেব;—কুসুমের মনে ক্লেশ দিয়ে যে পাপ করেছি, তাঁর সুখকরকার্য্যে অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত ক'রে সেই পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।

সুরে। ঐ দেখ, কুসুম আস্‌ছেন। তুমি ওর সঙ্গে কথা কও।

(কুসুমের প্রবেশ।)

আমি সদরে যাই। চিল শকুনিগুলোকে তাড়িয়ে দিইগে।

কুসু। চিল শকুনি আবার কোথা হতে এলো সুরেন্দ্র?

সুরে। নবাব বাড়ির আমলা গুলোই চিল শকুনি। আমরা যতক্ষণ এখানে থাক্‌ব, তারা আমাদের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাবে।

কুসু। সুরেন্দ্র, ভাই—তোমার দুটি হাতে ধরে বল্‌ছি, নবাব বাড়ির আমলাদের উপর চটোনা। তাদের কিছু কিছু দিয়ে খুসি ক'রে বিদেয় করগে। ইনি খালাস হয়ে আসায় আজ আমাদের কুবেরের

ভাণ্ডার ত হাত হয়েছে। আজ তোমার টাকায় বেঙ্ চুর্‌চুরি খেলাবার কথা—হাত রেখে খরচ কর্‌বার কথা ত নয়। তুমি দুএক হাজার টাকা বাঁচাতে চেষ্টা করছ, কিন্তু আমি এই মাত্র লাখ টাকা খরচ ক'রে আস্‌ছি।

সুরে। সে কি? লাখ টাকা আপ'নি কিসে খরচ কর্‌লেন?

কুসু। যে লাখ টাকার গয়না বাঁধা দেব ব'লে সঙ্গে এনেছিলেম—ওঁর খালাস হওয়া শুনেই সে গুলি ভিক্ষারিণীদের বিলিয়ে দিলেম।

সুরে। এ বড় বেজায় সাধের বউ, তা আপনি একাজ করেছেন বল্‌বার কথা কিছু নেই। হেমেন্দ্র এমন কাজ কর্‌লে ওঁরে আমি তিরস্কার কর্‌তেম।

[প্রস্থান।

হেমে। (স্বগত) সুরেন্দ্র ত বলে গেলেন কুসুমের সঙ্গে কথা কইতে, কিন্তু কথা কই কেমন করে?—যে দোষ কুসুমের কাছে করেছি, এখন এক বৎসর ওঁর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পার্‌ব না। জানি কুসুম আমায় দোষী মনে করেন না—আমার এত দোষেও উনি কোন দোষ দেখ্‌তে পান না, বিশেষ আমি যে খালাস হয়ে এসেছি, সেই সুখেই উনি ভুতপূর্ব্ব বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু আমার ত লজ্জা আছে!

কুসু। আবার তুমি মুখ নাবিয়ে কেন? আমার মাথা খাও, আর দুঃখ নিয়ে থেকোনা।

হেমে। না কুসুম, আমার আর কোন দুঃখ নেই। তোমার মুখ খানিকে শারদোৎফুল্ল মল্লিকার ন্যায় হর্ষপ্রফুল্ল দেখে আমার সব দুঃখ দুরে গেল।

কুসু। তবে তুমি আমার সঙ্গে হাঁসি মুখে কথা কও—আবার আমায় কুস্ বলে ডাক। তোমার মুখে কুস্ আমার যত ভাল লাগে, কুসুম তত ভাল লাগে না।

হেমে। বেশ কুস্, এখন অবধি আমি তোমায় কুস্ বলেই ডাক্‌ব—তোমার যাতে সুখ হয়, তাই কর্‌ব।

কুসু। শুধু কুস্ বলে ডাক্‌লে হবে না। কখন কুস্, কখন কুসো কখন কুসি, কখন কুস্‌মী বল্‌বে, তবে আমার সুখ হবে। যাক্, আমি কি এনিচি দেখ ?

হেমে। কি এনেছ কুস্ ?

কুসু। এই দেখ, একগাছি শিক্‌লি এনিচি। (ফুলমালা দেখান)

হেমে। শিক্‌লি কই কুস্—ও যে ফুল মালা !

কুসু। ফুলমালা নয়—ভালবাসার ছেকল। এই ছেকলে তোমায় বাঁধ্‌ব, তোমার ইচ্ছে হ'লেও আর আমার কাছ ছাড়া হতে পার্‌বে না।

হেমে। আমিও আর তোমার কাছ ছাড়া হতে চাই না। পসু'-দিন বেশ ভাল। কালকের দিনটে রাজপুরে কাটিয়ে পসু' তোমায় কেশবপুরে নে যাব। সেখানে এক নীড়বাসী বিহগ দম্পতীর ন্যায় উভয়ে একত্রে থাক্‌ব। তিলেকের তরেও তোমায় চোখের আড় কর্‌ব না।

কুসু। তবে আমি এ শেকলে তোমায় বাঁধি ?

হেমে। বাঁধাই ত আছি।

কুসু। তবু পুরুষ জাতকে বিশ্বেস নেই। (কণ্ঠে মালা দিয়া) এই তোমায় ভালবাসার শেকলে বাঁধ্‌লেম। এবার আমার একটি কথা শোন। তোমার কারাবাসের দুর্গতি ও ক্লেশের কথা আমার মুখে শুনে মা বড় কাতর হয়েছেন—তিনি একটি বার তোমাকে দেখ্‌তে চান। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে এসো।

হেমে। যে দোষ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে করেছি, তাঁকে মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

কুসু। ছি ! আবার অই কথা ?—তবু যদি কোন দোষ তোমার থাকৃত—না জানি কি কর্‌তে ? কিন্তু দোষ থাকলেও মা তা নিতেন না। সন্তান সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও মার চোখে অপরাধী হয় না। চল—আমি তোমার সঙ্গে যাই (হস্ত ধারণ)।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।